নগর সংস্করণ

বৃহস্পতিবার

৩১ অক্টোবর ২০২৪

১৫ কার্তিক ১৪৩১, ২৭ রবিউস সানি ১৪৪৬

কথা কxসহ মোট ১৮ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৫০

অদম্য বাংলাদেশই আবার চ্যাম্পিয়ন

সাফ নারী ফুটবল ফাইনাল

টুর্নামেন্ট সেরা ঋতুপর্ণা চাকমা, টানা দ্বিতীয়বারের মতো সাফের সেরা গোলরক্ষক রুপনা চাকমা।

বাংলাদেশ	২	১	নেপাল

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে*

দুই বছর আগে দশরথ রঙ্গশালাতেই নেপালকে কাঁদিয়ে প্রথমবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল বাংলাদেশ। নেপাল কাল আবার কাঁদল। কিন্তু সান্ত্বনা তাদের একটাই, যোগ্যতর দল জিতেছে। স্বাগতিকদের ২-১ গোলে হারিয়ে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ধরে রেখেছেন লাল-সবুজের অদম্য মেয়েরা। দেশের ফুটবলে যা নতুন এক ইতিহাস। বড় কোনো শিরোপা জিতে সেটি ধরে রাখার কীর্তি ছেলেরা দেখাতে পারেননি কখনো। সাবিনা খাতুনের নেতৃত্বে পেরেছেন মেয়েরা।

বিরতির পরপরই মনিকা চাকমা বক্সের ভেতরে থেকে দারুণ প্লেসিংয়ে যখন বাংলাদেশকে ১-০ গোলে এগিয়ে নেন, দশরথের ভরা গ্যালারিতে নেমে আসে নিস্তব্ধতা। আবারও কি আশাভঙ্গের বেদনায় পুড়তে যাচ্ছে নেপাল! এই হাহাকার ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে হিমালয়ের দেশটিতে। কিন্তু ৫৩ মিনিটে নেপালের আক্রমণের অন্যতম প্রাণ আমিশা কার্কি বাংলাদেশের রক্ষণ চিড়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন। ঠান্ডা মাথায় গোলরক্ষক রুপনা চাকমার পাশ দিয়ে তাঁর প্লেসিং নিস্তব্ধ গ্যালারিকে আবার জাগিয়ে তোলে।

৮১ মিনিটে ঋতুপর্ণা চাকমার ঝলকে বাংলাদেশের সামনে খুলে যায় আরেকটি ফাইনাল জয়ের পথ। রাঙামাটির মেয়ের শট নেপালের জালে জড়াতেই সেই একই দৃশ্য। গ্যালারিতে আবার নিস্তব্ধতা। তবে বেশিক্ষণ নীরব থাকেনি। ঘরের মেয়েদের উজ্জীবিত করতে আবারও সেই 'নেপাল, নেপাল' স্লোগান। কিন্তু কোনো কিছুই দমাতে পারেনি দুরন্ত বাংলাদেশকে। নেপালের মাটিতে টানা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

» অশ্রু মুছে অভিনন্দন চ্যাম্পিয়ন মেয়েদের পৃষ্ঠা ১৬

২০২২-এর পর ২০২৪—প্রতিপক্ষ ও ভেন্যু একই। বদলায়নি ফাইনাল-ভাগ্যও। নেপালকে ২-১ গোলে হারিয়ে আবারও সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা বাংলাদেশের। ট্রফি নিয়ে এমন উদ্‌যাপনে তো সাবিনা-ঋতুপর্ণা-রুপনাদেরই মানায়। কাল কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে। ছবি : বাফুফে

সন্ত্রাসীদের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গৃহবধূ নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর পল্লবীর বাউনিয়া বাঁধ বস্তিতে গতকাল বুধবার সন্ত্রাসীদের গুলিতে আয়েশা আক্তার (২৮) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ওই নারীর গায়ে লাগে। এদিকে রামপুরায় লেগুনাচালক হাসান হাওলাদার হত্যায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পল্লবীর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক নারী *প্রথম আলোকে* বলেন, গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে ২০-৩০ জন যুবক মিলে ধারালো অস্ত্রের মুখে মামুন নামের এক ব্যক্তিকে জিম্মি করে মারধর করছিলেন। হামলাকারীদের মধ্যে দু-তিনজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র এবং কয়েকজনের হাতে চাপাতিসহ ধারালো অস্ত্র ছিল। এ সময় কয়েকজন নারী ও স্থানীয় লোকজন এসে মারধরের শিকার মামুনকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীরা গুলি ছোড়ে।

পল্লবী থানার ওসি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, মারধরের শিকার মামুন মাদক বিক্রেতা। আর হামলাকারী মমিন গ্রুপ চাঁদাবাজ। গতকাল দুপুরে মমিন বাউনিয়া বাঁধের মাদক বিক্রেতা মামুনের কাছে চাঁদা দাবি করেন। এ নিয়ে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে তাঁরা মামুনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন মামুনের সহযোগীরাও সেখানে জড়ো হন। পাশের দোতলা বাড়ির জানালা দিয়ে মাথা বের করে ঘটনা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সব হত্যার বিচার করতে হবে

সংবাদ সম্মেলনে ফলকার টুর্ক

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার নিশ্চিত করতে অপরাধ ট্রাইব্যুনালসহ সর্বত্র যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা জরুরি।

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারপ্রক্রিয়াকে অবশ্যই টেকসই হতে হবে। এ জন্য ৫ আগস্টের আগে-পরে হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার করতে হবে। তবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালসহ সর্বত্র যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা জরুরি। 'মব জাস্টিস' (দলবদ্ধ সহিংসতা) এবং যেকোনো ধরনের হত্যাকাণ্ডের দায়মুক্তি সমর্থন করে না জাতিসংঘ।

গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক এ মন্তব্য করেন। দুই দিনের সফরের শেষ দিনে তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে নানা পর্যায়ের আলোচনার বিষয় তুলে ধরেন। এরপর তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের পর বাংলাদেশের অনেক স্থানে 'মব জাস্টিস' হয়েছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে ফলকার টুর্ক বলেন, মব জাস্টিস কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতিটি অপরাধের তদন্ত করতে হবে।

আন্দোলনের সময় পুলিশ হত্যার ঘটনায় দায়মুক্তির বিষয়ে জানতে চাইলে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার বলেন, কোনো হত্যার দায়মুক্তি দেওয়া উচিত নয়। প্রতিটি হত্যার তদন্ত ও বিচার করতে হবে। না হলে মানবাধিকার প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

ফলকার টুর্ক বলেন, বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা বঞ্চনার শিকার হয়ে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করতে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় নেমে ইতিহাসের অনন্য এই নজিরবিহীন মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে। যথেচ্ছভাবে ভিন্নমত দমন করা হয়েছে। দেশে যথেষ্ট বৈষম্য, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে। মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার ছিল তাদের মূল দাবি।

ফলকার টুর্ক আরও বলেন, 'শিক্ষার্থীরা আমাকে জানিয়েছে যে তাদের বক্তব্য প্রকাশের জন্য রাস্তায় নামা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এবার ন্যায়বিচার হতে হবে। এবারের সংস্কার অবশ্যই টেকসই হতে হবে, যেন গত কয়েক দশকের অপমানজনক চর্চার পুনরাবৃত্তি না হয়।'

সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক। পাশে ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। ছবি : প্রথম আলো

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সরকারের প্রতি মির্জা ফখরুল

অন্যান্য বিষয়ে না গিয়ে নির্বাচনে নজর দিন

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

অন্যান্য বিষয়ের দিকে না গিয়ে নির্বাচনে নজর দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, 'আমাকে রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে হলে, জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হলে এখানে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য, সবার অংশগ্রহণে নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন করতে হবে।'

গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এক আলোচনা সভায় মির্জা ফখরুল ইসলাম এ কথা বলেন। বিএনপির মহাসচিব আশা প্রকাশ করেন, নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠন করার লক্ষ্যে গঠিত সার্চ কমিটি দ্রুতই কমিশন গঠন করবে এবং সেই কমিশন দ্রুততার সঙ্গেই নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে।

সদ্য পদত্যাগী প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'তিন মাসে যদি হাবিবুল আউয়াল সাহেবরা নির্বাচন করে ফেলতে পারেন, তাহলে কেন পারা যাবে না? চাইলেই পারা যাবে, সে চেষ্টা করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, এই সরকারের অন্য কোনো রকম রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই।'

এই বিশ্বাসের ভিত্তি উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, কারণ (অন্তর্বর্তী সরকারের) এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন (ড. মুহাম্মদ ইউনূস) এমন একজন ব্যক্তি, যিনি সারা পৃথিবীতে সমাদৃত এবং তিনি কমিট (অঙ্গীকার) করেছেন যে তাঁর কোনো রকমের রাজনৈতিক ইচ্ছা নেই।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্দেশে বিএনপির মহাসচিব আরও বলেন, 'দেশের মানুষ আপনাকে খুবই ভালোবাসে। আপনাকে সম্মান দিয়েছে, দেবে এবং দিতে চায়। একটাই অনুরোধ থাকবে, আপনার এই জায়গা যাতে নষ্ট না হয়, সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।'

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

নির্বাচনী সমঝোতা, নাকি অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো

৬ এলাকায় বিএনপির চিঠি

এই চিঠি নিয়ে দলের ভেতরে-বাইরে প্রতিক্রিয়ার পর সব জেলায় আরেকটি চিঠি পাঠানো হয়।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

যুগপৎ আন্দোলনের শরিক দলগুলোর ছয় নেতাকে এলাকায় জনসংযোগ ও সাংগঠনিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে বিএনপির দেওয়া চিঠি নিয়ে নিজ দল ও শরিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এই চিঠি কি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসন সমঝোতার ইঙ্গিত, নাকি নির্বাচন সামনে রেখে এসব নেতাকে কাছে রাখার কৌশল, তা স্পষ্ট নয়।

২২ অক্টোবর সমমনা শরিক জোটের ছয় নেতাকে নিজ নিজ এলাকায় জনসংযোগে সহযোগিতা করার জন্য ছয়টি জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের 'অতীব জরুরি' নির্দেশনা-সংবলিত চিঠি দেয় বিএনপি। এই ছয় নেতা ফ্যাসিস্ট আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলনে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন উল্লেখ করে চিঠিতে তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় জনসংযোগসহ সাংগঠনিক কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় নেতাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে এই নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সংসদীয় এলাকার থানা, উপজেলা বা পৌরসভায় বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের অবহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে বলা হয়। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরে এই চিঠি দেওয়া হয়।

> “আমরা সব জেলায় আলাদা চিঠি দিয়ে সমমনা দলের শীর্ষ নেতাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করার নির্দেশনা দিয়েছি।
>
> **রুহুল কবির রিজভী**, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব, বিএনপি

ওই ছয় নেতা হলেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, গণ অধিকার পরিষদের (একাংশ) সভাপতি নুরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান ও ১২-দলীয় জোটের সমন্বয়ক সৈয়দ এহসানুল হুদা।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

পুলিশ সংস্কারে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে

গত এক-দেড় দশকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে পুলিশের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের একটা বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা গেছে। এ রকম প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠন করেছে।

লিখেছেন **এম এ সোবহান**

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, দিনভর যানজটে ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর সাতটি বড় সরকারি কলেজের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে গতকাল বুধবারও সায়েন্স ল্যাব মোড়ে সড়ক অবরোধ করেন ওই সব কলেজের শিক্ষার্থীরা। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল সোয়া পাঁচটা পর্যন্ত প্রায় পৌনে ছয় ঘণ্টা ঢাকার অন্যতম ব্যস্ত মিরপুর-নিউমার্কেট সড়ক অবরোধ করে রাখেন তাঁরা।

সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা যখন সায়েন্স ল্যাব মোড়ে সড়ক অবরোধ করেন, তখন মহাখালীতে তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামেন কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে।

এ ছাড়া শাহবাগে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ করার দাবিতে আন্দোলনে নামেন একদল চাকরিপ্রত্যাশী। দুপুরের পর তাঁরা মিছিল নিয়ে সচিবালয় অভিমুখে যাওয়ার সময় শিক্ষা ভবনের সামনে পুলিশ জলকামান ছুড়ে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

এই তিন কর্মসূচি ঘিরে মিরপুর রোডসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার সড়কে দিনভর তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এর ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েন বহু মানুষ।

শিক্ষার্থীদের রাস্তায় জনদুর্ভোগ তৈরি না করে ধৈর্য ধরার ও নিজ নিজ শিক্ষাঙ্গনে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। গতকাল দেওয়া এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান তিনি।

তবে নিজেদের দাবিতে অটল থেকে প্রয়োজনে আগামী রোববার থেকে গণ-অনশন কর্মসূচি পালনের

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

রাজধানীর সাত কলেজকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবিতে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে তীব্র যানজটে দুর্ভোগে পড়েন পথচলতি মানুষ। অনেকেই যানবাহন থেকে নেমে হেঁটে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হন। গতকাল দুপুরে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

কমলা শিবিরে আশার আলো

হাসান ফেরদৌস

নিউইয়র্ক থেকে

প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনের আগে ডেমোক্র্যাটদের অতিরিক্ত ভীত হওয়ার কথা সুবিদিত। এই অভ্যাসকে তারা নিজেরাই ঠাট্টা করে 'নিশিরাতে শয্যা ভেজানো' নামে অভিহিত করে থাকে। এবারও, নির্বাচনের মুখে এসে ঠিক সে ঘটনাই ঘটবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ভীত ও উদ্বিগ্ন অনেক ডেমোক্র্যাট নির্বাচনী বিশেষজ্ঞই স্বীকার করেছেন, এই নির্বাচনে ট্রাম্পকে ঠেকানো কঠিন।

তবে খুব সামান্য হলেও এই 'অন্ধকার ও হতাশা' কাটিয়ে আলোর মুখ দেখছে কমলা হ্যারিস ও তাঁর ডেমোক্রেটিক পার্টি। না, জনমত জরিপে অবস্থার কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন আসেনি। কাগজে-কলমে এই নির্বাচন এখনো ৫০-৫০। কিন্তু দুই দিন আগে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে এক নির্বাচনী সভায় এসে ট্রাম্প ও তাঁর প্রচারশিবিরের পক্ষ থেকে কমলার হাতে একটি 'উপহার' তুলে দেওয়া হয়েছে।

ভাসমান জঞ্জালের দ্বীপ

১৯৩৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে, এই ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে আমেরিকার নাৎসিপন্থীরা হিটলারের সমর্থনে প্রায় ২০ হাজার লোকের অংশগ্রহণে এক সভার আয়োজন করেছিল। সেই সভার মূল বক্তব্য ছিল, সবার আগে আমেরিকা (আমেরিকা ফার্স্ট)। ট্রাম্পের সভারও সেই একই বক্তব্য ছিল, 'আমেরিকা হবে আমেরিকানদের জন্য'। এই সভায় যে কট্টর ও কুৎসিত ভাষায় বহিরাগতদের আক্রমণ করা হয়, তা ছিল অভূতপূর্ব। তাতেও কোনো সমস্যা হতো না।

কমলা হ্যারিস

এমন আক্রমণ তো ট্রাম্প প্রতিদিনই করে যাচ্ছেন। গোল বাধল ট্রাম্পের পক্ষে একজন কমেডিয়ানের বক্তব্য ঘিরে। উপস্থিত ট্রাম্প-ভক্তদের হাস্যরোলের মধ্যে এই কমেডিয়ান ঘোষণা করলেন, পুয়ের্তোরিকো হচ্ছে একটি 'ভাসমান জঞ্জালের দ্বীপ'। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসা বহিরাগতদের নাম নিয়ে তিনি বললেন, এরা একটা কাজই পারে, আর তা হলো সন্তান উৎপাদন। কথায় ও ভঙ্গিতে কদর্য ইঙ্গিত করে বিষয়টি তিনি বুঝিয়ে বললেন।

পুয়ের্তোরিকো যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি দ্বীপ। একে যুক্তরাষ্ট্রের একটি উপনিবেশ বলাই ভালো। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডাসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে পুয়ের্তোরিকো থেকে আগত প্রায় ৬০ লাখ মানুষের বাস। এদের একাংশও যদি এই কদর্য বক্তব্যে ক্ষিপ্ত হয়ে ট্রাম্পের বিপক্ষে ভোট দেয়, তাহলে নির্বাচনী ফলাফলে চমক আসতে পারে। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ পেনসিলভানিয়া, সেখানে পুয়ের্তোরিকোর প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের বাস। জিততে হলে ট্রাম্প অথবা কমলা উভয়কেই এই অঙ্গরাজ্যের ১৯টি ইলেকটোরাল ভোট কবজা করতে হবে। এ অবস্থায় পুয়ের্তোরিকানদের লক্ষ্য করে এমন কুৎসিত মন্তব্য ট্রাম্পের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। সে কথা টের পেয়ে ট্রাম্প মঙ্গলবার পেনসিলভানিয়া এসেছিলেন আগুন থামাতে। ঠিক ক্ষমা বা দুঃখ প্রকাশ না করলেও তিনি দাবি করেন, পুয়ের্তোরিকোর জন্য তাঁর চেয়ে বেশি আর কেউ করেনি, করবেও না।

পুয়ের্তোরিকোর নাগরিকদের অবশ্য মনে থাকতে পারে, ২০১৯ সালে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে দ্বীপটি যখন প্রবল সংকটে পড়ে, সে সময় ট্রাম্প অতিরিক্ত ত্রাণ পাঠাতে আপত্তি করে রিপাবলিকান কংগ্রেস নেতাদের বলেছিলেন, বড় বেশি ত্রাণ পাঠানো হচ্ছে সেখানে। পরে নিজে সে দ্বীপে দুর্যোগ দেখতে এসে ত্রাণ হিসেবে পেপার টাওয়েল ছুড়ে ছুড়ে মেরেছিলেন।

ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ট্রাম্পের নির্বাচনী সভার পরপরই এই দ্বীপের সবচেয়ে জনপ্রিয় তিন সেলিব্রিটি—জেনিফার লোপেজ, ব্যাড বানি ও রিকি মার্টিন কমলার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। পুয়ের্তোরিকোর সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক *এল নুয়েভো দিয়া*ও কমলার প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। বাতাস ট্রাম্পের বিপক্ষে বইছে টের পেয়ে কমলার প্রচারশিবিরের পক্ষ থেকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ট্রাম্প এই দ্বীপের প্রতি কী ব্যবহার করেছেন। ত্রাণপ্রার্থীদের উদ্দেশে ট্রাম্পের খেলাচ্ছলে পেপার টাওয়েল ছুড়ে মারার ভিডিও

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

» বিশৃঙ্খলা নয়, স্বাধীনভাবে বাঁচার ডাক কমলার পৃষ্ঠা ১৩

আজকের আবহাওয়া
রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৯ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ৪ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : খেপুপাড়ায় ৩৪.৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : সীতাকুণ্ডে ২২.৫° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪ :৪৮	মাগরিব	৫ :২৪
জোহর	১১ :৪৫	এশা	৬ :৩৯
আসর	৩ :৪৪	কাল ফজর	৪ :৪৯

সাফ শিরোপাজয়ী নারী ফুটবল দলকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

বাসস, *ঢাকা*

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস নেপালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাজয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার স্বাগতিক নেপালকে ২-১ গোলে হারিয়ে শিরোপা জয় করে বাংলাদেশ নারী দল।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস এক অভিনন্দন বার্তায় বলেন, 'এটা আমাদের নারী ফুটবল দলের বিরাট অর্জন।' তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের নিয়ে গর্বিত। গোটা জাতি তোমাদের নিয়ে গর্বিত। অভিনন্দন সেই সব খেলোয়াড়দের যারা আমাদের এই গৌরব এনে দিয়েছ।'

পঞ্চদশ সংশোধনী

রুলের ওপর শুনানি শুরু, ৬ নভেম্বর পরবর্তী শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আনা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রশ্নে রুলের ওপর শুনানি শুরু হয়েছে। বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল বুধবার শুনানি গ্রহণ করেন। শুনানি নিয়ে আদালত আগামী বুধবার (৬ নভেম্বর) শুনানির পরবর্তী দিন রেখেছেন।

এর আগে পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের বৈধতা নিয়ে সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তির করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত ১৯ আগস্ট হাইকোর্ট রুল দেন। রুলে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন কেন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়।

এই রুলের ওপর গতকাল প্রথম দিনের মতো শুনানি হয়। আদালতে রিট আবেদনকারীদের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভূইয়া শুনানি করেন। তাঁকে সহায়তা করেন আইনজীবী রিদুয়ানুল করিম। শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংশোধিত-প্রতিস্থাপিত-সংযোজিত অনুচ্ছেদগুলো এবং এর পূর্ববর্তী বিভিন্ন সংশোধনীর তুলনামূলক চিত্র পুস্তিকা আকারে আদালতে দাখিল করেন।

শুনানিতে অষ্টম সংশোধনীসহ বিভিন্ন মামলার রায় উল্লেখ করে সংবিধান ও সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ব্যাখ্যার বিভিন্ন দিক ও নজির তুলে ধরেন রিট আবেদনকারীদের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শরীফ ভূইয়া। তিনি বলেন, সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিবেচনায় রাখতে হয়। তবে সাধারণ আইনে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এ সবের প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্র, ভোটের অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ক্ষমতার পৃথক্করণ সংবিধানের মৌলিক কাঠামো। পঞ্চদশ সংশোধনীতে নতুন বিধান অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নতুন আদর্শ চালু করা হয়, যা নিয়ে অসন্তুষ্টিও ছড়িয়ে পড়ে। এই সংশোধনী বিদ্যমান সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সংবিধানের মূল কাঠামোর সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। অসাংবিধানিকভাবে পঞ্চদশ সংশোধন আনা হয়। গণতান্ত্রিক চরিত্র ধ্বংসসহ এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানকে ধ্বংস করা হয়। যে কারণে পঞ্চদশ সংশোধনী পুরোটাই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

রিট আবেদনকারীদের আইনজীবীর বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়েই প্রথম দিনের শুনানি হয়। বেলা দুইটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত শুনানি চলে।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়। ২০১১ সালের ৩ জুলাই এ-সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। পঞ্চদশ সংশোধনী আইন চ্যালেঞ্জ করে গত আগস্টে পাঁচ বিশিষ্ট নাগরিক রিটটি করেন। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট পঞ্চদশ সংশোধনী প্রশ্নে রুল দেন। সাংবিধানিক এই মামলায় আদালতের অনুমতি নিয়ে রুল সমর্থন করে ইন্টারভেনার (আদালতকে সহায়তা করতে) হিসেবে ২২ অক্টোবর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং গত মঙ্গলবার বিএনপি ও আইনজীবী মোস্তফা আসগর শরিফী রিটে যুক্ত হন।

আদালতে বিএনপির পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও আইনজীবী ফারজানা শারমিন, জামায়াতের পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির উপস্থিত ছিলেন। রিট আবেদনকারী বদিউল আলম মজুমদার ও তোফায়েল আহমেদ শুনানির সময় উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ এবং ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তানিম খান ও আবদুল্লাহ আল মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

গৃহবধূ নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেখছিলেন গৃহবধূ আয়েশা। একপর্যায়ে মমিন গ্রুপ প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আয়েশার গলার নিচে লাগে। এতে তিনি ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। হামলায় মামুন সামান্য আহত হয়েছেন।

লেগুনাচালক হত্যায় গ্রেপ্তার ২

রাজধানীর রামপুরায় লেগুনাচালক হাসান হাওলাদার হত্যায় জড়িত অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল ভোরে রামপুরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. সোহেল (৩২) ও রাতুল ইসলাম (২১)।

চাঁদা না দেওয়ায় গত মঙ্গলবার রাতে রামপুরা ব্রিজের কাছে সন্ত্রাসীরা লেগুনাচালক হাসান হাওলাদারকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। তাঁকে বাঁচাতে গেলে সন্ত্রাসীরা অপর লেগুনাচালক নূরে আলমকে (২৩) ছুরিকাঘাত করে। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, হাসান হাওলাদারের হত্যায় মঙ্গলবার রাতেই ছয়জনের নাম উল্লেখ করে ও দু-তিনজনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করা হয়। বাড্ডা থানার একটি পুলিশ দল তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় এজাহারভুক্ত আসামি সোহেল ও রাতুলকে গ্রেপ্তার করে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

হাজিরা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা শাজাহান খানসহ কয়েকজনকে ঢাকার সিএমএম আদালতে তোলা হয়। গতকাল সকালে। ছবি : সাজিদ হোসেন খবর পৃষ্ঠা ৪

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আ.লীগের জায়গা নেই

সাক্ষাৎকারে ড. ইউনূস

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া এই সাক্ষাৎকার গতকাল পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণে প্রকাশ করা হয়েছে।

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি : পিআইডি

ক্ষমতাচ্যুত কর্তৃত্ববাদী শাসক শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ 'ফ্যাসিবাদের সব বৈশিষ্ট্য' প্রকাশ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন, 'দেশের রাজনীতিতে এ দলের এখন "কোনো জায়গা" নেই।'

যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী দৈনিক *ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এসব মন্তব্য করেন। গতকাল বুধবার পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণে এই সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়েছে।

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস বলেছে, এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো ও বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে অবস্থান স্পষ্ট করলেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. ইউনূস। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে চলে যান দলটির প্রধান ও টানা ১৫ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা শেখ হাসিনা।

সাক্ষাৎকারে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, তাঁর অন্তর্বর্তী সরকার এখনই ভারত থেকে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চাইবে না। পত্রিকাটি বলছে, সর্ববৃহৎ প্রতিবেশী দেশের (ভারত) সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উত্তেজনাকে উসকে দিতে পারে, এমন চিন্তা থেকেই হয়তো এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'স্বল্প মেয়াদে হলেও নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশে তাঁর (শেখ হাসিনা) কোনো জায়গা নেই, আওয়ামী লীগের কোনো জায়গা নেই।'

'নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা জনগণকে নিয়ন্ত্রণ (দমনপীড়ন) করেছে, তারা রাজনৈতিক দলকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তারা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছে', বলেন ড. ইউনূস। তিনি আরও বলেন, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো ফ্যাসিস্ট দলের অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়।

শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কুক্ষিগত করা, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড পরিচালনা এবং সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়ার অভিযোগ করেছেন রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো।

শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর তাঁর দলকে রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে রাখা, সংস্কার, নাকি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা উচিত, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে।

ড. ইউনূসের ধারণা, আওয়ামী লীগ একটি দুর্বল ও ব্যর্থ দলে পরিণত হতে পারে। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, তাঁর অন্তর্বর্তী প্রশাসন দলটির ভাগ্য নির্ধারণ করবে না, কেননা এটি কোনো 'রাজনৈতিক সরকার নয়'।

আওয়ামী লীগ ভবিষ্যতে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে কি না, সেই বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যকার 'ঐকমত্যের' ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে—এমনটা আশা করে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আওয়ামী লীগকে রাজনীতি করার সুযোগ দেওয়া নিয়ে তাদেরই (রাজনৈতিক দলগুলোকে) সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

হাসিনা ভারতের কোথায় আছেন, তা পরিষ্কার নয়। সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী *ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস*কে বলেছেন, তাঁর দল যেকোনো সময় নির্বাচনে অংশ নিতে প্রস্তুত।

অর্থনীতির একজন সাবেক অধ্যাপক ও 'গরিবের ব্যাংকার' হিসেবে পরিচিত ড. ইউনূস ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের আগে খ্যাতিমান এই অর্থনীতিবিদকে নিশানা বানান শেখ হাসিনা।

রাজনীতিতে যোগ দেওয়া বা কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করার ইচ্ছা তাঁর নেই বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক ইউনূস। বলেছেন, নির্বাচনের সময়সূচি (এখনই) ঘোষণা করা হবে না। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের কাজ, বিভিন্ন বিষয়ের নিষ্পত্তি ও নতুন সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন করা। যখন নির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ হবে, তখন আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করব।'

শেখ হাসিনার পতনে তাঁর সরকারের সবচেয়ে বড় বিদেশি সমর্থক ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে।

অধ্যাপক ইউনূস বলেছেন, তাঁর সরকার শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চাইবে। তবে তা চাওয়া হবে শুধুই দেশের অভ্যন্তরীণ অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল) রায়ের পর। ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনা ও অন্য ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন।

'তাঁর (শেখ হাসিনা) বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে...রায় পেলে ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় তাঁকে দেশে ফেরত আনার চেষ্টা করব আমরা। আমি মনে করি না, রায় পাওয়ার আগে আমাদের এটি করার মতো কিছু আছে', বলেন ড. ইউনূস।

গত আগস্টে শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় *ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস*কে বলেছিলেন, বিক্ষোভকারীদের ওপর সহিংসতা চালানোর যে অভিযোগ তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে, তা মিথ্যা। তাঁর মা 'কোনো বেআইনি কাজ করেননি', তাই যেকোনো অভিযোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত তিনি।

ড. ইউনূসের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে সরকার পরিবর্তন হয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ।

শেখ হাসিনা উৎখাত হওয়ার পর আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মী হয় দেশের বাইরে পালিয়েছেন, নয়তো আত্মগোপন করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকালে সহিংসতায় বিক্ষোভকারী, পুলিশ, পথচারীসহ অন্তত ৮০০ মানুষ নিহত হয়েছেন। তবে অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ব্যাপক নির্যাতন-নিপীড়ন চালানোর অভিযোগ নিশ্চিত করেনি মানবাধিকার সংস্থাগুলো।

এ বিষয়ে ড. ইউনূস স্বীকার করেছেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কিছু সহিংসতার ঘটনা এবং তাতে খুব অল্প প্রাণহানি ঘটেছে। অবশ্য তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁদের সংশ্লিষ্টতা থাকায় এসব হামলা হয়েছে। ধর্মীয় পরিচিতির কারণে তাঁদের ওপর হামলা হয়নি।

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান বলেন, 'হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ (আগস্টে হামলার প্রসঙ্গ) আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছেন। সমালোচকেরা ওই বয়ানকে (হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা) ভিন্ন রূপ দিয়েছেন।'

শ্যামাপূজা আজ

বাসস, *ঢাকা*

হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শ্যামাপূজা আজ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সাধারণত শ্যামাপূজা বা কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বেণী মাধব শীলের পঞ্জিকা অনুসারে, এ বছর কার্তিক অমাবস্যা তিথি পড়বে আজ ৩১ অক্টোবর বেলা ৩টা ৫২ মিনিটে। অমাবস্যা তিথির অবসান হবে আগামীকাল ১ নভেম্বর বেলা ১২টা ৪৮ মিনিটে। পূজার জন্য শুভ সময় থাকবে ৩১ অক্টোবর রাত ১১টা ৪৮ মিনিট থেকে রাত ১২টা ৪৮ মিনিট পর্যন্ত।

হিন্দু পুরাণ মতে, কালী দেবী দুর্গারই একটি শক্তি। সংস্কৃত ভাষার 'কাল' শব্দ থেকে কালী নামের উৎপত্তি। কালীপূজা হচ্ছে শক্তির পূজা। জগতের সব অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে শুভশক্তির বিজয়।

কালী দেবী তাঁর ভক্তদের কাছে শ্যামা, আদ্য মা, তারা মা, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, দেবী মহামায়াসহ বিভিন্ন নামে পরিচিত।

কালীপূজার দিন হিন্দু সম্প্রদায় সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়িতে ও শ্মশানে প্রদীপ প্রজ্বালন করে প্রয়াত মা-বাবা ও স্বজনদের স্মরণ করেন। এটিকে বলা হয় দীপাবলি।

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, কালী শ্মশানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এ কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে শ্মশানে মহাধুমধামের মধ্য দিয়ে শ্মশান কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

আট জেলায় ডিসি ও দুই বিভাগে নতুন কমিশনার

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেড় মাসের বেশি দিন শূন্য থাকার পর দেশের আটটি জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। জেলাগুলো হলো জয়পুরহাট, রাজশাহী, রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর, শরীয়তপুর ও নাটোর। গতকাল বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

নতুন নিয়োগ পাওয়া ডিসিদের মধ্যে পরিকল্পনা বিভাগের উপপ্রধান আফরোজা আকতার চৌধুরীকে জয়পুরহাটে, চট্টগ্রামের ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার আফিয়া আখতারকে রাজশাহী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞাকে রাজবাড়ী, সরকারি আবাসন পরিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মুহাম্মদ নজরুল ইসলামকে সিরাজগঞ্জের এবং অর্থ বিভাগের উপসচিব তৌফিকুর রহমানকে কুষ্টিয়ার ডিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. রফিকুল ইসলামকে দিনাজপুর, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিনকে শরীয়তপুরে এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আসমা শাহীনকে নাটোরের ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে দুই বিভাগে নতুন কমিশনারও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার করা হয়েছে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) কাজী আনোয়ার হোসেনকে এবং বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. রায়হান কাওছার।

সায়মার বদলে ডব্লিউএইচওর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ চেয়ে চিঠি

প্রেস উইংয়ের ব্রিফিং

মামলার রায় হওয়ার পর শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া নেওয়া হবে। ডিসি নিয়োগে ঘুষের অভিযোগের সত্যতা পায়নি উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালকের দায়িত্বে আছেন সায়মা ওয়াজেদ (পুতুল)। তিনি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে। সংস্থাটির সঙ্গে কাজের জন্য এখন তাঁর পরিবর্তে যাতে সরাসরি বাংলাদেশ সরকার যোগাযোগ করতে পারে, সে জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে চিঠি দিয়েছে সরকার।

রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। ব্রিফিংয়ে বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম, উপ প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার ও অপূর্ব জাহাঙ্গীর। সম্প্রতি এই চিঠি দেওয়া হয়েছে জানিয়েছেন তাঁরা।

উপ প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর বলেন, বাংলাদেশ সরকার ডব্লিউএইচওর কাছে একটি চিঠি দিয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার যাতে তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে এবং আঞ্চলিক পরিচালকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে না হয়।

অপূর্ব জাহাঙ্গীর বলেন, বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালকের দায়িত্বে থাকা সায়মা ওয়াজেদ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যেহেতু আর্থিক ও ফৌজদারি মামলা আছে, তাই ডব্লিউএইচওকে জানানো হয়েছে, তাঁর মাধ্যমে যেন যোগাযোগ করতে না হয়। এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ডব্লিউএইচওকে অনুরোধ করা হয়েছে।

গত বছর ১ নভেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক নির্বাচিত হন সায়মা ওয়াজেদ। গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। পাঁচ বছরের জন্য তিনি এই পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শেখ হাসিনাসহ তাঁর পরিবার ও দলের নেতাদের বিরুদ্ধে বহু মামলা হয়েছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছে। এসব মামলার মধ্যে কয়েকটিতে শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদও আসামি।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপ প্রেস সচিব অপূর্ব জাহাঙ্গীর বলেন, সায়মা ওয়াজেদ পতিত স্বৈরাচারের পরিবারের সদস্য। তিনি বাংলাদেশের জন্য কতটুকু সহায়তায় আসবেন, সেটিও একটি প্রশ্ন। তাই বাংলাদেশ সরকার চাচ্ছে, তাঁর সঙ্গে লিয়াজোঁ না করে সরাসরি ডব্লিউএইচওর সঙ্গে কথা বলা যায় কি না।

আরেক প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, এখানে ইস্যুটি নৈতিকতার বিষয়। তাঁর (সায়মা ওয়াজেদ) বিরুদ্ধে আর্থিক ও ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। তাঁর ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। বিএফআইইউ (কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ) তদন্ত করছে। তাঁর মাধ্যমে কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না। সে জন্য সরকার চাচ্ছে ডব্লিউএইচওর সঙ্গে সরাসরি কাজ করতে। এ বিষয়ে ডব্লিউএইচও কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, সেটাও যেন জানায়।

শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া রায়ের পর

ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম *ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে অপূর্ব জাহাঙ্গীর বলেন, যেহেতু তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলছে। তাই মামলার রায় হওয়ার পর তাঁকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া নেওয়া হবে। যেহেতু বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের একটি চুক্তি (বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি) রয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সে বিষয়ে রায় হওয়ার পর বলা যাবে।

নতুন নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠনে যোগ্য ব্যক্তি বাছাইয়ের জন্য অনুসন্ধান (সার্চ) কমিটির প্রজ্ঞাপন দু-এক দিনের মধ্যেই হবে বলে আশা প্রকাশ করেন শফিকুল আলম।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগে ঘুষের যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তার সত্যতা পায়নি অন্তর্বর্তী সরকারের তিন উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি।

উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে সংবাদ সম্মেলনে মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, কিছুদিন আগে ডিসি নিয়োগসংক্রান্ত বিষয়ে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে সরকার উচ্চপর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। প্রতিবেদনে জানা গেছে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি সত্য নয়।

অদম্য বাংলাদেশই আবার চ্যাম্পিয়ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দ্বিতীয় সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে জিতে নিজেদের নতুন উচ্চতায় তুলেছেন বাংলাদেশের মেয়েরা।

প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের সঙ্গে পিছিয়ে পড়ে হতাশার ড্র। বাংলাদেশের সেমিফাইনালে ওঠাই তখন অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ভারতকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে গ্রুপসেরা হয়ে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। সেমিফাইনালে ভুটান পাত্তাই পায়নি। ৭-১ গোলের বড় জয় বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় অনেকটাই, যার সুবাদে ফাইনালে স্থানীয়দের সব প্রত্যাশা গুঁড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। নেপাল খুব খারাপ ফুটবল খেলেছে যে তা নয়, কিন্তু বাংলাদেশ গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে পেরেছে ভালোভাবে। বাংলাদেশের মেয়েদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের কাছেই নেপালকে হারতে হয়েছে আবারও। আলাদাভাবে বলতেই হবে ঋতুপর্ণার কথা। প্রথমার্ধে কিছুটা নিষ্প্রভ থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়িয়ে দলকে উপহার দিয়েছেন জয়।

সেই জয়ে নেপালিদের মন ভেঙেছে। অথচ গতকালের দিনটা তাদের কাছে ছিল স্বপ্নময়। নেপালের স্থানীয় ভাষার দৈনিক *কান্তিপুর*-এর গতকালের প্রথম পাতার শিরোনাম ছিল 'এবার না হলে আর কখনো নয়'। এই শিরোনামের মধ্যে নেপালিদের হতাশা আর আশাভঙ্গ বেদনাই যেন লুকিয়ে ছিল। তাদের আশা ছিল, নারী সাফের চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা আরও অনেক আগেই ঘরে তুলবেন অঞ্জলিরা। কিন্তু আগের ছয় ফাইনালের পাঁচটিতে খেলে একবারও তা পূরণ হয়নি। তবু 'একবার না পারিলে দেখো শতবার'—প্রবাদটা মনে করিয়ে দিয়ে ষষ্ঠবার সাফ নারী ফুটবলের ফাইনালে উঠে প্রাণ খুলে হাসতে চেয়েছে নেপাল। কিন্তু অপেক্ষার অবসান আর হলো না। দক্ষিণ এশিয়ান নারী ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নটাকে বাস্তব রূপ দিতে পারেনি নেপাল।

বিকেল থেকেই কাঠমান্ডুর ফুটবল-জনতা শিরোপা উৎসবের আশায় ভিড় জমায় দশরথ গ্যালারিতে। ফাইনাল শুরুর দেড় ঘণ্টা আগেই ১৫ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার গ্যালারি প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। অনেকের হাতে ছিল নেপালের পতাকা। স্টেডিয়ামে তৈরি হয় উৎসবের পরিবেশ। সেটির মাত্রা আরও বাড়ে ম্যাচ শুরুর পর, যেন ১২তম খেলোয়াড় হয়ে লড়ছিলেন নেপালের সমর্থকেরা। কিন্তু প্রতিপক্ষের বিপুল সমর্থকের চাপও মনিকারা জয় করেছেন দারুণভাবেই।

ফাইনালের আগে কোচ পিটার বাটলার জানিয়েছেন, বাংলাদেশ নারী দলের সঙ্গে এটাই তাঁর শেষ ম্যাচ। আর শেষটা রাঙাতে সাগরিকার জায়গায় ফরোয়ার্ড শামসুন্নাহার জুনিয়রকে নিয়ে একাদশ সাজান বাংলাদেশের ব্রিটিশ কোচ। কিছুটা চোট থাকায় শামসুন্নাহার সেমিতে খেলেননি। ফাইনালে ফিরে এসে চেষ্টা করছিলেন ডান দিকের উইং দিয়ে বল করে চূড়ান্ত পাস দিতে। তাঁর দুরন্ত ড্রিবলিংয়ের কাছে কয়েকবার পরাস্ত হন নেপালের ডিফেন্ডার। বাঁ দিক থেকে খেলছিলেন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়া ঋতুপর্ণা চাকমা, তিনিও কিছু বল বক্সে বাড়িয়ে চাপে রাখেন নেপালকে।

শুরুটা আক্রমণাত্মক মেজাজেই করেছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয় মিনিটেই নেপালি গোলরক্ষকের ভুলে সুযোগ এসেছিল স্ট্রাইকার তহুরা খাতুনের সামনে। তবে তহুরার শট ফিরে আসে পোস্টে লেগে। পাল্টা আক্রমণে ১১ মিনিটে আমিশার দূরপাল্লার শট ক্রসবারে লাগলে বেঁচে যায় বাংলাদেশ। সময়ের সঙ্গে নেপালের খেলার ধার বেড়েছে। নেপালের বড় অস্ত্র সাবিত্রা ভান্ডারি বারবার ভয় ধরান বাংলাদেশের বক্সে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রবল আত্মবিশ্বাস আর শক্তির কাছে হেরে শেষের গল্পটা এবারও নিজেদের করতে পারেনি স্বাগতিকেরা।

২০২২ সালের ফাইনালে নেপালকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়নের মুকুট মাথায় তোলে বাংলাদেশ। সেই মুকুট নিজেদের কাছে রেখেই আজ দেশে ফিরবেন সাবিনারা। দেশকে আরেকবার আনন্দে ভাসিয়ে, মাথা উঁচু করে তাঁদের ফেরাটা হবে অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণাও।

বাংলাদেশ দল

রুপনা চাকমা, মাসুরা পারভিন, শিউলি আজিম, আফঈদা খন্দকার, শামসুন্নাহার সিনিয়র, মারিয়া মান্দা, মনিকা চাকমা, সাবিনা খাতুন (স্বপ্না রানী), তহুরা খাতুন, ঋতুপর্ণা চাকমা ও শামসুন্নাহার জুনিয়র।

নির্বাচনে নজর দিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমরা একটা জটিল সময় পার করছি। যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়নি। চক্রান্ত শেষ হয়নি। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। ফ্যাসিস্টরা এখনো সক্রিয়। শুধু ব্যক্তির পরিবর্তন করে পুরো কাঠামোর পরিবর্তন করা যায় না। সেটার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়।'

সরকার সময়ের সদ্ব্যবহার করবে বলে আশা প্রকাশ করে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, 'অন্যান্য বিষয়ের দিকে না গিয়ে নজরটা ওই দিকে দেবেন, ইলেকশন (নির্বাচন); এটার কোনো বিকল্প নেই। আমাকে রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে হলে, জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হলে এখানে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য, সবার অংশগ্রহণে নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন করতে হবে। সেই কারণেই কিন্তু এতগুলো প্রাণ গেছে, এত মানুষ দীর্ঘকাল ধরে লড়াই করেছে, সংগ্রাম করেছে, কারাগারে গেছে।'

এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের বিগত ১৫ বছরে ১ লাখ ২৫ হাজার মামলায় সারা দেশের ৬০ লাখ মানুষকে আসামি করার কথা উল্লেখ করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, 'এখানে এমন লোক খুব কম আছে, যারা কারাগারে যায়নি, এমন লোক কম আছে, যারা মামলা খায়নি। ফাঁসি থেকে শুরু করে হত্যা, গুম, খুন—সবকিছু এই দেশে আওয়ামী লীগ করেছে। সেখানে রাতারাতি আমরা সব পরিবর্তন করে ফেলতে পারব না। একটা সময় দিতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে; টলারেন্স। আমরা আশা করব, অতি দ্রুত এবং তারা (অন্তর্বর্তী সরকার) অবশ্যই চেষ্টা করছে।'

মির্জা ফখরুল বলেন, 'ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার আমরাই তৈরি করেছি। অন্য কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা যাঁরা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম, ছাত্রনেতারা সবাই মিলেই এই সরকার গঠন করেছি। আমরা আশা করছি, সরকার একটা যৌক্তিক সময়ের মধ্যে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে, যে নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেননি অতীতে। সেই ভোট দিয়ে তাঁরা নতুন সংসদ তৈরি করবেন। এটা আমাদের প্রত্যাশা এবং এটাই জনগণ চান।'

এনপিপির সভাপতি ফরিদুজ্জামান ফরহাদের সভাপতিত্বে আলোচনায় আরও অংশ নেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল হালিম, লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, এনপিপির মহাসচিব মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

কমলা শিবিরে আশার আলো

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংবলিত একটি বিজ্ঞাপন এখন পুয়ের্তোরিকান-অধ্যুষিত অঞ্চলে অহরহ দেখানো শুরু হয়েছে।

মিশিগান

পেনসিলভানিয়া ছাড়া অন্য যে 'দোদুল্যমান' (ব্যাটলগ্রাউন্ড) অঙ্গরাজ্যে কমলা ও ট্রাম্প দুজনকেই জিততে হবে, তা হলো মিশিগান। গাজা প্রশ্নে মুসলিম ও আরব ভোটাররা বাইডেন-কমলা প্রশাসনের ইসরায়েলপ্রীতিতে অসন্তুষ্ট, সে কারণে এখানে কমলা বিপাকে পড়তে পারেন। ডেমোক্র্যাটদের 'শাস্তি' দিতে অনেক আরব হয় ট্রাম্প অথবা গ্রিন পার্টির জিল স্টাইনকে ভোট দেবেন বলে জানিয়েছেন।

নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, বাস্তব অবস্থা কিছুটা ভিন্ন। কমলার প্রচারশিবিরের নিজস্ব জরিপ অনুসারে যে পরিমাণ বিরুদ্ধ ভোটের আশঙ্কা করা হয়েছিল, তা সত্যি না-ও হতে পারে। মিশিগান ও পেনসিলভানিয়ায় শুধু আরব ভোট নয়, ইহুদি ভোটও গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকাটি জানিয়েছে, সম্প্রতি ট্রাম্পের সাবেক চিফ অব স্টাফ জন কেলি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ট্রাম্প 'হিটলার অনেক ভালো কাজও করেছে' বলে মন্তব্য করেন। তাঁর এই মন্তব্য ইহুদি ভোটারদের মোটেও ভালো লাগেনি। মিশিগান ও পেনসিলভানিয়ার ক্রুদ্ধ ইহুদি ভোটাররা কমলার বাক্সে ভোট দিতে পারেন বলে ভাবা হচ্ছে।

মিশিগানে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের মধ্যেও গাজা প্রশ্নে কমলার প্রতি অসন্তোষ রয়েছে। আরব ও মুসলিমদের মতো তাঁরাও ডেমোক্র্যাটদের থেকে মুখ ফিরিয়ে ট্রাম্পের দিকে এগোতে পারেন। তবে বাঙালি-অধ্যুষিত শহর হ্যামট্রামিকের অন্যতম সিটি কাউন্সিলম্যান মোহাম্মদ হাসান বলেছেন, তাঁর বিশ্বাস, ৭০ শতাংশ বাংলাদেশি কমলাকে সমর্থন করবেন। মঙ্গলবার এক টিভি টক শোতে তিনি আমার এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ট্রাম্প এক সময় মুসলিমদের সন্ত্রাসী বলেছিলেন ও তাঁদের আমেরিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে 'মুসলিম ব্যান' আরোপ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা সে কথা ভুলিনি।' তাঁর ধারণা, বড়জোর ৩০ শতাংশ বাংলাদেশি ট্রাম্পকে সমর্থন করবেন।

মোহাম্মদ হাসান আশঙ্কা করেন, বাংলাদেশের বিগত সরকারের সমর্থকেরা ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দেওয়ার কথা বলছেন। তাঁদের ধারণা, ট্রাম্প নির্বাচিত হলে তিনি ড. ইউনূসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ব্যবস্থা নেবেন।

আফ্রিকান-আমেরিকান ভোট

গত চার-পাঁচটি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা আফ্রিকান-আমেরিকানদের প্রায়-নিরঙ্কুশ সমর্থন পেয়ে এসেছে। এবার অবস্থা কিছুটা ভিন্ন। অধিকাংশ জরিপ অনুসারে, এবারের নির্বাচনে প্রতি পাঁচজনের একজন আফ্রিকান-আমেরিকান ট্রাম্পকে ভোট দিতে পারেন। এই সংখ্যা আফ্রিকান-আমেরিকান তরুণ ও যুবকদের মধ্যে আরও বেশি। বস্তুত কলেজ-শিক্ষিত নয়, এমন সব গ্রুপের মধ্যেই ট্রাম্পের প্রতি লক্ষণীয় সমর্থন রয়েছে। সে কারণে গত কয়েক সপ্তাহ কমলার প্রচারশিবির নানাভাবে আফ্রিকান-আমেরিকানদের দলে টানার চেষ্টা চালিয়েছে। এ কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও তাঁর স্ত্রী মিশেল ওবামা।

সম্ভবত এই প্রচারে কিছুটা কাজও দিয়েছে। মঙ্গলবার আফ্রিকান-আমেরিকানদের সংগঠন এনএএসিপির এক জরিপ প্রকাশ করা হয়েছে। এই জরিপ অনুসারে আগস্টের তুলনায় পঞ্চাশোর্ধ্ব কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের মধ্যে কমলার সমর্থন ৫১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে এই গ্রুপের মধ্যে ট্রাম্পের সমর্থন ২৭ শতাংশ থেকে কমে ২১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

মার্কিন নির্বাচন ২০২৪

সর্বশেষ জনমত জরিপ

(৩০ অক্টোবর)

দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্য

কমলা	অঙ্গরাজ্য	ট্রাম্প
কমলা : ৪৮%	পেনসিলভানিয়া	ট্রাম্প : ৪৯%
কমলা : ৪৭%	অ্যারিজোনা	ট্রাম্প : ৪৯%
কমলা : ৪৮%	নেভাদা	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৯%	উইসকনসিন	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	নর্থ ক্যারোলাইনা	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৯%	মিশিগান	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৭%	জর্জিয়া	ট্রাম্প : ৪৯%

সূত্র : নিউইয়র্ক টাইমস

“আমরা বিশ্বাস করি, এই সরকারের অন্য কোনো রকম রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মহাসচিব, বিএনপি
গতকাল এক আলোচনা সভায়

সংক্ষেপে

সৌমিত্র শেখরের বাংলোয় ওএমআর-কাণ্ডে কমিটি

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য সাবেক উপাচার্য সৌমিত্র শেখরের ব্যবহৃত বাংলোর শয়নকক্ষে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার অব্যবহৃত ওএমআর শিট (উত্তরপত্র) ও অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়ার ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে পাঁচ সদস্যের এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক এ এইচ এম কামালকে আহ্বায়ক ও প্রক্টর মো. মাহবুবুর রহমানকে সদস্যসচিব করে গঠিত কমিটিকে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. মিজানুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে। এর আগে সোমবার প্রথম আলো অনলাইনে ‘সৌমিত্র শেখরের দুখু মিয়া বাংলোয় ভর্তি পরীক্ষার ওএমআর, এমপির ডিও’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ ঘটনায় সমালোচনা শুরু হলে এই তদন্ত কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ময়মনসিংহ*

শামুক সংগ্রহ

হাঁসের জন্য শামুক সংগ্রহ করছেন দুই নারী। গতকাল ফরিদপুর সদরের তুলাগ্রামে। ছবি : আলীমুজ্জামান

রাঙামাটিতে আগামীকাল থেকে ভ্রমণ উন্মুক্ত হচ্ছে

রাঙামাটিতে পর্যটকদের ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করে জেলা প্রশাসনের দেওয়া নোটিশের মেয়াদ আজ বৃহস্পতিবার শেষ হচ্ছে। আগামীকাল শুক্রবার থেকে পর্যটকেরা সেখানকার পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে যেতে পারবেন। গতকাল বুধবার এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। এদিকে বান্দরবানে চারটি উপজেলা ভ্রমণের জন্য এক সপ্তাহের মধ্যে উন্মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। তবে সেখানকার বাকি তিন উপজেলা রুমা, রোয়াংছড়ি ও থানচি পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে কিছুটা সময় লাগবে। পাহাড়ি-বাঙালিদের সহিংসতার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ অক্টোবর থেকে জেলা প্রশাসন রাঙামাটি ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করেছিল। ব্রিফিংয়ে রাঙামাটি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান বলেন, ১ নভেম্বর থেকে পর্যটকেরা নির্ভয়ে রাঙামাটি ভ্রমণ করতে পারবেন। পর্যটকদের নিরাপত্তায় ট্যুরিস্ট পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা থাকবে।

প্রতিনিধি, *রাঙামাটি ও বান্দরবান*

ডিসেম্বরে প্রতিবেদন চূড়ান্ত হবে

জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দল

জুলাই-আগস্টে সংঘটিত নৃশংসতার ঘটনা তদন্ত করছে তথ্যানুসন্ধান দল। ডিসেম্বরে তারা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করবে বলে আশা ফলকার টুর্কের।

বাসস, *ঢাকা*

দেশে জুলাই-আগস্ট মাসে সংঘটিত নৃশংসতার ঘটনা তদন্তে জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দলের (ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন) কাজ চলমান। আগামী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তথ্যানুসন্ধান দল তাদের প্রতিবেদন চূড়ান্ত করবে। গতকাল বুধবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাতে এ আশা প্রকাশ করেন জাতিসংঘ মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক।

দুই দিনের ঢাকা সফরের শেষ দিন গতকাল রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন ফলকার টুর্ক। এ সময় তিনি জাতিসংঘ তথ্যানুসন্ধান দলের কাজ এবং ঢাকায় সফরকালে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, সেনাপ্রধান, সংস্কার কমিশনের প্রধান, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, যা বিপ্লবের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত করছে, তার কাজ নিয়েও আলোচনা করেন। পাশাপাশি দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথ সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত সংস্কার কমিশন নিয়েও আলোচনা করেন ফলকার টুর্ক।

গুমের ঘটনা নিয়ে তদন্ত কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে প্রধান উপদেষ্টাকে জানান ফলকার টুর্ক। প্রধান উপদেষ্টাকে তিনি বলেন, ‘এমন অনেক কিছু আছে, যা ঠিক করা দরকার।’ গুমের ঘটনা তদন্তে তাঁর কার্যালয় তদন্ত কমিশনকে সহায়তা করছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে ‘স্বাধীন ও সম্পূর্ণ কার্যকর’ করে শক্তিশালী করার জন্য প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানান ফলকার টুর্ক।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর ঢাকায় তাদের উপস্থিতি জোরদার করতে চায় বলে প্রধান উপদেষ্টাকে জানান ফলকার টুর্ক। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক প্রধানকে বাংলাদেশ সফর করার জন্য এবং বিপ্লবের সময় তাঁর সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান প্রধান উপদেষ্টা। ড. মুহম্মদ ইউনূস তাঁকে বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ আপনার সফরে খুশি। তাঁরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।’

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক। গতকাল রাজধানীতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে। পিআইডি

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, তাঁর সরকার প্রত্যেক নাগরিকের মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং উন্নয়ন ও মানবাধিকার যেন একসঙ্গে চলতে পারে, তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর সরকার আগের সরকারের ভুল ও অপরাধের ‘পুনরাবৃত্তি’ করবে না।

রোহিঙ্গা-সংকট বিশেষ করে মিয়ানমারে সাম্প্রতিক সহিংসতার মুখে পালিয়ে নতুন করে কয়েক হাজার রোহিঙ্গার বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া প্রসঙ্গেও আলোচনা করেন ড. ইউনূস ও ফলকার টুর্ক। এ সময় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য আরও আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সংকট সমাধানে অব্যাহত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান।

মানবাধিকার দপ্তর খোলার সিদ্ধান্ত হয়নি : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলাদেশে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর চালুর বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে দপ্তরটি খুলতে দেওয়া হবে না, এটাও বলা হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার বিষয়টি এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে।

গতকাল দুপুরে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন। এর আগে গতকাল সকালে নিজের দপ্তরে তিনি ফলকার টুর্কের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর (ওএইচসিএইচআর) খোলার ব্যাপারে অন্তর্বর্তী সরকার সম্মতি দিয়েছে, সম্প্রতি এমন একটি খবর গণমাধ্যমে এসেছে। আবার সরকারের অসম্মতি এবং এখনই এই দপ্তর চালু হচ্ছে না, এমন খবরও গণমাধ্যমে এসেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘সম্মতি ও অসম্মতি তো একসঙ্গে হতে পারে না। যখন সম্মতি ও অসম্মতির প্রশ্ন আসে, তখন বুঝতে হবে যে বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে। অথবা এটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এটাই প্রকৃত অবস্থা। আসলে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে (ওএইচসিএইচআরের) অফিস দেওয়া নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে দেওয়া হবে না, এটাও বলা হয়নি। আমরা বিষয়টি এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছি।’

প্রয়োজনে কারিগরি সহায়তা দেবে মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশন

১০ সংস্কার কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত সংস্কার কমিশনের প্রয়োজন হলে ‘টেকনিক্যাল সাপোর্ট’ (কারিগরি সহায়তা) দেবে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশন।

গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ সফররত জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্কের সঙ্গে সংস্কার কমিশনগুলোর প্রধানদের বৈঠক হয়।

বৈঠক শেষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান ইফতেখারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, যদি কোনো কমিশনের টেকনিক্যাল সাপোর্ট লাগে, তারা তা দিতে রাজি আছে। এ ছাড়া লজিস্টিক সাপোর্ট দিতেও তারা আগ্রহী। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের ওপর জোর দিয়েছেন।

বৈঠক প্রসঙ্গে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, সংস্কার কমিশন প্রধানদের সঙ্গে আলোচনায় বৈষম্যহীন সমাজের কথাই উঠে এসেছে। গণতান্ত্রিক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভূতপূর্ব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বৈষম্যবিরোধী চেতনায় ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-জাতিগতসহ অন্যান্য বৈচিত্র্য নির্বিশেষে সম-অধিকারভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে বহুমুখী ঝুঁকি মোকাবিলায় সতর্ক থাকার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক মঙ্গলবার দুই দিনের সফরে ঢাকায় আসেন।

প্রসঙ্গত, সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, সংবিধান, দুর্নীতি দমন, স্বাস্থ্যবিষয়ক, গণমাধ্যম, শ্রমিক অধিকারবিষয়ক ও নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন করেছে।

ডেঙ্গুতে আরও ৪ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি মাসে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ১২৭ জনের মৃত্যু হলো।

গতকাল বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে চট্টগ্রাম বিভাগে দুজন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে একজন ও ঢাকা বিভাগে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ১৫৪ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৫০ রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ঢাকা বিভাগে ২৩৯, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৪৭, খুলনা বিভাগে ১৪৫, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩২, বরিশাল বিভাগে ৯৪, রাজশাহী বিভাগে ৬৫, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৪, রংপুর বিভাগে ৩৬ ও সিলেট বিভাগের হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ২ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এ বছরের জুলাই থেকে দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ওই মাসে ডেঙ্গুতে ২ হাজার ৬৬৯ জন আক্রান্ত হন। পরের মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৫২১। সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৩ গুণ বেড়ে হয় ১৮ হাজার ৯৭। চলতি মাসে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭ হাজার ১৭০। সব মিলিয়ে এ বছর এখন পর্যন্ত ৬০ হাজার ৫৭৪ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

আক্রান্তের পাশাপাশি ডেঙ্গুতে মৃত্যুও বাড়ছে। গত জুলাইয়ে ডেঙ্গুতে ১২ জনের মৃত্যু হয়। আগস্টে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭। সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সব মিলিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২৯০ জনের মৃত্যু হলো।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। তখন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের।

স্যাটেলাইট ইন্টারনেটেও থাকবে অবাধ নজরদারি

বিটিআরসির খসড়া নির্দেশিকা

স্টারলিংক বাংলাদেশে আসতে চায়। বিটিআরসির খসড়া নির্দেশিকায় নজরদারির সুযোগ রাখার শর্ত।

সুহাদা আফরিন, *ঢাকা*

দেশে স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট-সেবা চালু করতে একটি খসড়া নির্দেশিকা বা গাইডলাইন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। খসড়াটিতে স্যাটেলাইটভিত্তিক ইন্টারনেট-সেবায়ও সরকারের অবাধ নজরদারি বা আড়ি পাতার সুযোগ রাখার কথা বলা হয়েছে।

বিটিআরসির ওয়েবসাইটে গত মঙ্গলবার এই খসড়া নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়। এর নাম, ‘নন-জিওস্টেশনারি অরবিট (এনজিএসও) স্যাটেলাইট সার্ভিসেস অপারেটর’। ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত এই নির্দেশিকার ওপর মতামত দেওয়া যাবে।

নির্দেশিকার খসড়াটি এমন সময় প্রকাশ করা হলো, যখন বাংলাদেশে ব্যবসা করার আগ্রহ দেখাচ্ছে বৈশ্বিক ইন্টারনেট-সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান স্টারলিংক। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্কের মহাকাশবিষয়ক সংস্থা স্পেসএক্সের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্টারলিংক। প্রচলিত ইন্টারনেট-সেবা মুঠোফোন টাওয়ার ও সাবমেরিন কেবলনির্ভর হলেও স্টারলিংক কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে ইন্টারনেট-সেবা দেয়। এর গতি বেশি এবং এর মাধ্যমে দুর্গম অঞ্চলেও দ্রুতগতির ইন্টারনেট-সেবা দেওয়া যায়। বিশ্বের ৫০টির বেশি দেশে স্টারলিংক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করতে তিন বছর ধরে চেষ্টা করছে স্টারলিংক। গত বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশে স্টারলিংকের প্রযুক্তি এনে পরীক্ষা করা হয়। সে সময় তৎকালীন মন্ত্রীদের সঙ্গে স্টারলিংকের বৈঠকও হয়েছিল। আওয়ামী লীগ আমলে স্টারলিংককে নজরদারির সুযোগ রাখার শর্তের কথা বলা হয়েছিল।

স্টারলিংকের পরিচালক (গ্লোবাল লাইসেন্স অ্যান্ড মার্কেট অ্যাকটিভেশন) রেবেকা স্লিক হান্টারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করে। সূত্র বলছে, স্টারলিংক বাংলাদেশে এখনো তাদের কোনো প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়নি। সরাসরিই যোগাযোগ করছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে টেলিযোগাযোগব্যবস্থায় যথেচ্ছ নজরদারি করা হতো। নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে প্রকাশ করা খসড়া নির্দেশিকায়ও সেই সুযোগ রাখা হয়েছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, নির্দেশিকার খসড়াটি অংশীজনদের মতামত নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। নির্দেশিকায় সামগ্রিক বিষয় উল্লেখ থাকে, যা দেশের আইন ও বিধির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। খসড়ায় নিরাপত্তা বিধানের বিষয় উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু সেটা কীভাবে হবে, তা আইন ও বিধি ঠিক করবে। সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়েছে। নতুন করে করা আইন ও বিধিতেই বিষয়টি নির্ধারণ করা হবে।

খসড়া নির্দেশিকায় যা রয়েছে

খসড়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) অথবা বিটিআরসিকে তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সধারীর ‘সিস্টেমে’ (ব্যবস্থা) প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি থাকতে হবে। বিদ্যমান আইন অনুযায়ী, এনটিএমসিকে প্রয়োজন অনুসারে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত গেটওয়েতে প্রবেশাধিকার দিতে হবে। লাইসেন্সধারী এনটিএমসিকে আড়ি পাতার সিস্টেমে যেকোনো প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত (ডেটা) প্রদানের ব্যবস্থা রাখবে।

> “জাতীয় নিরাপত্তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতায় এখানে একচেটিয়া ক্ষমতা বিটিআরসি বা সরকারি কর্তাদের হাতে দিলে গ্রাহক কোনো সুফল পাবে না।
>
> **মুহাম্মদ এরশাদুল করিম**, শিক্ষক, ইউনিভার্সিটি অব মালয়া, মালয়েশিয়া

খসড়া নির্দেশিকায় আরও বলা হয়, নাশকতামূলক বা বেআইনি কার্যকলাপ শনাক্ত ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারবে কমিশন। সময়ে সময়ে কমিশনের কাছে প্রাসঙ্গিক তথ্য জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেবে। ধ্বংসাত্মক বা বেআইনি কার্যকলাপে জড়িত এমন সাবস্ক্রিপশন (গ্রাহক) থাকলে তা শনাক্ত ও নিষ্ক্রিয় করার ব্যবস্থা থাকতে হবে লাইসেন্সধারীর। লাইসেন্সধারী বিটিআরসি ও এনটিএমসির নির্দেশনা অনুযায়ী ইন্টারনেট প্রটোকল ডিটেইল রেকর্ড (আইপিডিআর), লেনদেনের বিস্তারিত রেকর্ড (টিডিআর), কল ডিটেইলড রেকর্ড (সিডিআর) এক বছরের জন্য সংরক্ষণ করবে।

আইনানুগ আড়ি পাতার পদ্ধতি থাকতে হবে এবং সরকারের এ-সংক্রান্ত নীতি মেনে চলতে হবে। এ ছাড়া কমিশন জাতীয় নিরাপত্তা বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সহ বেশ কিছু কারণে লাইসেন্সধারীকে পূর্ব নোটিশ ফ্রিকোয়েন্সির নিয়োগ বাতিল করতে পারবে।

স্বাধীন কমিটি থাকা উচিত

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে টানা পাঁচ দিন সারা দেশে ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। এ ছাড়া সরকার পতনের দিন ৫ আগস্টও আড়াই ঘণ্টার মতো ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয়। এই ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশতাদাতা ছিলেন এনটিএমসি, বিটিআরসি এবং সাবেক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, যা সরকারি প্রতিবেদনেও উল্লেখ আছে।

স্যাটেলাইট ইন্টারনেট-সেবাদানের নির্দেশিকার খসড়াটি ছয় মাস আগেই শুরু হয়েছিল। অর্থাৎ, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই শুরু হয়। বিটিআরসি সূত্র বলছে, সেটিই এখন প্রকাশ করা হয়েছে।

মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি অব মালয়ার আইন ও উদীয়মান প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ এরশাদুল করিম *প্রথম আলোকে* বলেন, জাতীয় নিরাপত্তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতায় এখানে একচেটিয়া ক্ষমতা বিটিআরসি বা সরকারি কর্তাদের হাতে দিলে গ্রাহক কোনো সুফল পাবে না। এ ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন কমিটি জাতীয় কিছু থাকা উচিত, যেখানে খাতসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরাও থাকবেন। পাশাপাশি বিচার বিভাগীয় তদারকিও থাকা প্রয়োজন।

মুহাম্মদ এরশাদুল করিম আরও বলেন, স্টারলিংকও সরকারের এত শর্ত মেনে লাইসেন্স নেবে কি না, সেটাও দেখার বিষয়।

ঢাকার বায়ু অস্বাস্থ্যকর | ঢাকার বায়ুমান গতকাল ছিল অস্বাস্থ্যকর। আইকিউএয়ারে রাত ৯টায় স্কোর ছিল ১৬৯, সকালে ১৭৬। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পোশাকশ্রমিক আন্দোলন

ত্রিপক্ষীয় চুক্তি কার্যকর করার দাবি গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ১৮ দফা ভঙ্গ করা এবং বকেয়া মজুরি না দিয়ে আন্দোলনরত তৈরি পোশাকশ্রমিক হত্যা ও দমন-পীড়নের প্রতিবাদ জানিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি। তারা অবিলম্বে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ এবং ত্রিপক্ষীয় চুক্তি কার্যকর করার জন্য মালিকপক্ষকে বাধ্য করতে অন্তর্বর্তী সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে এসব দাবি জানায় গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি। একই সঙ্গে শ্রমিক হত্যা ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার, আন্দোলনরত শ্রমিকদের যাতে ছাঁটাই করা না হয়, তা নিশ্চিত করতে মালিকপক্ষকে জবাবদিহির আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির পক্ষে গণমাধ্যমে বিবৃতিটি পাঠিয়েছেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তাতে বলা হয়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর পোশাকশ্রমিকদের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার ও মালিকপক্ষ যে ত্রিপক্ষীয় ১৮ দফা চুক্তি করেছে, তা গার্মেন্টসমালিকেরা না মানলেও সরকার কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। অথচ শ্রমিকেরা বকেয়া মজুরিসহ তাঁদের দাবিদাওয়া আদায়ে ন্যায্য আন্দোলন করার সময় রাষ্ট্রীয় বাহিনী তাঁদের ওপর দমন-নিপীড়ন চালাচ্ছে, এমনকি গুলি করে খুন, জখমও করছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, গার্মেন্টসমালিকেরা ১৮ দফা চুক্তি অনুযায়ী ১০ অক্টোবরের মধ্যে সব কারখানাশ্রমিকের বকেয়া বেতন পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকেরা তাঁদের বকেয়া দাবি আদায়ে রাজপথে নেমে এসেছেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার মালিকপক্ষকে জবাবদিহির আওতায় না নিয়ে এসে পুলিশ ও যৌথ বাহিনী দিয়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে এবং কারাবন্দী করছে।

সব হত্যার বিচার করতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মামলা দায়ের হচ্ছে না— এমন প্রশ্নের উত্তরে টুর্ক বলেন, 'নিয়মতান্ত্রিক-প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে মামলা করা যায় না। এ বিষয়টির সুরাহা হওয়া জরুরি। এ জন্য তো একটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। অতীতে যা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি চাই না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া দরকার।'

ফলকার টুর্কের মতে, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে শুধু আওয়ামী লীগের সদস্য বা সমর্থক বলেই যেন তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা না হয়।

ফলকার টুর্ক বলেন, ফৌজদারি অপরাধের বিচার নিশ্চিত করাটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে অভিযোগগুলো যাতে তাড়াহুড়া করে আনা না হয় এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালসহ সর্বত্র যথাযথ প্রক্রিয়া এবং সুষ্ঠু বিচারের মান বজায় রাখা হয়, তা নিশ্চিত করাটা জরুরি।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে টুর্ক বলেন, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিপুলসংখ্যক হত্যার অভিযোগসহ কিছু অভিযোগ যথাযথ তদন্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অতীতের দৃষ্টান্তের যেন পুনরাবৃত্তি না হয়, সেটি গুরুত্বপূর্ণ।

ফলকার টুর্ক বলেন, 'আমি দেখেছি যে অন্তর্বর্তী সরকার অতীতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যধারার সমস্যাগুলো সম্পর্কে সচেতন ছিল। আমার দপ্তর আইসিটি আইন সংশোধন, এটিকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে এবং সুষ্ঠু বিচারের অধিকার নিশ্চিত করতে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার সঙ্গে আপস না করে ন্যায়বিচার প্রদানের বিষয়ে মন্তব্য করেছে। আমরা অন্যান্য বিকল্পের দিকে নজর দেব, যাতে আমরা বিচারের প্রক্রিয়াটিকে সমর্থন করতে পারি। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবহার নিয়েও জনসমক্ষে আলোচনা হবে।'

আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিষিদ্ধ করার দাবি এবং ছাত্রলীগকে সন্ত্রাস দমন আইনের আওতায় নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে কীভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ সৃষ্টি হবে জানতে চাইলে ফলকার টুর্ক বলেন, বাংলাদেশে যে ক্ষত হয়েছে, তা পূরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ সৃষ্টিতে তার সমাধান আসতে হবে অভ্যন্তরীণভাবে। আর এ জন্য দরকার জবাবদিহি বা ন্যায়বিচারের মতো বিষয়গুলো নিশ্চিত করা। আর অতীতের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। এখানে রাজনৈতিক দলগুলোকে মানবাধিকার চর্চা করতে হবে।

সন্ত্রাস দমন নিয়ে ফলকার টুর্ক বলেন, সন্ত্রাস দমন আইন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। যেভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার সঙ্গে রাজনৈতিক মতের অমিল ছিল। যেমন নেলসন ম্যান্ডেলাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় সন্ত্রাসী হিসেবে এক পক্ষ চিহ্নিত করেছিল।

৫ আগস্টের আগে-পরের পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করলে ফলকার টুর্ক বলেন, 'অবশ্যই অনেক বড় পরিবর্তন লক্ষ করেছি। পরিবর্তন লক্ষ করেছি মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণে। এখন এখানে আলোচনা ও বিতর্ক দেখা যায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। এটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। আমি আশা করি, এ পরিবর্তনে জাতিসংঘ যেন সহযোগিতা করতে পারে।'

বাংলাদেশে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর খোলার বিষয়ে জানতে চাইলে হাইকমিশনার বলেন, মানবাধিকার নিয়ে বেশ কিছু ভুল তথ্য রয়েছে। কেউ এটিকে পশ্চিমা তত্ত্ব হিসেবে দেখে, আবার কেউ এটিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে, আবার কেউ এটিকে চাপিয়ে দেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতেও দেখে। মানবাধিকার বিশ্বের একটি পক্ষের কোনো বিষয় নয়, এটি বৈশ্বিক। আর এ জন্য সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ৭৫ বছর আগে গৃহীত হয়েছিল।

টুর্ক বলেন, ব্রাসেলসে তাঁদের আঞ্চলিক দপ্তর রয়েছে। প্রায় ১০০টি দেশে কার্যক্রম রয়েছে। পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবে বিশ্বের সব দেশে কার্যালয় খোলা যায়নি। এ কারণে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কার্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। বাংলাদেশ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আর এ পরিবর্তন সহজ নয়। এখন যেখান থেকেই সম্ভব বাংলাদেশের সহযোগিতা প্রয়োজন।

গরুচোর সন্দেহে পিটুনি, নিহত ৩

প্রতিনিধি, *নড়াইল*

নড়াইল সদর উপজেলায় গরুচোর সন্দেহে পিটুনিতে তিনজন নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে উপজেলার তুলারামপুরে যশোর-নড়াইল মহাসড়কের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার তেলকাড়া গ্রামের জান্নাতুল মোল্যা এবং বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার আওলাদীপুর এলাকার নূরন্নবী মোল্যা ও মাইজপাড়া গ্রামের দুলাল ইসলাম। গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে তাঁদের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত তিনটার দিকে সেখানকার অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য হান্নান তরফদারের বাড়িতে গরু চুরির চেষ্টা করে দুর্বৃত্তরা। বিষয়টি টের পেয়ে হান্নান প্রতিবেশীদের মুঠোফোনে জানান। তখন আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন এবং মসজিদে মাইকিং করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন ধাওয়া করে ওই তিনজনকে আটক করে পিটুনি দেন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁদের সঙ্গে থাকা একজন পালিয়ে যান।

বাবু কাজী নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে তুলারামপুরের বিভিন্ন এলাকায় মহাসড়কের পাশের বাড়িগুলো থেকে গরু চুরি হচ্ছিল। এতে চোর ধরার জন্য সেখানে কমিটি গঠন করে পাহারা দেওয়া হচ্ছিল।

নড়াইল সদর থানার ওসি সাজেদুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, ওই তিনজনের মরদেহের সঙ্গে তিনটি মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়। মুঠোফোনের সূত্র ধরে তাঁদের পরিচয় শনাক্ত করা হয়। ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে নিয়মানুযায়ী মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় গভীরতর তদন্ত চলছে।

শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। গতকাল বিকেলে সড়ক ছেড়ে যাওয়ার আগে সায়েন্স ল্যাব মোড়ে করা এক সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা এমন হুঁশিয়ারি দেন। এ সময় আগামী তিন দিনে (বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার) অনলাইনে প্রচারণাসহ প্রতিটি কলেজের বিভাগভিত্তিক অনলাইন সভা আয়োজনের সিদ্ধান্তের কথাও জানানো হয়।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবি, স্বতন্ত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর কমিশন' গঠন করতে হবে। কমিশন না করা পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে। সেই সঙ্গে এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের করা কমিটিও প্রত্যাখ্যান করেছেন শিক্ষার্থীরা।

সড়ক অবরোধ, যানজট

গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা কলেজের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আন্দোলনকারী সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা দলে দলে জড়ো হতে শুরু করেন। বেলা ১১টার দিকে তাঁরা সেখান থেকে মিছিল নিয়ে সায়েন্স ল্যাব মোড়ে যান। পরে শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাব মোড়ে অবস্থান নিয়ে নিজেদের দাবির পক্ষে নানা স্লোগান দিতে থাকেন। ওই সময়ই শিক্ষার্থীরা সড়কে তার বেঁধে এবং নিজেরা দাঁড়িয়ে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে সড়ক অবরোধ করেন। এতে মোড়কেন্দ্রিক চারদিকের সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

অবরোধের কারণে ধানমন্ডি, জিগাতলা, নিউমার্কেট ও এলিফ্যান্ট রোড এলাকার সড়কে যানবাহনের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। অনেকে দীর্ঘ সময় যানবাহনে বসে থাকেন। কেউ কেউ আবার হেঁটে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হন। শিক্ষার্থীরা শুধু অসুস্থ ব্যক্তি থাকা অ্যাম্বুলেন্স, ব্যক্তিগত গাড়ি, অটোরিকশা ও রিকশাগুলোকে যেতে দেন।

ধানমন্ডির জিগাতলা অংশ থেকে হেঁটে আসছিলেন প্রবীণ এক নারী। সায়েন্স ল্যাব মোড় পার হয়ে এলিফ্যান্ট রোডের দিকে কিছু দূর এগিয়ে ফাঁকা রাস্তার সড়ক বিভাজকে বসে পড়েন তিনি। নিজের হাতে থাকা ব্যাগ থেকে কোমল পানীয়ের একটি বোতল বের করে *প্রথম আলোর* প্রতিবেদকের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তা খুলে দিতে অনুরোধ জানালেন।

শামীমা রহমান নামের ওই নারী বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবি যৌক্তিক হলে তাঁদের দাবি মেনে নিতে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। আর অযৌক্তিক হলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। কিন্তু দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগের মধ্যে ফেলে এমন আন্দোলন করার কোনো মানে হয় না।

সায়েন্স ল্যাবে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধের কারণে নগরীর অনেক স্থানেও তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে শাহবাগ, বাংলামোটর, কারওয়ান বাজার ও পান্থপথ এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিকে সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাবের কাছের সড়কে অবরোধ করার একই সময় মহাখালীতে তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীরাও রাস্তায় নামেন।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) খন্দকার নাজমুল হাসান বলেন, রাজধানীর সড়কগুলো হলো নার্ভের মতো। একটির সঙ্গে আরেকটির যোগসূত্র আছে। কোথাও বন্ধ হয়ে গেলে পুরো নগরে এর প্রভাব পড়ে।

বিকেল পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে রাখার সময় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা থেমে থেমে স্লোগান দেন। কখনো শিক্ষার্থীদের কেউ মাইকে বক্তব্য দেন। কখনো বিপ্লবী গান কিংবা কবিতা আবৃত্তি করা হয়।

কর্মসূচি শেষ করার আগে বিকেল পাঁচটায় সায়েন্স ল্যাবে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে সাত কলেজের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মুখপাত্র আবদুর রহমান বলেন, 'কর্মসূচি পালনকালে শিক্ষা উপদেষ্টার একটি বিবৃতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কিন্তু সেই বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর কমিশন গঠন কিংবা কমিশনে শিক্ষার্থী প্রতিনিধি যুক্ত করার বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেননি। ওই বিবৃতি সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের হতাশ করেছে।'

রাস্তায় জনদুর্ভোগ না করার আহ্বান

ঢাকার সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন এবং অন্যান্য শিক্ষাসংশ্লিষ্ট আন্দোলন বিষয়ে শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ গতকাল এক বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের দাবি বিবেচনার জন্য সরকার ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছে, যা সাত সপ্তাহের মধ্যে দ্রুত একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে। সমস্যাটির শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগে ঢাকার সাতটি কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে বের করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করার একটি অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাত কলেজের—উভয় পক্ষেরই সমস্যা তৈরি হয়েছে। যে কারণে ওই সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের নানা অসুবিধা ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে।

শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, সমস্যাগুলো জটিল এবং এগুলোর সুষ্ঠু সমাধান কী হতে পারে, তা বিবেচনায় ন্যূনতম কিছু সময়ের প্রয়োজন। এরই মধ্যে একটি কলেজের শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবি নিয়ে রাস্তায় আন্দোলন করেছেন। ইতিমধ্যে শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনাও হয়েছে।

ভোরে ঢাকার আদালতে সাবেক মন্ত্রী-এমপিরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গ্রেপ্তার হওয়া সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগ নেতাসহ ৩২ জনকে গতকাল বুধবার সকালে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে তোলা হয়। তাদের অনেককেই রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। কাউকে কাউকে নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

সকাল আটটার পর তাঁদের এজলাস কক্ষে নেওয়া হয়। নেতারা তখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিলেন এজলাসের কাঠগড়ায়। তাঁদের প্রত্যেকের এক হাতে ছিল হাতকড়া।

এর আগে সকাল সাড়ে ছয়টার পর হুইসেল বাজিয়ে প্রিজন ভ্যানগুলো পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজার মোড় ঘুরে ঢাকার আদালতের হাজতখানায় ঢুকতে থাকে। সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আরও কয়েকটি প্রিজন ভ্যান হাজতখানায় ঢুকে যায়। তখন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের সামনে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ও সেনাসদস্য সতর্ক অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

গতকাল আদালতে তোলা ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানিবিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী জাফরউল্যাহ, সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন, সাবেক ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া, এনটিএমসির সাবেক প্রধান জিয়াউল আহসান, সাবেক সংসদ সদস্য সাদেক খান।

নির্বাচনী সমঝোতা, নাকি অপ্রীতিকর ঘটনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য, আ স ম রব লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি-কমলনগর), মাহমুদুর রহমান মান্না বগুড়া-৪ (শিবগঞ্জ), জোনায়েদ সাকি (ঢাকা-১২ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬), নুরুল হক পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা), রাশেদ খান ঝিনাইদহ-২ (সদর ও হরিণাকুণ্ডু), এহসানুল হুদা কিশোরগঞ্জ-৫ (নিকলী-বাজিতপুর) আসনে নির্বাচন করতে চান।

বিএনপির এই চিঠি নিয়ে নির্বাচনী এলাকায় দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। ওই সব জায়গায় নির্বাচনে সংসদ সদস্য প্রার্থী হতে আগ্রহী নেতারা প্রকাশ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখালেও ভেতরে-ভেতরে বিষয়টি মেনে নিতে পারছেন না।

এই চিঠি নিয়ে দলের ভেতরে-বাইরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে সব জেলায় আরেকটি চিঠি পাঠানো হয়। এতে বিগত আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলনে যেসব সমমনা রাজনৈতিক দল সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে, সেসব দলের শীর্ষ নেতারা নিজ আসনে যাতে নির্বিঘ্নে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন, সে জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ নির্দেশনা নিয়েও মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

অবশ্য মাহমুদুর রহমান মান্না বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসন থেকে নির্বাচন করতে চান। গতকাল রাতে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেছেন, 'আমি কোনো চিঠি পাইনি। বিএনপি থেকেও আমাকে কিছু বলা হয়নি।'

বিএনপি ও যুগপৎ আন্দোলনের শরিক একাধিক দলের শীর্ষ নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মূলত বিভিন্ন এলাকায় সভা-সমাবেশ করতে গিয়ে সমমনা দলের শীর্ষ নেতাদের অনেকে বিএনপির সেখানকার সম্ভাব্য প্রার্থীদের বাধার মুখে পড়ছিলেন। কেউ কেউ এ বিষয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন। এ অবস্থায় এলাকায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সমমনা দলের শীর্ষ নেতাদের নির্বিঘ্নে জনসংযোগের সুযোগ করে দিতেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতিতে মিত্র রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐক্য ধরে রাখার কৌশল থেকে এই চিঠি দেওয়া হতে পারে।

গণ অধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, মিত্র দলগুলোর নেতারা যাতে নির্বিঘ্নে নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে পারেন, সে জন্য বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব ওই চিঠি দেয়। কিন্তু এরপরও তিনি তাঁর এলাকা পটুয়াখালী-৩ আসনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে গিয়ে কোথাও কোথাও স্থানীয় বিএনপির মাঠপর্যায় থেকে বাধা পাচ্ছেন।

পটুয়াখালী-৩ আসনে সক্রিয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. হাসান মামুন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, এই চিঠির সঙ্গে নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই। নুরুল হক বিভিন্ন স্থানে কর্মসূচিতে গেলে কিছু উচ্ছৃঙ্খল লোক তাঁকে বাধা দেয়। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে উলানিয়ায় নুরুল হকের ওপর হামলা হয়েছিল। আবার যাতে কেউ এ রকম ঘটনা না ঘটাতে পারে, সে লক্ষ্যেই মূলত বিএনপির সহযোগিতা করার নির্দেশ। এটা অন্য কিছুই নয়।

সর্বশেষ ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি দুটি জোটের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করে। একটি ছিল জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট, আরেকটি ২০-দলীয় জোট। দুই জোটের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের শরিক দল ড. কামাল হোসেন নেতৃত্বাধীন গণফোরামকে সাতটি, নাগরিক ঐক্যকে পাঁচটি, আ স ম রবের জেএসডিকে পাঁচটি, কাদের সিদ্দিকীর কৃষক শ্রমিক জনতা লীগকে দুটি আসন দেওয়া হয়। এ ছাড়া জামায়াতে ইসলামীকে ধানের শীষ প্রতীকে ২৫টি আসন ছাড় দেওয়া হয়।

বিএনপির মাঠপর্যায়ের নেতারা বলছেন, এই চিঠিতে আসন সমঝোতার বিষয় থাকলে এলডিপির চেয়ারম্যান অলি আহমদ ও মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ, বাংলাদেশ এলডিপির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিম, জেএসডির মহাসচিব শহীদউদ্দিন মাহমুদ, গণফোরামের সুব্রত চৌধুরীসহ অনেক আসনে চিঠি দেওয়া হতো। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, যে কয়টি এলাকায় জনসংযোগে সমস্যা হচ্ছিল, কেবল সেসব জেলায় প্রাথমিকভাবে ছয়টি চিঠি দেওয়া হয়। পরে আরও কয়েক জেলায় চিঠি দেওয়ার কথা ছিল; কিন্তু চিঠি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে পরে ৬৪ জেলাতেই চিঠি দেওয়া হয়।

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী গতকাল রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রথম চিঠি দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, কোনো কোনো জায়গায় সমমনা দলের শীর্ষ নেতাদের এলাকায় জনসংযোগে ঝামেলা বা বিশৃঙ্খলা হচ্ছিল, সেটি যাতে না হয়। কিন্তু এই চিঠি নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিলে আমরা সব জেলায় আলাদা চিঠি দিয়ে সমমনা দলের শীর্ষ নেতাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করার নির্দেশনা দিয়েছি।'

প্রথম আলোর সাংবাদিক আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদের মা আর নেই

প্রতিনিধি, *রাজশাহী*

আমবিয়া খাতুন

প্রথম আলোর রাজশাহীর নিজস্ব প্রতিবেদক আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদের মা মোছা. আমবিয়া খাতুন (৭২) আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল বুধবার রাতে সাড়ে আটটায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আমবিয়া খাতুন চার ছেলে, চার মেয়ে রেখে গেছেন। রাজশাহীর বাঘা উপজেলার নওটিকা গ্রামে আজ বৃহস্পতিবার সকালে জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ | পুলিশের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করে এ বাহিনীকে আরও স্বায়ত্তশাসিত, স্বচ্ছ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে হবে।

পুলিশ সংস্কারে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে

পুলিশ সংস্কার

গত এক-দেড় দশকে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে পুলিশের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের একটা বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা গেছে। এ রকম প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। পুলিশ সংস্কারে যেসব বিষয় বিবেচনায় রাখা যেতে পারে, তা নিয়ে লিখেছেন এম এ সোবহান

যত দূর জানা যায়, পুলিশের কার্যক্রম প্রথম শুরু হয়েছিল প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায়। আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, সে সময়ে বিশেষায়িত পুলিশের ইউনিট ও তাদের কার্যাবলি বিদ্যমান ছিল। আধুনিক যুগে পুলিশের প্রয়োজনীয়তা এখন আরও বেশি অনস্বীকার্য। তাই পুলিশের সমস্যা, সীমাবদ্ধতা, ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ জেনে ও বিবেচনায় নিয়ে আমাদের একটা বাস্তবধর্মী ও টেকসই পুলিশ সংস্কারের পথে যেতে হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এই লেখায় পুলিশ সংস্কারের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

পুলিশ যে সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান, সেটা ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের কোথাও বলা হয়নি। অথচ পুলিশি সেবা হলো অনেক উঁচুমানের সেবা। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের মতো পুলিশ বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণকারী পুরোনো আইনগুলোকে হালনাগাদ করার জন্য আইনি পরিবর্তন করা যেতে পারে।

সরকার, রাজনৈতিক দল ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে পুলিশকে ব্যবহার করতে চায় এবং অতীতে ব্যবহার করেছে। এ ধরনের অপপ্রয়াস থেকে পুলিশকে মুক্ত রাখতে হবে। পুলিশের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করে এ বাহিনীকে আরও স্বায়ত্তশাসিত, স্বচ্ছ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে হবে।

জনবান্ধব পুলিশ তৈরি

এ দেশের পুলিশকে সবার আগে জনবান্ধব হতে হবে। এ জন্য পুলিশকে জনগণের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া বাড়াতে হবে এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। মানুষের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করতে হবে। এসব বিষয় অর্জন করতে হবে কাজ দিয়ে, সেবা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে। পুলিশ কর্মকর্তা বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সব দল, মত, ধর্ম এবং বর্ণনির্বিশেষে সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে কমিউনিটি পুলিশিং হতে পারে এক কার্যকর পন্থা। তাই কমিউনিটি ও বিট পুলিশিংয়ের সেটআপ তৈরি, তাদের অফিস, প্রশিক্ষণ ও বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

শক্তি প্রয়োগ, মানবাধিকার ও জবাবদিহি

পুলিশের শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের শক্তি প্রয়োগের নীতিমালা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ, সমানুপাতিক হারে শক্তি প্রয়োগ, যৌক্তিক বা আইনসিদ্ধভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এই শক্তি প্রয়োগের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। এখানে একটু বলে রাখা দরকার, জাতিসংঘের শক্তি প্রয়োগের নীতিমালায় জবাবদিহির ক্ষেত্রে শুধু যাঁরা শক্তি প্রয়োগ করছেন শুধু তাঁরা নন, যাঁরা পরিকল্পনাকারী, যিনি তাঁর কমান্ডার বা নির্দেশদাতা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারীরাও এর দায় এড়াতে পারেন না।

দেশি-বিদেশি মানবাধিকার সংস্থা ও গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশ পুলিশের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিচারবহির্ভূত কর্মকাণ্ড ও হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। এগুলো থেকে উত্তরণের জন্য মানবাধিকার সংস্থা এবং পুলিশের ভেতরের ও বাইরের পর্যবেক্ষণগুলো (ওভারসাইট) জোরদার করতে হবে।

প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ পুলিশের সব সদস্যের একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সেগুলোর মধ্যে পুলিশিং কৌশল আধুনিকীকরণ, নতুন প্রযুক্তিতে প্রবর্তন, মানবাধিকার, সন্ত্রাসবাদ, সাইবার অপরাধ, মাদকাসক্তি ও মাদক পাচারের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এর পাশাপাশি ব্যক্তিত্ব ও সম্মান, প্রেরণা ও প্রেষণা, জনগণের মনস্তত্ত্ব, গণজমায়েত ব্যবস্থাপনা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, আবেগগত বা মানসিক বুদ্ধিমত্তা, শৃঙ্খলা, সততা ও সাধুতা, সংহতি, বন্ধন ও ঐক্য, নিজের ইউনিট এবং ডিপার্টমেন্টের প্রতি ভালোবাসা, দেশের মানুষকে ও দেশকে ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখযোগ্য।

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং

পুলিশ সদস্যদের পদোন্নতি, পদায়ন ও প্রশিক্ষণের একটি নীতিমালা থাকতে হবে। নীতিমালাটি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাহলে পদোন্নতি বা পদায়ন নিয়ে কারও সংক্ষুব্ধ হওয়ার সুযোগ কমে যাবে।

পুলিশের কাছে মারণাস্ত্র থাকা না-থাকা

পুলিশের কাছে মারণাস্ত্র থাকা দরকার আছে। এর পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। প্রথম কারণ হলো, পুলিশের 'ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার' অধিকারের প্রয়োজনে। দ্বিতীয় কারণ হলো, অপরাধ নিবারণের ক্ষেত্রে প্রতিরোধক বা 'ডিটারেন্ট' হিসেবে কাজ করা এবং সন্ত্রাস দমন করা।

প্রতিটি সাধারণ মানুষের মতো পুলিশ সদস্যদেরও 'ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার' অধিকার আছে এবং পুলিশ সে অধিকার আইনসিদ্ধভাবে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে মারণাস্ত্র থাকা প্রয়োজন। 'ক্ল্যাসিক্যাল ক্রিমোনলজি' বা ধ্রুপদি অপরাধবিজ্ঞানে অপরাধ নিবারণের ক্ষেত্রে প্রতিরোধক বা 'ডিটারেন্টের' ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সে ক্ষেত্রে মারণাস্ত্র বা বড় আগ্নেয়াস্ত্র 'ডিটারেন্ট' হিসেবে কাজ করবে।

বর্তমান সময়ে পুলিশকে সন্ত্রাসবাদ দমন করতে অনেক শক্তি, সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়। সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণকে প্রধানত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়।

প্রথমত, ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ; এ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং অপরাধের জন্য মামলা নেওয়া হয়। পরে আদালতের মাধ্যমে বিচার করে জেলে পাঠানো হয় এবং সবশেষে কারাগারে রেখে সংশোধনের চেষ্টা করা হয়।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় নিরাপত্তা দৃষ্টিকোণ বা 'যুদ্ধ মডেল'; এ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করা হয়।

সর্বশেষটি হলো জনস্বাস্থ্য দৃষ্টিকোণ; এ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদকে রোগের সঙ্গে তুলনা করা হয়; প্রথমে সন্ত্রাসবাদের কারণ নির্ণয় করা হয় ও উপযুক্ত প্রতিকারের ওপর জোর দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, সন্ত্রাসবাদ দমনে একই সঙ্গে তিনটি পন্থারই প্রয়োজন রয়েছে।

নতুন বিশেষায়িত ইউনিট/সাব-ইউনিট গঠন

বর্তমান সময়ে পুলিশের বড় চ্যালেঞ্জ হলো জনতা, আবেগপ্রবণ জনতা ও জনতার মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করা। এ জন্য বাংলাদেশ পুলিশে ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। তা ছাড়া মানসিক ও আবেগপ্রবণ বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য আলাদা ইউনিট গঠন করা যেতে পারে।

একটি গবেষণা রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, যুক্তরাজ্যের পুলিশের একটা বড় অংশ মানসিক রোগাক্রান্ত এবং তাদের যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের উপলব্ধি, বাংলাদেশের পুলিশের সদস্যদের মানসিক ও আবেগপ্রবণ বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার জন্য মানসিক ও আবেগপ্রবণ ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। সে জন্য কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল ও বিভাগীয় হাসপাতালগুলোতে এ-জাতীয় ইউনিট গঠন করা যেতে পারে।

এ ছাড়া ক্রাইম এনালাইসিস বা অপরাধ বিশ্লেষণ ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। ওই ইউনিটের সদস্যরা ডেটা বা তথ্য বিশ্লেষণ করবে এবং তথ্যকে ইন্টেলিজেন্সে পরিণত করবে ও ইন্টেলিজেন্সকে এভিডেন্সে পরিণত করবে। তা ছাড়া পুরো দেশের অপরাধীদের তথ্য নিয়ে একটা 'ডেটাবেজ' তৈরি করবে, যেখান থেকে অন্য সব ইউনিট সাপোর্ট বা সহযোগিতা পাবে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক বড় বড় ইউনিট, যেমন মেট্রোপলিটন পুলিশ, রেঞ্জ, জেলা, পিবিআই ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জন্য নিজ নিজ সাব-ইউনিট বা শাখা চালু করা যেতে পারে।

ইন্টেলিজেন্স ও এভিডেন্সের ওপর ভিত্তি করে পুলিশিং

ইন্টেলিজেন্সভিত্তিক পুলিশিংয়ের মাধ্যমে তথ্য যাচাই-বাছাই করা, অভিযান ও কাজের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনায় এনে যাচাই-বাছাই করে পুলিশের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা দরকার।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণে যে পদ্ধতি বা কৌশল নেওয়া হচ্ছে, সেগুলো কার্যকর হচ্ছে কি না এবং সন্ত্রাসী, অপরাধী ও মাদকাসক্তরা আবার তাদের আগের অপরাধে ফিরে যাচ্ছে কি না, এভিডেন্সভিত্তিক পুলিশিংয়ের মাধ্যমে তা যাচাই-বাছাই করা হয়ে থাকে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কোন পদ্ধতি বা উপায় সঠিক বা কার্যকর, সেটা বোঝা যায় এভিডেন্সভিত্তিক পুলিশিংয়ের মাধ্যমে। এ কারণে এভিডেন্সভিত্তিক পুলিশিংয়ের ওপর জোর দেওয়া উচিত। সেগুলো যাচাই করে পুলিশিং করা।

আমাদের অনেকের উপলব্ধি, আমরা যদি ইন্টেলিজেন্স ও এভিডেন্সের ওপর ভিত্তি করে পুলিশিং করি, তাহলে তা থেকে অনেক সুফল পাওয়া যাবে।

নতুন পদ তৈরি

বাংলাদেশ পুলিশে কনস্টেবল ও নায়েক পদের মধ্যে আর কোনো পদ নেই। এ ক্ষেত্রে 'ল্যান্সনায়েক' পদ তৈরি করা যেতে পারে।

প্ররক্ষা (প্রটেকশন) প্রদান

পুলিশ সদস্যদের চাকরির প্ররক্ষা দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশের প্রত্যেক সদস্যের শারীরিক, মানসিক ও আবেগপ্রবণ আঘাতের প্ররক্ষা প্রদান করা যেতে পারে। তদন্তকাজে, অভিযান ও অন্যান্য কাজে অভিযোগের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ও যৌক্তিক প্ররক্ষা দেওয়া যেতে পারে। যেকোনো সদস্যকে যাচাই ছাড়া মামলায় জড়ানো বা বদলি বা বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও অধিক যাচাই-বাছাই প্রয়োজন রয়েছে, অবস্থাদৃষ্টে এমনটা প্রতীয়মান হয়েছে।

আর্থিক সুবিধা

পুলিশ সদস্যরা সাধারণত সাপ্তাহিক ছুটি পান না। তাঁদের বেশির ভাগ সময় শুক্র-শনিবারসহ অন্য ছুটির দিনগুলোতে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ জন্য পুলিশের সব স্তরের সদস্যের জন্য 'পুলিশ ভাতা' চালু করা যেতে পারে। পুলিশ সদস্যরা দিনে আট ঘণ্টার বেশি সময় দায়িত্ব পালন বা কাজ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের জন্য কোনো প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যায় কি না, সে বিষয়ে ভেবে দেখা যেতে পারে। এ ছাড়া আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের মতো সব পুলিশ ইউনিটের জন্য 'ফ্রেশ মানির' ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কর্মস্থলের পরিবেশের উন্নতি

কাজের ক্ষেত্রে পুলিশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়, যা সরকার এবং দেশের মানুষ অনেক সময় নাও জানতে পারে। হতে পারে, কোনো থানায় পুলিশের পর্যাপ্ত গাড়ি নেই। এর ফলে জনগণ গাড়ি সহায়তা না দিলে পুলিশ প্যাট্রোলিং ও অন্যান্য কাজ করতে পারবে না।

পুলিশের আবাসন সমস্যা বিশেষ করে থানা ও পুলিশ লাইনসের আবাসন সমস্যার সমাধান করতে হবে। সব ফোর্স ও অফিসারের মধ্যে ঐক্য আনতে হবে। পুলিশের একটা অংশকে তাদের পছন্দ বা ব্যাকগ্রাউন্ড অনুসারে অপারেশন, প্রশিক্ষণ, তদন্ত, গোয়েন্দা কর্মকাণ্ড, জনতা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে হবে এবং তাদের সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত ইউনিটেই পদায়ন করতে হবে।

পুলিশের কর্মস্থল যেমন থানা, ফাঁড়ি, তদন্তকেন্দ্র এবং অন্য দপ্তর বা কার্যালয়গুলোকে আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ভবনগুলোকে সাদা রং করা যেতে পারে। অফিসের সামনে, বিশেষ করে সব থানার সামনে একটা করে ফুলের বাগান করা যেতে পারে। পুলিশ তথা দেশের একটা অংশের মানুষের মন, মনন, মনোবল, কোমনীয়তা, নমনীয়তা, ভালোবাসা, মমত্ব এবং সংবেদনশীলতা জাগ্রত ও ফিরিয়ে আনতে হবে।

শেষ কথা

পুলিশ-সম্পর্কিত যেকোনো ঘটনা বা বিষয়ের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যাখা দেওয়া প্রয়োজন। পুলিশ কর্তৃক সংঘটিত যেকোনো অপরাধ বা পুলিশের প্রতি যেকোনো অসম্মান এবং আঘাতের সঠিক ও সুচারু তদন্ত করতে হবে। বাংলাদেশ পুলিশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। পুলিশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়ন ও সেই সঙ্গে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। সর্বশেষে বলা আবশ্যক যে পুলিশকে সমালোচনার পাশাপাশি ভালো কাজে উৎসাহ ও প্রশংসা করতে হবে। তাহলে একটা টেকসই সংস্কার সাধিত হবে এবং আপামর জনসাধারণ, পুলিশ এবং দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

● **ড. এম এ সোবহান পিপিএম** কমান্ড্যান্ট (অ্যাডিশনাল ডিআইজি), পুলিশ স্পেশাল ট্রেনিং স্কুল (পিএসটিএস), বেতবুনিয়া, রাঙামাটি

- সরকার, রাজনৈতিক দল ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে পুলিশকে ব্যবহার করতে চায় এবং অতীতে ব্যবহার করেছে।
- পুলিশকে সবার আগে জনবান্ধব হতে হবে। এ জন্য পুলিশকে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে।
- পুলিশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। পুলিশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

ক্লাব ফুট বা মুগুর পায়ের চিকিৎসা

ভালো থাকুন

মো. সাইদুর রহমান, *চিফ কনসালট্যান্ট, উত্তরা মডার্ন ফিজিওথেরাপি সেন্টার, সেক্টর ১২, উত্তরা, ঢাকা*

ক্লাব ফুট বা মুগুর পা এখন আর অভিশাপ নয়। জন্মগত এ রোগ বর্তমানে সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য। যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল চিকিৎসার কারণে ক্লাব ফুটে আক্রান্ত শিশুরা ভুগেছে। কিন্তু একালে আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে এটি থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

সাধারণত বাঁকা পা নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশুদের চিকিৎসার মূল পদ্ধতি হলো এখন 'পনসেটি টেকনিক'। জন্মের পর তিন থেকে সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত এ চিকিৎসাপদ্ধতি বেশি কার্যকর। শিশু মুগুর পা নিয়ে জন্মগ্রহণ করার পর যত দ্রুত এ চিকিৎসা শুরু করা যায়, তত দ্রুত রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

ক্লাব ফুট একটি জন্মগত গোড়ালির সমস্যা; যেখানে এক বা দু-পা ভেতরে ও নিচের দিকে বাঁকানো অবস্থায় থাকে। প্রতি এক হাজার জনে একজন এ সমস্যার সম্মুখীন হন। তুলনামূলকভাবে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের এটি বেশি হয়। এর মূল কারণ এখনো অজানা।

মুগুর পায়ের চিকিৎসায় 'পনসেটি টেকনিক' সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কার্যকর। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে যেতে হবে। কখনো কখনো এ চিকিৎসার পাশাপাশি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে। অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে বিভিন্ন নিয়মে প্লাস্টার করতে হয় একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। প্লাস্টার ও অস্ত্রোপচার-পরবর্তী সময়ে রোগীকে দীর্ঘদিন পায়ের ডিভাইস (জুতা) ব্যবহার করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রোগীকে বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টের তত্ত্বাবধানে রেখে নিয়মিত কিছু এক্সারসাইজ করাতে হবে।

» আগামীকাল পড়ুন :
ডেঙ্গু হলে কেন সচেতন থাকবেন

সড়কে টেসলার গাড়ি টেনে নিয়ে গেল ষাঁড়

বিচিত্র

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট

শখ করে পণ্য কিনতে গিয়ে প্রতারিত হলে মেজাজ ধরে রাখা সত্যিই কঠিন। এমনই এক প্রতারণার শিকার হয়ে অভিনব উপায়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন চীনের এক ব্যক্তি।

পুরোনো গাড়ি কেনা-বেচার পরিচিত প্ল্যাটফর্ম গুয়াজি থেকে এক লাখ এক হাজার ইউয়ান (১৪ হাজার মার্কিন ডলার) দিয়ে একটি ব্যবহৃত টেসলা মডেল থ্রি গাড়ি কিনেছিলেন চীনের পূর্বাঞ্চলের শানডং প্রদেশের উইফাংয়ের এক বাসিন্দা। তাঁর নাম নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

গাড়িটি চালানো শুরু করার পরপরই ওই ব্যক্তি আবিষ্কার করেন যে বৈদ্যুতিক গাড়িটি আর চার্জ করা যাবে না। গাড়িতে এ নিয়ে সতর্কবার্তা দেখানো হচ্ছে। তাঁর সন্দেহ হয়, গাড়িটির ব্যাটারি হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে।

এ পরিস্থিতিতে সংকট সমাধানের জন্য ওই ব্যক্তি গুয়াজি ও টেসলা উভয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। চরম হতাশ হয়ে ওই ব্যক্তি প্রতিবাদ জানাতে অভিনব এক উপায় বেছে নেন। তিনি গাড়িটি দড়ি দিয়ে একটি ষাঁড়ের সঙ্গে বেঁধে দেন। রাস্তা দিয়ে ষাঁড়টি সেটি টেনে নিয়ে যেতে থাকে। ওই ব্যক্তির আশা, এভাবেই তিনি তাঁর আবেদনে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন এবং ন্যায়বিচার পাবেন।

প্রতারণার শিকার ওই ব্যক্তির আশা অনেকটাই পূরণ হয়েছে। একটি ষাঁড় রাস্তা দিয়ে একটি টেসলা গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এমন ভিডিও চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। ওই ভিডিওতে দেখা যায়, ষাঁড়টি রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে একটি টেসলা গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। গাড়িটির গায়ে স্প্রে-পেইন্ট দিয়ে লেখা 'গুয়াজির মাধ্যমে প্রতারিত' এবং 'প্রতারক'।

ষাঁড় ও গাড়িটি দ্রুত আশপাশের মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাঁরা ছবি-ভিডিও ধারণ করেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তা শেয়ার করা শুরু করেন।

এরপর ওই ব্যক্তি গাড়িটিকে গুয়াজির ব্যবহৃত গাড়ি বিক্রির একটি শোরুমের সামনে রেখে আসেন।

প্রতীকী ছবি। রয়টার্স

গুয়াজির কাস্টমার সার্ভিসের এক কর্মকর্তা আইফেং ডটকমকে বলেন, তাঁদের প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্ত করার আগে তাঁরা সব গাড়ি পরীক্ষা করে নেন। ওই ক্রেতা গাড়িটি গুয়াজির অন্য একটি সার্ভিস থেকে নিয়েছেন। ওই সার্ভিসে গাড়ির পেশাদার দালালেরা সরাসরি দরদাম করে ক্রেতার কাছে গাড়ি বিক্রি করেন।

কাস্টমার সার্ভিসের ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, 'আমাদের গুয়াজিস সিটুবি সেবা চালুই করা হয়েছে পেশাদার দালালদের জন্য, যাঁরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পুরোনো গাড়ি কেনেন এবং সেগুলো বেশি দামে বিক্রি করেন।'

চীনে টেসলার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অনুযায়ী, দেশটিতে টেসলার এই মডেলের একটি গাড়ির দাম বর্তমানে ৩ লাখ ৩৫ হাজার ৯০০ ইউয়ান (৪৭ হাজার মার্কিন ডলার) থেকে শুরু হয়।

ওই ব্যক্তি সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়িটি কেনার সময় সেটি পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন কি না বা কীভাবে গাড়িটি ক্রেতার কাছে পাঠানো হয়, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি।

চীনা ওই ব্যক্তির গাড়িটি পেশাদার লোকদের দিয়ে পরীক্ষা করার পর জানা যায়, সেটির মাইলেজ ২ লাখ ৮০ হাজার কিলোমিটারের বেশি। অর্থাৎ, গাড়িটি এতটা পথ এরই মধ্যে চলেছে। সেটির উল্লেখ করার মতো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ইতিহাসও রয়েছে।

এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ধরনের মন্তব্য এসেছে। একজন লিখেছেন, 'এটা উদ্ভট। একটি গাড়ি যেটি চার্জ হয় না, সেটা আসলে আবর্জনা এবং আপনি সেটি এক লাখ এক হাজার ইউয়ানে বিক্রি করে দিলেন?'

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫১০

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

চিনাবাদাম কতটা উপকারী?

চিনাবাদামকে বলা হয় গ্রাউন্ড নাট বা ভূমির বাদাম।

জানেন হয়তো, চিনাবাদাম আদতে বাদাম নয়, মূলত শুঁটি ও শিম শ্রেণিভুক্ত বীজ। বাদামে থাকা রেজভেরাট্রল উপাদানটি শর্ট টাইম মেমোরি (স্বল্পমেয়াদী স্মৃতি) লস রোধ করে। এ ছাড়া নতুন তথ্য গ্রহণ এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষমতা বাড়ায়। আর এতে থাকে প্রচুর স্বাস্থ্যকর চর্বি, সঙ্গে মেলে ভিটামিন ই, ক্যালরি ও প্রোটিন।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১	২			৩		৪	
			৫				
৬		৭				৮	৯
		১০					
	১১					১২	
১৩		১৪	১৫		১৬		
১৭	১৮		১৯			২০	
	২১				২২		

বাঁ থেকে ডানে
১. যা ঘটে গেছে। ৪. সোপান।
৫. গর্জন। ৬. পরস্পর বন্ধুত্ব বা সদ্ভাব।
৮. পরিমাণে অল্প। ১০. কালকূট।
১১. কাব্যরচয়িতা। ১২. কর্জ।
১৪. খেয়াল। ১৬. প্রাণবায়ু। ১৭. চুলহীন মাথা।
১৯. বিভোর। ২০. নিম্ন। ২১. তেতো স্বাদযুক্ত গুল্ম। ২২. নদী বা রাস্তার মোড়।

ওপর থেকে নিচে
২. প্রখরতা। ৩. ভারবাহক। ৪. ধারণকারী।
৬. তৃণ বা শস্যাদির গুচ্ছ। ৭. ধনভান্ডার।
৯. রাশিচক্রের দশম রাশি।
১২. ধমনিসংক্রান্ত। ১৩. কণ্টক।
১৫. প্রভাব। ১৮. অপরিপক্ব।

গত সমস্যার সমাধান

ব্য	থা		আ	ভা		থা	
য়		ব		ব	স	বা	স
ব	দা	ন্য	তা		ন্ধ্যা		গা
হু		তা		অ		নি	ধি
ল	ব		ক	স	র	ত	
	হ	রু		ম		ল	গি
ধা	মা		প	তা	কা		রি
	ন	গ	ণ্য		জি	ম্মা	

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

দুনিয়ার সব সমুদ্রে প্রায় ২০ লাখ টন সোনা আছে!

দুনিয়ার বৃহত্তম উভচর প্রাণী 'চাইনিজ জায়ান্ট স্যালাম্যান্ডার'-এর দৈর্ঘ্য ৫ ফুটেরও বেশি হতে পারে।

শূন্য অভিকর্ষে আগুনের রং হয় নীল, আকৃতি হয় গোলাকার।

কথা অমৃত

আপনি যা চান, তা দেওয়ার জন্য একটি সরকারই যথেষ্ট; আবার আপনার কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেওয়ার জন্যও একটি সরকার যথেষ্ট।

টমাস জেফারসন
সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট (১৭৪৩-১৮২৬)

সুডোকু

			4	5		6		2
9				1		8		4
			9			3	1	
		5	2					
	9	6		4		1	2	
					6	4		
	4	2			9			
6		7		3				9
1		9		6	2			

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

2	5	9	1	7	3	8	6	4
4	6	3	2	9	8	5	1	7
1	7	8	5	4	6	2	3	9
7	4	6	3	1	2	9	8	5
9	3	1	7	8	5	6	4	2
5	8	2	4	6	9	3	7	1
8	2	4	9	3	7	1	5	6
3	9	7	6	5	1	4	2	8
6	1	5	8	2	4	7	9	3

চেঁচিয়ে

বিজ্ঞান ক্লাস চলছে।
সবাইকে মৌখিক প্রশ্ন ধরছেন শিক্ষক।
শিক্ষক : পানির রাসায়নিক সংকেত কী?
ছাত্র : H, I, J, K, L, M, N, O।
শিক্ষক : গাধা! এটা তোকে কে বলেছে?
ছাত্র : আপনিই তো বলছেন, পানির রাসায়নিক সংকেত 'এইচ টু ও'!

পিনাটস • চার্লস শুলজ

পাঁচ ব্যবসায়ীকে জরিমানা | গাজীপুরের টঙ্গীর ডিমের আড়তে অভিযান চালিয়ে ৫ ব্যবসায়ীকে ৬১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সংবাদদাতা, গাজীপুর

সংক্ষেপে

সিঙ্গাইর

চাকরি পেলেন ২৩ নারী

মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলায় বাংলাদেশ ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) উদ্যোগে বৈদেশিক কর্মসংস্থানবিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা ও চাকরি মেলা হয়েছে। গতকাল বুধবার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই কর্মশালা ও মেলা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন বোয়েসেলের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শওকত আলী। জেলা প্রশাসক ড. মানোয়ার হোসেন মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বোয়েসেলের মহাব্যবস্থাপক এ বি এম আবদুল হালিম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল হাসান, উপজেলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী হাজেরা খাতুন, মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস, ছাত্র প্রতিনিধি ওমর প্রমুখ। শওকত আলী বলেন, চাকরি মেলায় মানিকগঞ্জ জেলাসহ আশপাশের জেলা থেকে কয়েকটি পোশাক কারখানার ৭০ জন নারী কর্মী চাকরি মেলায় অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ২৩ জনকে জর্ডানে যাওয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়।
প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

কেরানীগঞ্জ

গ্যাস-সংযোগ বিচ্ছিন্ন

ঢাকার কেরানীগঞ্জে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কর্তৃপক্ষ অভিযান চালিয়ে দুটি ওয়াশিং ডাইং কারখানা, তিনটি তারের কারখানাসহ ছয়টি কারখানার অবৈধ গ্যাস-সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে। গতকাল দুপুরে কেরানীগঞ্জের চররঘুনাথপুর, বন্দ ডাকপাড়া, খেজুরবাগ ও নয়াবাজার আটি এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের (মেঢাবিবি-২) উপমহাব্যবস্থাপক বিকাশ চন্দ্র সাহা। তিনি বলেন, অভিযানে দুটি ওয়াশিং ডাইং কারখানা, তিনটি তারের কারখানা ও একটি চানাচুর কারখানার অবৈধ গ্যাস-সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের (মেঢাবিবি-২) ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী সাকির আহমেদ, প্রকৌশলী এস এম রেজাউল হক ও প্রকৌশলী বিধান চন্দ্র প্রমুখ।
প্রতিনিধি, *কেরানীগঞ্জ, ঢাকা*

শিবির প্রকাশ্যে আসার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রায় ৩৫ বছর পর গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে আসেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের তিন নেতা।

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের তিন নেতার প্রকাশ্যে আসার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মধ্যরাতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের একটি দল গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকা থেকে মিছিলটি বের করেন। ক্যাম্পাসের কয়েকটি সড়ক ঘুরে শহীদ মিনারের পাদদেশে গিয়ে শেষ হয় এটি। এরপর সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন তাঁরা।

সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী নূর-এ তামিম। এতে নগর ও অঞ্চল-পরিকল্পনা বিভাগের শিক্ষার্থী ফাইজা মেহজাবিন বলেন, '১৯৭১ সালের গণহত্যার সহযোগী সংগঠন জামায়াত-শিবির। শেখ হাসিনার সরকারের হাতে যেমন ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার খুনের দাগ আছে, তেমনি ৭১-এর গণহত্যার রক্তের দাগও জামায়াত-শিবিরের হাতে লেগে আছে। এই গণহত্যার দায় তারা অস্বীকার করতে পারে না। আশির দশকেও ছাত্রশিবির একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিকৃষ্টতম কার্যক্রম চালিয়েছে। ছাত্রশিবির অতীতে যেভাবে ক্যাম্পাসের সাধারণ মুক্তমনা শিক্ষার্থীদের রগ কেটে দমন ও প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে; এখন আবারও তারা পুনর্বাসিত হওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে।'

শিবির স্বাধীন বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করার অধিকার রাখে না উল্লেখ করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংগঠক সোহাগী সামিয়া বলেন, 'স্পষ্ট করে বলতে চাই, ১৯৭১ সালে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল, সেসব ব্যক্তি কারা ছিল, তার চেয়ে আমাদের কাছে বড় হিসাব হলো, কোন সংগঠন ছিল। আজ ২০২৪ সালে দাঁড়িয়ে আপনি সেই সংগঠনের আদর্শকে ধারণ করে এখানে রাজনীতি করতে আসছেন, যে সংগঠন বাংলাদেশকে কোনো দিন চায়নি;

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের তিন নেতার প্রকাশ্যে আসার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে। ছবি : প্রথম আলো

স্বাধীনতাকে চায়নি, সেই সংগঠন স্বাধীন বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করার অধিকার রাখে না। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা আছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে দাঁড়িয়ে কোনোভাবেই একটি ছাত্রসংগঠন ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে পারবে না।'

ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের একাংশের সভাপতি অমর্ত্য রায় বলেন, 'ছাত্রশিবিরকে কোনো দিন দেখিনি দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ে আন্দোলন করতে, কোনো দিন ওরা শ্রমিক হত্যা নিয়ে আন্দোলন করেনি। তারা সব সময় শাহবাগ আর শাপলা চত্বর ভাগাভাগি করতে ব্যস্ত। এ রকম বিভাজনের রাজনীতি করে আওয়ামী লীগ। যে রাজনৈতিক দলের হাতে রক্তের দাগ রয়েছে, সেই সংগঠনকে রাজনীতি করতে হলে বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসতে হবে। সেটা সামাজিক বিচারও হতে পারে, আইনি বিচার হতে পারে। এ জন্য ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাদের ক্যাম্পাসে আসতে হবে।'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সব দলের অংশগ্রহণে সুস্থ ধারার রাজনৈতিক চর্চার পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা জানিয়ে প্রায় ৩৫ বছর পর মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে প্রকাশ্যে আসেন শিবিরের তিন নেতা। ছাত্রশিবিরের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রচার সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন সাকির সই করা বিবৃতিতে সভাপতি হারুনুর রশিদ রাফি ও সাধারণ সম্পাদক মহিবুর রহমান মুহিবের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

মানিকগঞ্জ

সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজসহ ৮৬ জনের নামে মামলা

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

মানিকগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমসহ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ৮৬ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে হরিরামপুর থানায় মামলা হয়েছে।

মামলায় অজ্ঞাতনামা ৪০ থেকে ৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে হরিরামপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি করেন।

এ মামলায় গতকাল বুধবার ভোরে অভিযান চালিয়ে উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের চার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীরা হলেন উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল বাশার সবুজ (৫০), উপজেলার ছয়আনী গালা গ্রামের হারুন অর রশিদ (৫৬), কালই গ্রামের নিত্য সরকার (৪৫) ও মতিয়ার রহমান (৬০)। তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ৩০ মে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে উপজেলা সদরে বয়ড়া গ্রামে সাবেক মন্ত্রী প্রয়াত হারুনার রশিদ খান মুন্নুর মেয়ে ও জেলা বিএনপির সভাপতি আফরোজা খানমের বাসায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে আলোচনা সভায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের বক্তব্য চলাকালে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা হামলা করেন। এ সময় ককটেল বিস্ফোরণসহ আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছোড়া হয়। রড, হকিস্টিক, চাপাতি ও লাঠি দিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করা হয় এবং জেলা বিএনপির সভাপতির বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়।

হরিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মুমিন খান বলেন, এ ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পরে বিচারকের নির্দেশে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে সিঙ্গাইর থানায় মমতাজের বিরুদ্ধে দুটি হত্যা মামলা হয়েছে। ওই দুটি মামলায় আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে আসামি করা হয়েছে।

ইউপিডিএফের ৩ কর্মীকে গুলি করে হত্যা, অবরোধের ডাক

খাগড়াছড়ি

প্রতিনিধি, *খাগড়াছড়ি*

খাগড়াছড়ির পানছড়িতে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) প্রসীতপক্ষের তিন কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে পানছড়ির লতিবান ইউনিয়নের শান্তিরঞ্জনপাড়ায় গুলির এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন মন্যা চাকমা ওরফে সিজন (৫০), খরকসেন ত্রিপুরা ওরফে শাসন (৩৫) ও পরান্টু চাকমা ওরফে জয়েন (২২)।

ইউপিডিএফের সংগঠক অংগ্য মারমা বলেন, নিহত ব্যক্তিরা ওই এলাকায় সাংগঠনিক কাজ করতেন। ১৩ থেকে ১৪ জনের একদল সন্ত্রাসী অতর্কিতভাবে তাঁদের ওপর হামলা করে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁরা নিহত হন।

গুলিতে তিনজন নিহতের তথ্য নিশ্চিত করে পানছড়ি থানার ওসি মো. জসিম উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলা প্রক্রিয়াধীন।

ইউপিডিএফ এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ইউপিডিএফ-গণতান্ত্রিককে দায়ী করেছে। ইউপিডিএফ দলটিকে 'নব্য মুখোশধারী বাহিনী' হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকে। জানতে চাইলে ইউপিডিএফের সংগঠক অংগ্য মারমা বলেন, নব্য মুখোশধারী বাহিনী (ইউপিডিএফ-গণতান্ত্রিক) এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তবে ইউপিডিএফ-গণতান্ত্রিকের সভাপতি শ্যামল কান্তি চাকমা এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, এটি ইউপিডিএফের অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দলের কারণে ঘটেছে।

গুলি করে তিন কর্মীকে হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে গণমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছে ইউপিডিএফ প্রসীতপক্ষ। বিবৃতিতে আজ বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়িতে সকাল-সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। অবরোধ কর্মসূচি সফল করতে জেলার সব যানবাহনের মালিক-শ্রমিকের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক অংগ্য মারমা স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে নব্য মুখোশধারী সন্ত্রাসীদের মদদ দিয়েছিল শেখ হাসিনার সরকার। ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পতন হলেও নব্য মুখোশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। গত বছর এই সন্ত্রাসীরা পানছড়ির পুজগাঙে বিপুল চাকমাসহ চারজনকে হত্যা করলেও তাদের বিরুদ্ধে সরকার ও প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

বাসভাড়া কমানোর দাবি

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ বাসভাড়া ৪৫ টাকা, নারায়ণগঞ্জ থেকে সিএনজিচালিত সব বাসের ভাড়া যৌক্তিকভাবে কমানো, শিক্ষার্থীদের অর্ধেক ভাড়া কার্যকর এবং এসি বাসভাড়া বিআরটিসি ৬০ টাকা ও বেসরকারি ৬৫ টাকা করার দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো গণসংযোগ করেছে যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম। গতকাল বুধবার সকালে নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজ ও নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে তারা গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করে।

ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে কর্মসূচি পালনের সময় প্রচারপত্র বিতরণ করা হয় এবং দাবি আদায়ের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। সে সময় ক্লাসে ক্লাসে বক্তব্য দেন সাইফুল ইসলাম ও সাইদুর রহমান।

বক্তারা বলেন, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে দাবি মানা না হলে আগামী ১৭ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জ শহরে সকাল ছয়টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত অর্ধদিবস সর্বাত্মক হরতাল পালিত হবে।

কাজ না করলে চাকরিচ্যুত করা হবে : নুরুল হক

প্রতিনিধি, *পটুয়াখালী*

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক (ভিপি নুর) বলেছেন, আওয়ামী লীগের মতো থানায় গিয়ে পায়ের ওপর পা ফেলে ওসির সঙ্গে গালগপ্প করা, ইউএনওর কাছে গিয়ে গালগপ্প করে তাদের দলীয় এজেন্ডা বস্তবায়ন করা—এখন কোনো রাজনৈতিক দল এটা করতে পারবে না। এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ওসি হোক ডিসি হোক, ইউএনও হোক এসপি হোক, যাঁরা জনগণের জন্য কাজ করবেন না, তাঁদের চাকরিচ্যুত করা হবে।

গতকাল বুধবার বিকেলে পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। গণ অধিকার পরিষদ উপজেলা কমিটি এই গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নুরুল হক বলেন, 'আজকে যারা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, প্রশাসনের লোকেরা আছেন, সকলেই জনগণের জন্য কাজ করবেন। মনে রাখবেন, এখন কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় নাই। যারা জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, তাঁদের সরকারি চাকরি থেকে বিতাড়িত করা হবে।'

দশমিনা উপজেলা গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি লিয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এ গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় কমিটির ত্রাণ ও দুর্যোগবিষয়ক সহসম্পাদক হেলেনা বেগম, জেলা গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও সদস্যসচিব মো. শাহ আলম সিকদার। দশমিনা উপজেলা গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মিলন মিয়া, যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি কাজী রাসেলসহ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা জনসভায় উপস্থিত ছিলেন।

২১ গরু ডাকাতি, গ্রেপ্তার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সাভার*

ঢাকার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় ট্রাকবোঝাই গরু ডাকাতির ঘটনায় আন্তজেলা ডাকাত দলের ছয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার জামালপুর, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, টাঙ্গাইলসহ আশুলিয়ার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে আশুলিয়া থানা-পুলিশ। এ ছাড়া ডাকাতি হওয়া ট্রাক ও সাতটি গরু উদ্ধার করেছেন তাঁরা।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের বেলুটিয়া পশ্চিমপাড়ার মো. তোফাজ্জল হোসেন ওরফে ভাঙ্গারি বাবু, একই এলাকার মো. কোরবান আলী, একই থানার দেওয়ান টাইটা এলাকার মো. আল আমিন শেখ ও তারুটিয়া এলাকার মো. শহিদুল, আশুলিয়ার কলতাসুতি বারল এলাকার মো. সজীব ও মো. শিবলু আহম্মেদ।

ভুক্তভোগী গরু ব্যবসায়ী মো. শহিদুল এনাম চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের গরিয়াইশ এলাকার বাসিন্দা।

গতকাল বুধবার আশুলিয়া থানায় সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সাভার সার্কেল) মো. শাহীনুর কবির। এ সময় আশুলিয়া থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বকর সিদ্দিক, পরিদর্শক (তদন্ত) মো. কামাল হোসেন ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ইকবাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে শাহীনুর কবির জানান, গত রোববার রাজশাহীর সিটিহাট থেকে ২৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ২১টি গরু কেনেন গরু ব্যবসায়ী শহিদুল।

সবুজবাগে যুবককে পিটিয়ে হত্যা | রাজধানীর সবুজবাগে গতকাল সন্ধ্যায় রমজান আলী নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন

সভাপতি আমিরুল, মহাসচিব মাজহারুল

খুলনা জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. আমিরুল ইসলাম বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির সভাপতি এবং কুষ্টিয়া জেলার যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ মুহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এই নির্বাচনে অনলাইনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। মোট ভোটার ছিলেন ৬৪ জেলার ২ হাজার ১৮৫ বিচারক। ভোট দিয়েছেন ২ হাজার ৩৫ জন। উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে রাত পৌনে ১০টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। এই নির্বাচনের সভাপতি, মহাসচিবসহ ১৬টি পদে মোট ৪৫ জন বিচারক নির্বাচিত হয়েছেন। দীর্ঘ ২৫ বছর পর বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের গণতান্ত্রিক নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

ভোগান্তি পয়োনালা সংস্কারের কাজে সড়ক খুঁড়ে রাখা হয়েছে কয়েক মাস ধরে। ধীরগতির কাজে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন এলাকাবাসী। গত মঙ্গলবার গোপীবাগ এলাকায়। দীপু মালাকার

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অপহরণসহ ৩ মামলা

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সারা দেশে অন্তত ২৩৬টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৯৯টি মামলায় হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পাঁচ বছর আগে সৈয়দ হাসান মাহমুদ নামের এক ব্যক্তিকে অপহরণের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা হয়েছে। রাজধানীর শাহজাহানপুর থানায় এ মামলা করেছেন তিনি। এর বাইরে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি করে হত্যা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আরও দুটি মামলা দায়েরের তথ্য পাওয়া গেছে। রাজধানীর শাহবাগ ও ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে এ মামলা হয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এর ১০ দিন পর ১৫ আগস্ট তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম মামলা হয় ঢাকার আদালতে। এর পর থেকে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সারা দেশে অন্তত ২৩৬টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ১৯৯টি মামলায় হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।

অপহরণ মামলা

পাঁচ বছর আগে সৈয়দ হাসান মাহমুদ নামের এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ২৪ জনের বিরুদ্ধে গতকাল বুধবার মামলা হয়। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, ২০১৯ সালে জাতীয় পার্টির নেতা মসিউর রহমান রাঙ্গা এক ভাষণে '৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম শহীদ নূর হোসেনকে নিয়ে আপত্তিকর কথা বলেন। এ নিয়ে তিনি ঢাকার আদালতে একটি মামলা করেন। এরপর মসিউর রহমান রাঙ্গাসহ আওয়ামী লীগের নেতারা তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু করেন। পরে ২০১৯ সালের নভেম্বরে মগবাজারের বাসায় তাঁর ওপর হামলা হয়। পরে তিনি এলাকা ছেড়ে বনশ্রীতে বসবাস শুরু করেন।

২০২০ সালের ১০ জানুয়ারি খিলগাঁও উড়াল সড়কের নিচ থেকে তাঁকে মাইক্রোবাসে করে অপহরণ করা হয়। পরে তাঁকে ক্রসফায়ারে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। পরে তাঁকে মালিবাগে ফেলে রেখে যায় অপহরণকারীরা। মামলায় শেখ হাসিনা ছাড়া সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সাবেক সড়ক, যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক সংসদ সদস্য মসিউর রহমান রাঙ্গা, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ, সাবেক শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া, সাবেক মন্ত্রী তারানা হালিম, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ, ডিএমপির সাবেক কমিশনার শফিকুল ইসলামকে আসামি করা হয়েছে।

এ ছাড়া রাজধানীর উত্তরা এলাকায় মো. মোহসিন নামের এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ১০১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ঢাকার সিএমএম আদালতে গতকাল এ মামলা করেন মহসিনের শ্বশুর আবুদস সালাম।

রাজধানীর তোপখানা রোডে রিয়াজুল তালুকদার নামের এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ ৬৪ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হয়েছে। গত ২৬ অক্টোবর রাজধানীর শাহবাগ থানায় এ মামলা করেন রিয়াজুলের পূর্বপরিচিত বিল্লাল হোসেন।

বললেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা

রাষ্ট্র পরিচালনার মেয়াদ ৪ বছর হওয়া উচিত

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ বলেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বের মেয়াদ সংবিধানে যে পাঁচ বছর আছে, তা চার বছর হওয়া উচিত।

হাসান আরিফ

গতকাল বুধবার সচিবালয় গণমাধ্যম কেন্দ্রে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএসআরএফ) সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ এফ হাসান আরিফ এ কথা বলেন। পরে মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

উপদেষ্টা বলেন, 'পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রে মেয়াদ যদি চার বছর হতে পারে, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশেও রাষ্ট্র পরিচালনার মেয়াদ চার বছর হতে অসুবিধা কোথায়?' অবশ্য এটি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত মতামত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ইউনিয়ন পরিষদ প্রসঙ্গে হাসান আরিফ বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ একসময় তিন বছর ছিল। এই মেয়াদ বাড়িয়ে পাঁচ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু দুই বছর মেয়াদ বৃদ্ধিতে লাভ কী হয়েছে, তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে কখনো কোনো মূল্যায়নও করা হয়নি।

জন্মবার্ষিকীর আলোচনা সভা

সাহসের স্পর্ধার নাম রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। রুদ্র বাংলা কবিতাকে দিয়েছেন অনন্য ব্যঞ্জনা। সাহসের স্পর্ধার নাম ছিল রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। তাই আন্দোলন আর প্রতিবাদে উঠে আসে তাঁর লেখা। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর ৬৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল বুধবার বিকেলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলা একাডেমি। সেখানে এ কথাগুলো বলেন বক্তারা।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন বাংলা একাডেমির সচিব নায়েব আলী। তিনি বলেন, জীবনে বহু কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়েও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। শুধু কবিতাই একমাত্র মাধ্যম, যা থেকে রুদ্র কখনো বিযুক্ত হননি।

'নতুন রাজধানীর কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ' শিরোনামের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কবি ও প্রাবন্ধিক সাখাওয়াত টিপু। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর ভাই ও রুদ্র স্মৃতি সংসদের সভাপতি সুমেল সারাফাত, তাঁর বন্ধু কবি মোহন রায়হান ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম।

তথ্য গোপনের সংস্কৃতি পরিবর্তনের আহ্বান

বার্ষিক শিক্ষণ সম্মেলন

তথ্য অধিকার প্রাপ্তিতে নারীর অগ্রগতিবিষয়ক এক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিবর্তন করে তথ্য প্রকাশকে উৎসাহিত করার আহ্বান জানিয়েছেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। তিনি বলেছেন, তথ্যের অধিকার গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ।

শারমীন এস মুরশিদ

গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে আয়োজিত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন শারমীন এস মুরশিদ। দ্য কার্টার সেন্টার এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) 'তথ্য অধিকার প্রাপ্তিতে নারীর অগ্রগতি প্রকল্প (এডব্লিউআরটিআই)' শিরোনামে বার্ষিক শিক্ষণ সম্মেলনের আয়োজন করে।

শারমীন এস মুরশিদ বলেন, যখন তথ্য সহজলভ্য হয় না, তখন ভুল তথ্য সহজেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাঁদের জাতি পুনর্গঠনের জন্য আরও একটি সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এ সময়ে গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিবর্তন করে তথ্য প্রকাশকে উৎসাহিত করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

শারমীন এস মুরশিদ আরও বলেন, 'স্বৈরাচার সরকার মানেই তথ্যের অনধিকার। একটা সরকার যত বেশি স্বৈরাচারী, তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা তত কম। তাই গণতন্ত্রের জন্য লড়তে হবে। তথ্য চাইতে ভয় লাগবে, এই পরিবেশে আমরা কোনো দিন ফেরত যেতে চাই না। তথ্য অধিকার রক্ষা করতে বা উন্নত করতে গণতান্ত্রিক ও মুক্ত পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা খেয়াল রাখবেন, মেয়েরাও যেন তথ্য অধিকার ব্যবহার করে তাদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।'

সূচনা বক্তব্যে এমজেএফের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম এডব্লিউআরটিআই প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, যখন নারীরা তথ্যের অধিকার পান, তাঁরা শুধু নিজেদের ক্ষমতায়ন করেন না; বরং তাঁদের পরিবারেও পরিবর্তন আনেন।

কার্টার সেন্টারের চিফ অব পার্টি সুমনা সুলতানা মাহমুদ জানান, গত বছর এডব্লিউআরটিআই প্রকল্পটি ছয়টি জেলায় পরিচালিত হয়। তথ্যের অধিকার নিয়ে দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ৬৪ জন সরকারি প্রতিনিধির সংলাপ হয়।

অতিথির বক্তব্যে ইউএসএআইডি বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন কার্যালয়ের পরিচালক এলেনা ট্যাস্নি বলেন, তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ হলো ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নারীরা স্বভাবতই শক্তিশালী। তাঁদের ক্ষমতায়নকে যেসব বিষয় বাধাগ্রস্ত করে, তা দূর করা সবার দায়িত্ব।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর বলেন, বৈষম্য দূর করতে এবং সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে তথ্য অধিকার আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। সমাজে এখনো স্বচ্ছতা ও তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি।

বাংলাদেশ তথ্য কমিশনের পরিচালক এস এম কামরুল ইসলাম বলেন, দেশের প্রকৃত মালিক হলো জনগণ। তাই যখনই মালিকেরা তথ্য জানতে চান, তখন দেশের সেবকদের সেই তথ্য প্রকাশ করা উচিত। যদিও তথ্য অধিকার আইনে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

বিজ্ঞানচিন্তার আয়োজন

বিজ্ঞানে নোবেল নিয়ে বক্তৃতা আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা ৪৫ থেকে ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে 'বিজ্ঞানে নোবেল ২০২৪' শীর্ষক বিজ্ঞান বক্তৃতা। এর আয়োজক দেশের জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিন *বিজ্ঞানচিন্তা*।

এতে বক্তৃতা করবেন ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ফিজিক্যাল সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক আরশাদ মোমেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. নুরুজ্জামান খান, জিনপ্রকৌশল ও জৈবপ্রযুক্তি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুশতাক ইবনে আয়ূব এবং তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক বি এম মইনুল হোসেন। বিশেষ অতিথি থাকবেন *বিজ্ঞানচিন্তার* সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম।

২০২৪ সালে বিজ্ঞানের তিন বিভাগে নোবেল পেয়েছেন সাত বিজ্ঞানী। কেন তাঁদের নোবেল দেওয়া হলো? বিজ্ঞান বা মানব সভ্যতার ইতিহাসে তাঁদের আবিষ্কারের ভূমিকা কী? কেন এই গবেষণাগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পাশাপাশি এবারের আয়োজনে রয়েছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের কাজ নিয়েও আলোচনা করা হবে।

পাঠকদের জন্য বিশেষ কিছু আয়োজন তো রয়েছেই। এ বক্তৃতা সবার জন্য উন্মুক্ত।

স্তন ক্যানসারের চিকিৎসা নিয়ে বৈজ্ঞানিক সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ক্যানসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে ঢাকায় একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে 'কি মেসেজ ফর ব্রেস্ট ক্যানসার' শিরোনামে এই সেমিনারের আয়োজন করে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস, শান্তি ক্যানসার ফাউন্ডেশন ও বিডি ফিজিশিয়ানস।

সেমিনারে প্রায় ১৫০ জন চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেন। এতে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডা. রেহনুমা পারভীন স্তন ক্যানসার স্ক্রিনিং এবং ঝুঁকির কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। স্তন ক্যানসার সঠিকভাবে শনাক্ত করতে এবং ধরন বুঝে চিকিৎসার জন্য হিস্টোপ্যাথলজি ও মলিকিউলার সাব-টাইপিংয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ও হিস্টোপ্যাথলজি বিভাগের প্রধান ডা. ফরিদা আনজুমান।

ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন অনুযায়ী স্তন ক্যানসারের উন্নত চিকিৎসা ও আধুনিক ওষুধগুলোর ব্যবহারবিধি সম্পর্কে সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের মেডিকেল অনকোলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডা. নাজমা আজিম।

শান্তি ক্যানসার ফাউন্ডেশনের বিশেষজ্ঞ সার্জন ডা. মো. শফিকুল ইসলাম স্তন ক্যানসারের চিকিৎসায় সার্জারির ভূমিকা এবং সার্জনদের সঙ্গে ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে রোগীদের কীভাবে আরও যুগোপযোগী সেবা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই ফাউন্ডেশনের মেডিকেল অনকোলজি বিশেষজ্ঞ ডা. গালিব মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ ক্যানসার চিকিৎসাচলাকালীন বা পরবর্তী সময়ে রোগীদের চিকিৎসাসেবার গুরুত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন মেডিকেল অনকোলজি সোসাইটি ইন বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক ডা. পারভীন শাহিদা আখতার। ছবি : সংগৃহীত

মেডিকেল অনকোলজি সোসাইটি ইন বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক ডা. পারভীন শাহিদা আখতার বলেন, শান্তি ক্যানসার ফাউন্ডেশন নিরলসভাবে স্তন ক্যানসারের রোগীদের নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি ও একাডেমিক সেশন করে যাচ্ছেন। এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলো ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের আরও সঠিকভাবে স্তন ক্যানসার শনাক্ত করতে এবং রোগীদের সেবা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সেমিনারটি সঞ্চালনায় ছিলেন বিডি ফিজিশিয়ানসের অ্যাডমিন ডা. এহসানুজ্জামান খান। আরও বক্তব্য দেন এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালসের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক ডা. মো. শাহরিয়ার ইসলাম ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক ডা. মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

স্মারক : রবিবা/প্রশা/পরিবহনপুল/৮৭৬/২০২৪/ তারিখ : ২৯.১০.২০২৪

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পিপিআর ২০০৮ অনুসারে নিম্নবর্ণিত দরপত্রের যোগ্যতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে সিলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
২.	এজেন্সি	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
৩.	সংগ্রহকারী স্বত্বার নাম	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
৪.	সংগ্রহকারী স্বত্বার কোড	বর্তমান ব্যবহৃত হচ্ছে না
৫.	সংগ্রহকারী স্বত্বার জেলা	সিরাজগঞ্জ
৬.	কি কাজের জন্য দরপত্র আহবান	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর পরিবহনপুলের যানবাহন সমূহের যন্ত্রাংশ ক্রয়
৭.	আহবানের সূত্র	রবিবা/প্রশা/পরিবহনপুল/৮৭৬/২০২৪/
৮.	তারিখ	২৯.১০.২০২৪
৯.	সংগ্রহ পদ্ধতি	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি
১০.	বাজেট এন্ড সোর্স অফ ফান্ড	জিওবি
১১.	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নম্বর	০১/২০২৪-২০২৫
১২.	দরপত্র প্রচারের তারিখ	৩০.১০.২০২৪
১৩.	দরপত্র বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ	১৩.১১.২০২৪ (অফিস সময় পর্যন্ত)।
১৪.	দরপত্র গ্রহণের তারিখ ও সময়	১৩.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত।
১৫.	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	১৩.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.০০ টা।
১৬.	দরপত্র দলিল বিক্রয়কারী অফিসের নাম ও ঠিকানা	মোঃ ওবায়দুল হক, সেকশন অফিসার, রেজিস্ট্রার দপ্তর, অস্থায়ী অফিস ফাহিম ম্যানসন (বাড়ি ৭৮/১, কান্দাপাড়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ)।
১৭.	দরপত্র দলিল গ্রহণকারী অফিসের নাম ও ঠিকানা	মোঃ ওবায়দুল হক, সেকশন অফিসার, রেজিস্ট্রার দপ্তর, অস্থায়ী অফিস ফাহিম ম্যানসন (বাড়ি ৭৮/১, কান্দাপাড়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ)।
১৮.	দরপত্র দলিল খোলার দপ্তর	মোঃ ওবায়দুল হক, সেকশন অফিসার, রেজিস্ট্রার দপ্তর, অস্থায়ী অফিস ফাহিম ম্যানসন (বাড়ি ৭৮/১, কান্দাপাড়া, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ)।
১৯.	দরপত্র দাতাদের যোগ্যতা	১. যে-কোন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যাদের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধীকরণ, টিআইএন ও ব্যাংক সলভেন্সি সনদপত্র রয়েছে। ২. ০১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ৩. সংশ্লিষ্ট কাজের সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিগত (০৩) বছরের মধ্যে ৫২০০০০.০০/ (পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার) টাকার একক কার্যাদেশ। ৪. কমপক্ষে ৬৪০০০০.০০ (ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার ব্যাংক সলভেন্সি থাকতে হবে। ৫. দরপত্রের সঙ্গে কোনরূপ মিথ্যা সনদপত্র দাখিল করলে এবং প্রমাণিত হলে জামানতের অর্থ বাতিলসহ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে Debarred করার জন্য সুপারিশ করা হইবে।
২০.	কাজের বিস্তারিত বর্ণনা	সিডিউল মোতাবেক
২১.	কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	--

প্যাকেজ নম্বর	কাজের নাম	অবস্থান	জামানতের পরিমাণ (টাকা)	দরপত্র দলিলের মূল্য (টাকা)	কাজ সমাপ্তির সময় দিন/সপ্তাহ
প্যাকেজ ০১	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর ব্যবহারের জন্য পরিবহনপুলের যানবাহনসমূহের যন্ত্রাংশ সংগ্রহ	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	২৪০০০.০০/=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা) (অফেরতযোগ্য)	৩০ (ত্রিশ) দিন

২২.	দরপত্র আহ্বানকারীর নাম ও পদবি : মোঃ ওবায়দুল হক, সেকশন অফিসার, রেজিস্ট্রার দপ্তর রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
২৩.	দরপত্র আহ্বানকারীর যোগাযোগের ঠিকানা : টেলিফোন/মোবাইল : ০১৭৪৩৮৩৬১০১
২৪.	দরপত্র খোলার তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত দরপত্র বহাল থাকবে। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই কর্তৃপক্ষ যে-কোন বা সকল দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২৯.১০.২০২৪
মোঃ ওবায়দুল হক
সেকশন অফিসার
রেজিস্ট্রার দপ্তর, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি.
নারায়ণগঞ্জ ব্রাঞ্চ
হাজী ব্রাদার্স সেন্টার (২য় তলা), ১৪ নং শহীদ সোহরাওয়ার্দী রোড, নারায়ণগঞ্জ।

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ১২(৩) ধারার বিধান মতে

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি., নারায়ণগঞ্জ ব্রাঞ্চ - এর খেলাপী ঋণ গ্রহীতা মো ইউসুফ খাঁ, ভুঁইগড় মাছুদ মেম্বার বাড়ি, ভুঁইগড়, কুতুবপুর, পোস্ট- ফতুল্লা-১৪২১, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ - এর নিকট ৩০-০৯-২০২৪ ইং তারিখ পর্যন্ত সুদসহ ব্যাংকের পাওনাদির পরিমাণ ১৩,২৭,৫৩৭.০০ (তের লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত সাইত্রিশ মাত্র) টাকা (প্রকৃত হিসাবে যা হয়), যা বারবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও ঋণ গ্রহীতা ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করেনি। ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ১২(৩) ধারার বিধান মোতাবেক আদায়কাল পর্যন্ত সুদ ও অন্যান্য খরচসহ সমুদয় পাওনা আদায়ের নিমিত্তে নিম্নে তফসিলভুক্ত বন্ধককিকৃত সম্পত্তি এবং তদস্থিত নির্মিত অবকাঠামোসহ যাবতীয় নির্মাণাদি নিলামে বিক্রয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে সীল মোহরকৃত দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে ঃ

ঃ শর্তাবলী ঃ

০১। আগ্রহী ক্রেতাগণ কর্তৃক আগামী ২৮-১১-২০২৪ ইং তারিখ অপরাহ্ন ৩.০০ (তিন) ঘটিকার মধ্যে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি., নারায়ণগঞ্জ ব্রাঞ্চ, হাজী ব্রাদার্স সেন্টার (২য় তলা), ১৪ নং শহীদ সোহরাওয়ার্দী রোড, নারায়ণগঞ্জ- এ রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দরপত্র জমা করতে পারবেন অথবা খামের উপর "সম্পত্তি ক্রয় দরপত্র" লিখে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে উক্ত ঠিকানায় দরপত্র প্রেরণ করতে পারবেন। তবে ডাকযোগে প্রেরিত দরপত্র ঐ দিন দুপুর ৩.০০ (তিন) ঘটিকার মধ্যে পৌঁছাতে হবে। ঐ দিন অপরাহ্ন ৩.৩০ ঘটিকার সময় দরপত্রদাতা কিংবা তাদের প্রতিনিধিদের সম্মুখে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) দাখিলকৃত স্থানে দরপত্র খোলা হবে;

০২। আগ্রহী দরদাতাগণ তাঁদের নিজস্ব প্যাডে বা সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, পিতার নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, ফোন নম্বর, প্রদত্ত দর (অংকে ও কথায়) উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষরযুক্ত সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র দাখিল করবেন। দাখিলকৃত দরপত্রের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র ও TIN - এর সত্যায়িত চিত্রলিপি এবং জামানত স্বরূপ নিম্নোক্ত হারে তফসিলি ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট / পে-অর্ডার বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি., নারায়ণগঞ্জ ব্রাঞ্চ - এর অনুকূলে দাখিল করতে হবে ঃ
ক) অনূর্ধ্ব ১০.০০ লক্ষ টাকার ক্ষেত্রে উদ্ধৃত দরের ২০%;
খ) ১০.০০ লক্ষ টাকার অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০.০০ লক্ষ টাকার উদ্ধৃত দরের ১৫%; এবং
গ) ৫০.০০ লক্ষ টাকার অধিক হলে উদ্ধৃত দরের ১০% ।

০৩। দরপত্র গৃহীত হলে অনূর্ধ্ব ১০.০০ লক্ষ টাকার উদ্ধৃত দরপত্র গৃহীত হবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, ১০.০০ লক্ষ টাকার অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০.০০ লক্ষ টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০.০০ লক্ষ টাকার অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে সমুদয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে জামানতের টাকা ব্যাংকের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে;

০৪। উপরোক্ত অনুচ্ছেদ - ৩ এর অধীনে সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হলে, বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতার দরপত্রের মূল্য একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হলে, উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলাম খরিদ করতে আহবান করা হবে এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা অনুরূপ আহবানে সম্মত হলে তাকে উপরোক্ত অনুচ্ছেদ - ৩ এর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই দরপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে, ব্যর্থতায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত জামানতের টাকাও বাজেয়াপ্ত করা হবে;

০৫। দরপত্রদাতা এক বা একাধিক তফসিলের জন্য দরপত্র দাখিল করিতে পারিবেন। তবে একটি তফসিলভুক্ত আংশিক সম্পত্তির জন্য দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না;

০৬। কম জামানত বা জামানতবিহীন ও শর্তযুক্ত / ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র প্রতীয়মান হলে তা সরাসরি বাতির্ল হবে। অসফল দরদাতার জামানত লিখিত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে ফেরৎ দেয়া হবে;

০৭। সরকারী বিধি অনুযায়ী উৎস কর, ভ্যাট, সম্পত্তি রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ ও ক্রয়কৃত সম্পত্তির ট্যাক্স আলাদাভাবে দরপত্রদাতা কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত, তফসিলভুক্ত সম্পত্তির উপর সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যথা ঃ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, ভূমি উন্নয়ন কর, বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ কর্তৃপক্ষ ইত্যাদিসহ যে কোন পাওনাদারের কোন দাবী বা পাওনা থাকলে তা দরপত্রদাতাকেই বহন করতে হবে;

০৮। দরপত্রে সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিক, অপর্যাপ্ত বা অপ্রতুল প্রতীয়মান হলে, ব্যাংক তা গ্রহণে বাধ্য থাকবে না;

০৯। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যে কোন / সকল দরপত্র বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে; এবং

১০। দরপত্রের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ বিস্তারিত তথ্য অবগত হবার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে (অফিস চলাকালীন সময়ে) যোগাযোগ করতে পারবেন ।

বন্ধকিকৃত সম্পত্তির তফসিল

জেলা- নারায়ণগঞ্জ, থানা ও সাব-রেজিস্ট্রী অফিস- ফতুল্লা, মৌজা- ভুঁইগড়, জেএল নং- সি.এস- ১৪৮, এস.এ- ০৬, আরএস- ০১, খতিয়ান নং- সি.এস- ১৬৪, এস.এ- ২২১, আরএস- ২৪৮, নামজারী- ১৫১৪৯, জোত নং- ১৫১৫৯, দাগ নং- সি.এস ও এস.এ- ১০৪২, আরএস- ১৮৮৪, মোট জমির পরিমাণ- ৩.০০ (তিন) শতাংশ (বাড়ী)। যাহার চৌহদ্দি ঃ উত্তরে- ইমান আলী, দক্ষিণে- মাসুদ মেম্বার, পূর্বে- সায়েদুল সামিন এবং পশ্চিমে- রাস্তা।

আপনার বিশ্বস্ত,
21.10.24
(নাজমুল হুদা)
ম্যানেজার (এসিসট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার)
narayangonj@bdbl.com.bd
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি.
নারায়ণগঞ্জ ব্রাঞ্চ
✆ঃ ০১৩২২-৯০৫২৮৩

দম্পতিদের সন্তান জন্মে উৎসাহ দেওয়া গৌণ কাজ, মুখ্য কাজ হলো শিশুদের জন্য মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা

থাইল্যান্ডে শিশু জন্মদানে উৎসাহিত করার সিদ্ধান্তে *ব্যাংকক পোস্ট*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

বিনা মূল্যের পাঠ্যবই

সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছাবে কি

বাংলাদেশে যখন যে সরকার আসে, তাদের মতো পাঠ্যবই সাজায়। ফলে সেখানে ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছা পূরণ ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার প্রয়াস থাকে, যার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। পাঠ্যবইয়ের শেষ প্রচ্ছদে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও উদ্ধৃতি থাকা এ রকমই একটি উদাহরণমাত্র।

শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও উদ্ধৃতির স্থলে পাঠ্যবইয়ে জুলাই অভ্যুত্থানের গ্রাফিতি বা দেয়ালে আঁকা ছবি থাকবে। অভ্যুত্থানের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া অন্যায় নয়। পাঠের বিষয় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু তার চেয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানো। বছরের ১০ মাস চলে গেছে, বাকি আছে মাত্র দুই মাস।

একজন মুদ্রণকারী *প্রথম আলো*কে বলেছেন, এবার বছরের শুরুতে সব শিক্ষার্থীর হাতে সব বই দেওয়ার বিষয়ে তিনি আশা দেখছেন না। অবশ্য এনসিটিবির কর্মকর্তারা আশা করছেন, পরিমার্জনের কাজ পুরোপুরি শেষ করে এ মাসের মধ্যেই মুদ্রণকারীদের হাতে পাণ্ডুলিপির সিডি দিতে পারবেন।

বর্তমানে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী বছর চতুর্থ, পঞ্চম ও দশম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম চালুর মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক পর্যন্ত সব শ্রেণিতেই তা চালুর কথা ছিল। কিন্তু ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলে নতুন শিক্ষাক্রম কার্যত বাতিল হয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পুরোনো শিক্ষাক্রমের বই হলেও বিষয়বস্তুতে কিছু পরিবর্তন হবে। পুরোনো শিক্ষাক্রমের আলোকে ইতিমধ্যে পাঠ্যবই আছে। প্রসঙ্গত, শিক্ষাক্রম ২০১২ সালের হলেও সর্বশেষ ২০২২ সাল পর্যন্ত এই শিক্ষাক্রমের আলোকে বই দেওয়া হয়েছে। সেগুলোই এখন পরিমার্জন করে ছাপার উপযোগী করা হচ্ছে। এর আগে পাঠ্যবই পরিমার্জন কাজ তদারকির জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সমন্বয় কমিটি গঠন করেছিল সরকার। পরবর্তীকালে মহলবিশেষের আপত্তির মুখে সেই কমিটি বাতিল করা হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়।

এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তা *প্রথম আলো*কে বলেন, পরিমার্জনের মাধ্যমে বেশ কিছু পাঠ্যপুস্তকে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের চেতনার প্রতিফলন থাকছে। তবে যেহেতু এই অভ্যুত্থানের বিষয়টি অতি নিকট ইতিহাস এবং এবার সময়ও কম, তাই লেখা হিসেবে না রেখে কিছু পাঠ্যবইয়ে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের গ্রাফিতি বা দেয়ালে আঁকা ছবি ইত্যাদি বিষয় রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

চলতি বছর সরকার একটি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পাঠ্যবই ছাপার পুরো কাজটি তারা দেশি মুদ্রণপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই করবে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা যেমন বাঁচবে, তেমনি দেশ মুদ্রণপ্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবেও লাভবান হবে। এই সুযোগে কোনো প্রতিষ্ঠান যাতে নিম্নমানের ছাপা বই গছিয়ে দিতে না পারে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সজাগ থাকতে হবে।

এবার বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বছরও দেখা যায়, কর্তৃপক্ষ পাঠ্যবইয়ে ছাপার কার্যাদেশ দিতে অহেতুক দেরি করে। ফলে মুদ্রণপ্রতিষ্ঠানগুলো তাড়াহুড়া করে যে বই ছাপে, তা অত্যন্ত নিম্নমানের। এ ছাড়া পছন্দের প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিয়ে বই ছাপার কাজ করানো হয়। এবার তার পুনরাবৃত্তি হবে না, এটাই প্রত্যাশিত। উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় কার্যাদেশ পেলে মুদ্রণপ্রতিষ্ঠানগুলো ছাপা ও কাগজের মানোন্নয়নের বিষয়ে অধিক যত্নশীল হবে আশা করা যায়।

মহাসড়কে অটোরিকশা

ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কে শৃঙ্খলা ফেরান

মহাসড়কে দুর্ঘটনার বড় একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অবাধে ছোট যানবাহন চলাচল। ছোট যানবাহন বলতে বোঝানো হচ্ছে, সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা, মিশুক, ভ্যান। মহাসড়কে এ ধরনের যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আছে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই মহাসড়কগুলোয় দাবড়ে বেড়াচ্ছে ছোট যানবাহন। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে, তা রোধে পুলিশের যতটা তৎপর হওয়া দরকার, তা দেখা যাচ্ছে না। বিষয়টি হতাশাজনক।

প্রথম আলোর প্রতিবেদনে জানা যাচ্ছে, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অবাধে ছোট যানবাহন চলাচল করায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। যানজটের পাশাপাশি প্রায়ই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে গাজীপুর মহানগর পুলিশের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবহনচালকদের ভাষ্য থেকে জানা যায়, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সড়কটিতে আগে থেকেই চলত তিন চাকার যানবাহন। তবে ২০২২ সালে মহানগর পুলিশ উদ্যোগ নিয়ে সড়কটিতে তিন চাকার যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এক বছর না পেরোতেই গত বছর সেপ্টেম্বরে আবারও সড়কটিতে ধীরে ধীরে তিন চাকার যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মহাসড়কের আবদুল্লাহপুর মোড় থেকে চান্দনা চৌরাস্তা পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার ঘুরে দেখেন *প্রথম আলোর* স্থানীয় প্রতিনিধি। দেখা যায়, সড়কটিতে চলাচল করছে অসংখ্য দূরপাল্লার বাস, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানসহ বিভিন্ন যানবাহন। এর মধ্যেই পাল্লা দিয়ে চলছে অটোরিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা, নছিমন, ভ্যানগাড়িসহ প্যাডেলচালিত রিকশা। এসব যানবাহন একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে কখনো মাঝ সড়ক দিয়ে চলছে। দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাতে কোনোটি আবার উল্টো পথে ছুটছে। মাঝেমধ্যেই দেখা দিচ্ছে যানজট। এই বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে কোথাও পুলিশের ভূমিকা চোখে পড়েনি।

মহাসড়কগুলো ঝুঁকিমুক্ত রাখতে হলে ছোট যানবাহন চলতে দেওয়ার সুযোগ নেই। সেটি নিশ্চিত করতে হবে পুলিশকেই। তবে মহাসড়কে অবাধে ছোট যান চলাচলের ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নানা সময় প্রশ্নের জন্ম দেয়। দায়িত্বে অবহেলার পাশাপাশি অতীতে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে ছোট যান চলাচলের সুযোগ দেওয়ার অভিযোগও পুলিশের বিরুদ্ধে পাওয়া যায়।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিশৃঙ্খলার বিষয়ে গাজীপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ জাহিদুল হাসানের বক্তব্য, 'আমরা এ বিষয়ে সব সময়ই ট্রাফিক বিভাগকে বলি। আমি আবারও ট্রাফিক বিভাগকে বলব, যেন সড়কে এসব তিন চাকার যানবাহন উঠতে না পারে।' আমরা আশা করব, গাজীপুর মহানগর পুলিশসহ ট্রাফিক বিভাগ আরও সক্রিয় হবে।

রাজনীতি

'প্রতিবিপ্লবের' ঝুঁকির মধ্যে কেন এই অস্থিরতা

এ কে এম জাকারিয়া

বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লবের ঝুঁকি থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে কি ৫ আগস্ট বিপ্লব হয়েছে? অনেকে শেখ হাসিনার সরকারের পতনকে 'আগস্ট বিপ্লব' বলেছেন। তবে বিপ্লবের পর সরকার ও রাষ্ট্রে যে ধরনের বদল দেখা যায়, এখানে তা ঘটেনি। সেদিক থেকে দেখলে এই পরিবর্তনকে 'বিপ্লব' বলা কঠিন। তা ছাড়া শেখ হাসিনার পতনের পর যে সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, সেটিও 'বিপ্লবী সরকার' নয়। এই পরিবর্তন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান হিসেবেই বেশি পরিচিতি পেয়েছে।

তবে এই গণ-অভ্যুত্থান শুধু একটি ফ্যাসিবাদী সরকারকেই ক্ষমতা থেকে সরায়নি, জনগণের অনেক চাওয়াকেও সামনে নিয়ে এসেছে। বলা যায় 'রাষ্ট্র সংস্কার' এখন একটি সর্বজনীন দাবিতে পরিণত হয়েছে। 'বিপ্লব' না বললেও ছাত্র-জনতার এই অভ্যুত্থানের যে অনেক বিপ্লবী চাওয়া রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ৫ আগস্ট দেশে বিপ্লব বা গণ-অভ্যুত্থান যা-ই ঘটুক, সেই পরিবর্তনকে উল্টে দেওয়ার যেকোনো চেষ্টা বা ষড়যন্ত্রকে আমরা 'প্রতিবিপ্লব' বলতেই পারি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিবিপ্লব কারা করতে পারে? প্রথমত, পতিত রাজনৈতিক শক্তি। এর বাইরেও কিছু শক্তি থাকতে পারে, যারা বিপ্লব-পরবর্তী একটি নিয়ন্ত্রণহীন পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারে। রাজনৈতিকসহ নানা ইস্যুতে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে নিজেরা ক্ষমতা দখলের পথ তৈরি করতে পারে। গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ এখন এই দুই দিক থেকেই ঝুঁকির মুখে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বিশেষ করে কয়েক দিন ধরে দেশের রাজনীতি যে ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাতে এই ধারণা জোরদার হচ্ছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান সফল হয়েছে অনেক জীবনের মূল্যে, আহত হাজার হাজার মানুষকে এখনো এক বিভীষিকাময় সময় পার করতে হচ্ছে। এমন আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান অনেক প্রত্যাশার জন্ম দেয়। দ্রুত ফল পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও তৈরি হয়। অথচ একটি রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থান বা এর পরের বাস্তবতা সামাল দেওয়াই এমন পরিস্থিতিতে এক কঠিন কাজ। এখন এর সঙ্গে যদি বাড়তি আশা ও দ্রুত ফল পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হয়, তখন হতাশার পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার সম্ভবত এখন তেমনই একটি সময় পার করছে। গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লব-পরবর্তী এমন পরিস্থিতিকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায় পতিত শক্তি। প্রতিবিপ্লবের সুযোগ নেওয়ার জন্য এটাই হচ্ছে সবচেয়ে উর্বর সময়।

গণ-অভ্যুত্থানের আড়াই মাস পার হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে ছাত্রদের কঠোর অবস্থান নিতে দেখা গেল

'সরকার কি তাহলে প্রতিবিপ্লবের মুখোমুখি?' এই শিরোনামে ১৬ অক্টোবর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে *মানবজমিন* পত্রিকায়। পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে আলাপের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি লিখেছেন।

সরকার 'প্রতিবিপ্লবের' কোনো ঝুঁকিতে আছে কি না, তা নিয়ে ড. ইউনূসকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি। ড. ইউনূস বলেছেন, 'এটা নতুন কোনো খবর নয়। আমরা সবাই জানি এবং দেখছি। নানাভাবে সরকারকে দুর্বল করার চেষ্টা হচ্ছে। চোখ-কান খোলা রেখেছি, যা ব্যবস্থা নেওয়ার, নিচ্ছি।' বিপ্লবের পর প্রতিবিপ্লব কি তাহলে অবশ্যম্ভাবী? ইউনূসের জবাব 'ইতিহাস তো তাই বলে। আমরা আমাদের কাজ করছি। কিছু ভুলত্রুটি তো আছেই।'

বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব নিয়ে আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী সি রিট মিলের একটি উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। তিনি বলেছেন, প্রতিবিপ্লব প্রমাণ করে যে বিপ্লব দরকারি হয়ে পড়েছিল এবং সমাজে যে আসলেই বিপ্লব ঘটেছে, তা-ও নিশ্চিত করে। এখন ৫ আগস্টের পর প্রতিবিপ্লবের যে ঝুঁকির কথা শোনা যাচ্ছে, তাতে আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে দেশে সত্যিই বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং এই পরিবর্তন জরুরি ছিল।

বাংলাদেশ এখন ৫ আগস্টের পরিবর্তন-পরবর্তী প্রতিবিপ্লবের ঝুঁকির পর্ব পার করছে। কিন্তু এই বিপদের মধ্যে এখন যুক্ত হয়েছে গণ-অভ্যুত্থান বা বিপ্লব-পরবর্তী বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা। পরিস্থিতি এখন বেশ জটিল রূপ নিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। কোনো একক দল বা কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি সামনে রেখে ৫ আগস্টের পরিবর্তন ঘটেনি। ছাত্রদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে দেশের নানা রাজনৈতিক আদর্শের দল ও মত-পথের মানুষ এক হয়েছিল স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পেতে। সেই লক্ষ্য অর্জনের পর রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলো এখন নিজেদের লক্ষ্য পূরণে মনোযোগী হয়েছে। এর জন্য সবারই রয়েছে নিজ নিজ কৌশল, মত ও পথ। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রতিবিপ্লবের ঝুঁকি প্রতিরোধে রাজনৈতিক দল ও শক্তির মধ্যে যে ঐক্য দরকার, সেখানে ফাটল দেখা যাচ্ছে। অথবা এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে কোনো একটি গোষ্ঠী বিভক্তি তৈরি করে প্রতিবিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা করছে।

দেখা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগের আমলের রাষ্ট্রপতিকে রাখা না বিদায় করা, সংবিধানের পথে থাকা বা না থাকা, অন্তর্বর্তী সরকারের গঠনপ্রক্রিয়া ভুল না শুদ্ধ—এসব নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে বা তোলা হচ্ছে। এসব কারণে গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষে থাকা রাজনৈতিক দল, ছাত্রনেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী, ভাবুক, জনপ্রভাব আছে এমন ইউটিউবার বা সাধারণ মানুষ—অনেকেই বিভ্রান্ত ও বিভক্ত। ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর সাংবিধানিক পথে যাত্রা ভুল হয়েছে, এমন দাবি ও আলোচনার জবাব দিতে হচ্ছে সরকারের আইন উপদেষ্টাকে, 'যদি সাংবিধানিক পথে যাত্রা ভুল হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আন্দোলনে থাকা সবার ভুল।' তিনি আরও প্রশ্ন তুলেছেন, কেউ তো তখন বলেনি যে আমরা কেন শপথ নেব, সাংবিধানিক পথে যাব, চলেন, বিপ্লবী সরকার গঠন করি।' একটি সফল গণ-অভ্যুত্থানের পর যেখানে সামনে তাকানো দরকার, সেখানে শুরু হয়েছে কে কোন ভুল করেছে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন হঠাৎ করে ২২ অক্টোবর পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরে সরকারের প্রতি সময়সীমা বেঁধে দেয়। অথচ অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও তারা সরকারের অংশ। তাদের একটি দাবি অর্থাৎ ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ করার বিষয়টি এরই মধ্যে কার্যকর হয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার দাবিটি নিয়ে রাজনীতি এখন বেশ সরগরম রয়েছে। এ ব্যাপারে বিএনপির অনাগ্রহের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পর এখন তারা এ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে।

ছাত্রদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হচ্ছে, 'অভ্যুত্থান ও জুলাই বিপ্লবের চেতনার আলোকে প্রক্লেমেশন অব রিপাবলিক' ঘোষণা করা। এই দাবি অস্পষ্ট। এখানে আরও একটি মনোযোগের বিষয় হচ্ছে 'জুলাই বিপ্লব' শব্দবন্ধের ব্যবহার। অন্যদিকে আদালতে দুটি রিট করে পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন নেতা। এগুলো অস্থিরতার লক্ষণ।

গণ-অভ্যুত্থান সংগঠনের আড়াই মাস পার হওয়ার পর নতুন করে কেন পুরোনো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, ছাত্ররা হঠাৎ কেন কঠোর অবস্থানের দিকে গেল বা এই অস্থিরতার কারণ কী, এই প্রশ্ন এখন অনেকের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

ইতিহাসে যেসব বড় পরিবর্তন বা বিপ্লব সফল হয়েছে, সবগুলোকেই প্রতিবিপ্লবের চাপ সহ্য করতে হয়েছে। প্রতিবিপ্লবের ঢেউ সামলাতে দীর্ঘ সময় লাগার নজিরও রয়েছে। আমেরিকান মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদ হারবার্ট আপথেকার মনে করেন, প্রতিবিপ্লব প্রতিহিংসামূলক এবং তা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। আর তা সব সময়ই ষড়যন্ত্রমূলক। বাংলাদেশের ৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান বা পরিবর্তনকে পাল্টে দেওয়ার যেকোনো চেষ্টাও একই সঙ্গে ষড়যন্ত্রমূলক ও প্রতিহিংসামূলক হতে বাধ্য। এবং নিশ্চিতভাবেই তা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যাবে।

গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষের রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক সব শক্তি ও জনগণকে এই বাস্তবতা মাথায় রাখতে হবে। ছাত্রসমাজ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সশস্ত্র বাহিনী—গণ-অভ্যুত্থান সফলকারী এই তিন পক্ষ ও অন্তর্বর্তী সরকারকে ন্যূনতম কিছু ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধ ও একই ধারায় থাকতে হবে। এই চার পক্ষের মধ্যে কোনো বিভক্তি ও বিভ্রান্তি প্রতিবিপ্লবের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেবে। পতিত ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক শক্তি বা অশুভ কোনো পক্ষ এর সুযোগ নিতে পারে।

● **এ কে এম জাকারিয়া** *প্রথম আলোর* উপসম্পাদক
akmzakaria@gmail.com

ঢাকার প্রকৃতি

উদ্ভিদনৈরাজ্য নয়, পরিকল্পিত বৃক্ষায়ণ চাই

মোকারম হোসেন

রাজধানী শহর হিসেবে ঢাকা একটি পরিকল্পিত পুষ্প-বৃক্ষের শহর হবে। তাতে ছয় ঋতুর মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা থাকবে। এই প্রত্যাশা আমাদের দীর্ঘদিনের। অনেকটা দেরিতে হলেও পরিকল্পনা করেই কাজটি শুরু করেছিলেন উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আনিসুল হক। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে কাজটি হঠাৎ করেই থেমে যায়। তবু আমরা আশা হারাই না। সংবাদমাধ্যমে লিখে, বলে সিটি করপোরেশনের কাছে আমাদের প্রত্যাশা জিইয়ে রাখি। ২০২৩ সালে অনেকটা আকস্মিকভাবেই উত্তর সিটি করপোরেশন বিভিন্ন সড়কে বৃক্ষরোপণ শুরু করল। কিছুদিন পর কয়েকটি সড়কে গভীরভাবে মনোনিবেশ করে রীতিমতো বিপন্ন বোধ করি! নিশ্চিত হই যে এমন একটি বিশেষায়িত কাজের সঙ্গে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কেউ জড়িত নেই।

এই বৃক্ষরোপণ এতটাই বিশৃঙ্খল, বিক্ষিপ্ত ও অপরিকল্পিত যে এক সময় এসব উদ্ভিদ নগরবাসীর জন্য আশীর্বাদ না হয়ে বরং অভিশাপ হয়ে উঠবে। কারণ, বৃক্ষরোপণে এখানে বিশেষায়িত কোনো জ্ঞান কাজে লাগানো হয়নি। বড় গাছের সঙ্গে লাগানো হয়েছে মাঝারি বা ছোট গাছ, কোথাও কোথাও গুল্ম। প্রজাতি নির্বাচনে ছয় ঋতুর কোনো বিন্যাস নেই। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদবৈচিত্র্যসম্পন্ন একটি দেশে এমনটা না থাকা রীতিমতো অপরাধ। প্রধান সড়কগুলোয় প্রজাতিগত ইউনিফর্ম রাখা হয়নি। পলাশের সঙ্গে কাঠবাদাম, ছাতিমের পাশে বকুল, টগরের পাশে শিমুল—এমনই বেহাল করা হয়েছে সড়কগুলোয়। একটি ছাতিমগাছ কতটা উঁচু ও চওড়া হতে পারে, সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তাদের? সরু ফুটপাতে হাজার হাজার ছাতিম আর কাঠবাদাম লাগানো হয়েছে। অধিকাংশ গাছের ওপরেই বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন। ডালগুলো ইতিমধ্যে সড়কের ওপর চলে এসেছে। তাতে গাড়ি চলাচল কি স্বাভাবিক থাকবে? আবার কোথাও কোথাও না বুঝেই লাগানো হয়েছে রসকাউগাছ। এটা নাকি ফলের গাছ! বোঝা গেল, কাউফল আর রসকাউ নিয়ে মহা তালগোল পাকিয়েছেন তাঁরা! কত বড় সব পণ্ডিত!

বিক্ষিপ্ত মনে প্রশ্ন জাগল, কারা এই আজগুবি বৃক্ষায়ণের মহাপরিকল্পক! আবার বাস্তবায়নই বা করছে কারা? নিজ তাগিদে বিষয়টি অনুসন্ধান করি। একপর্যায়ে উত্তর সিটি করপোরেশনের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানালেন, কাজটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বৃক্ষরোপণ-সংক্রান্ত একটি হ্যান্ডবুকের আলোকে। জোগাড় করা হলো সেই হ্যান্ডবুক। হ্যান্ডবুকটি পড়ে খুবই অসহায় বোধ করি। আহা, মস্তিষ্কে কতটা পচন ধরলে একটি রাজধানী শহরের ভাগ্যে এমন অপেশাদার ফালতু একটি নির্দেশিকা জোটে? যার কোনো মাথামুণ্ডু বোঝার উপায় নেই। হ্যান্ডবুকটিতে কয়েকজন পরামর্শকের নাম এবং ছবি আছে। এমন একটি বৃহৎ কর্মপরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁরা কতটা উপযুক্ত, কাজের ধরন দেখে সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। তা ছাড়া এ ধরনের কর্মযজ্ঞে আরও বিষয়-বিশেষজ্ঞ সম্পৃক্ত থাকা সমীচীন ছিল। নেই কোনো বন্য প্রাণিবিশেষজ্ঞও। কারণ, এটা একক কোনো কাজ নয়, বিষয়-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কেবল এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল অর্জিত হতে পারে। যার কোনো বিকল্পই নেই। এমন একটি বিশেষায়িত কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে রীতিমতো টিমওয়ার্ক প্রয়োজন। এই

অবিলম্বে এই নৈরাজ্যমূলক, অপরিকল্পিত ও লোকদেখানো বৃক্ষায়ণ বন্ধ করা উচিত। পাশাপাশি জরুরি ভিত্তিতে রাজধানীসহ সারা দেশে বৃক্ষায়ণের জন্য একটি সুচিন্তিত বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত, যা আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে

বৃক্ষায়ণের ক্ষেত্রে যার ছিটেফোঁটাও লক্ষ করা যায়নি।

এই হ্যান্ডবুকটিকে ইতিহাসের খারাপতম একটি নির্দেশিকাপত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যার পাতায় পাতায় রয়েছে নানান ভুল ও অসংগতি। একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই গোটা প্রক্রিয়াকে অপেশাদার ও অবৈজ্ঞানিক মনে হবে। তা ছাড়া পুস্তিকা প্রণয়নের আগে মাঠপর্যায়ে এলাকাভিত্তিক কোনো জরিপ করা হয়নি। ছয় ঋতুর বিন্যাস কীভাবে হবে, সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। গাছ রোপণের ক্ষেত্রে ক্যানপি, বিস্তৃতি, পরিমাপ ইত্যাদি হিসাব করা হয়নি। গাছ নির্বাচনেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড় ধরনের অসংগতি লক্ষ করা যায়। যেমন রসকাউ আর কাউফল এক নয়। তুলসী, গাঁদা, নয়নতারা, কালোমেঘ বর্ষজীবী বীরুৎ—এ গাছগুলো প্রতিবছরই নতুন করে লাগাতে হবে। পুত্রঞ্জীব সড়ক বিভাজকের জন্য মোটেও আদর্শ নয়।

বিদেশি বৃক্ষ অ্যাকাশিয়া বা সোনাঝুরি কোনোভাবেই নগর বৃক্ষায়ণের জন্য বিবেচিত হতে পারে না। এই ফুলের পরাগরেণু অ্যাজমা রোগীদের শ্বাসকষ্ট বাড়ায়। সাদা গজারি মানে কী গাছ? কোথায় পাওয়া যাবে এই গাছের চারা? কেন এই গাছ নগরে লাগানো প্রয়োজন? গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, ২০২৩ সালের শুরুতে ডিএনসিসির ১৯তম বোর্ড সভা বৃক্ষরোপণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি চুক্তি অনুমোদন করে। ওই চুক্তির আওতায় উত্তর সিটিতে সবুজায়ন এবং পরিবেশ উন্নয়নে নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে প্রতিষ্ঠানটি। পরে সবুজায়ন-সংক্রান্ত আরও একটি প্রকল্প দেওয়া হয় শক্তি প্রতিষ্ঠানটিকে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী পরিচালক সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলামের আত্মীয়। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত আছেন তাঁর আরও ঘনিষ্ঠ কয়েকজন আত্মীয়। যাকে রীতিমতো সংঘবদ্ধ পারিবারিক দুর্নীতি বলা যেতে পারে! সবুজায়নের নামে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ এমনভাবে লোপাট করে নাগরিকদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করা যায়?

একটি রাজধানী শহরে এমন বাস্তবতাবিবর্জিত, প্রহসনমূলক ও লুটপাটসর্বস্ব বৃক্ষায়ণের নেপথ্য কুশীলবদের নাম এখন সবারই জানা। তাঁদের অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনা দরকার। শাস্তিটা এমন হওয়া উচিত, যা ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। অবিলম্বে এই নৈরাজ্যমূলক, অপরিকল্পিত ও লোকদেখানো বৃক্ষায়ণ বন্ধ করা উচিত। পাশাপাশি জরুরি ভিত্তিতে রাজধানীসহ সারা দেশে বৃক্ষায়ণের জন্য একটি সুচিন্তিত বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত, যা আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।

● **মোকারম হোসেন** উদ্ভিদ, প্রকৃতি ও পরিবেশবিষয়ক লেখক। সাধারণ সম্পাদক, তরুপল্লব
tarupallab@gmail.com

চিঠিপত্র

শিক্ষক নিবন্ধন

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক পঞ্চম গণবিজ্ঞপ্তিতে গত ২১ আগস্ট চূড়ান্তভাবে সুপারিশ পেয়েও যোগদান করতে পারিনি আমরা দেড় শতাধিক শিক্ষক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের ভুল চাহিদা, প্যাটার্ন জটিলতাসহ বিভিন্ন কারণে আমরা যোগদানবঞ্চিত হই। আমরা কর্তৃপক্ষকে বিষয়গুলো লিখিতভাবে জানাই। তারা আমাদের পুনরায় সুপারিশের কথা থাকলেও দুই মাস পার হওয়ার পরও তা করা হয়নি। কথা ছিল ১৮তম ভাইভার আগেই আমাদের পুনরায় সুপারিশ করা হবে। এদিকে ১৮তম নিবন্ধনের ভাইভা শুরু হওয়ার কথা ২৭ অক্টোবর থেকে।

আমরা স্কুল বা কলেজে শিক্ষক হিসেবে সুপারিশ পেয়ে যোগদান করতে না পেরে সমাজের সবার কাছে হাসির পাত্র হয়ে গেছি। বর্তমানে নিদারুণ লজ্জা ও কষ্টে আমাদের দিন কাটছে। এনটিআরসিএকে দ্রুত সময়ে আমাদের পুনরায় সুপারিশের অনুরোধ জানাচ্ছি।

সাকু মন্ডল প্রভাষক,
পঞ্চম গণবিজ্ঞপ্তিতে সুপারিশপ্রাপ্ত

ভূমি অফিস

ঠাকুরগাঁও জেলা সদরের মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসে সেবাপ্রার্থীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। সরকার ভোগান্তি কমাতে নানা উদ্যোগ নিলেও ইউনিয়ন পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত ভূমিসেবা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। জমির দলিল ও বিআরএস থাকার পরও বিভিন্ন অজুহাতে সেবাপ্রত্যাশীরা দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিগত সরকারের প্রভাবশালীদের মদদে সাধারণ মানুষের কাজ বছরের পর বছর বন্ধ ছিল। ফলে জমিসংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে আদালতে যেতে হয়েছে ভুক্তভোগীদের। আশা করি, কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

সৈয়দ আশিকুজ্জামান আশিক
গবেষণা সহকারী, সিআরআইডি

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

আরব আমেরিকানদের কাছে যা ট্রাম্প, তা-ই কমলা

অ্যান্ড্রু মিত্রোভিকা

বলা হচ্ছে, বিশ্ব আজ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মুখোমুখি হয়েছে, যা বিগত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনগুলোর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফি বছর এই নির্বাচনের গুরুত্বকে এভাবে অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরার প্রবণতা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়।

যাঁরা মার্কিন ইতিহাসের সামান্যতমও বুঝতে পারেন, তাঁরা জানেন, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সব সময় দুটি বিপরীত ধারার মধ্যকার একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে তুলে ধরা হয়। যেমন অতীত বনাম ভবিষ্যৎ, সমৃদ্ধি বনাম অবক্ষয়, শান্তি বনাম যুদ্ধ। আর বর্তমানে এই নির্বাচন গণতন্ত্র বনাম কর্তৃত্ববাদের লড়াই হিসেবে চিত্রিত হচ্ছে।

আসলে এটি একটি মিথ বা ভুল ধারণা যে আমেরিকান ভোটারদের হাতে সত্যিকারের বিকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে। কারণ, দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানকে বাইরে থেকে আলাদা ধারার মনে হলেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ করে যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়ে তাদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য নেই। মূলত তারা একে অপরের সহচর এবং অভিন্ন নীতির অনুসারী।

যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকা শতকোটিপতি অভিজাতরা জানেন যে 'গণতন্ত্র' আসলে একটি মধুর বিভ্রম। এই বিভ্রম সাধারণ মানুষকে এটি বিশ্বাস করানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে পার্টি ১ ও পার্টি ১-এ (ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান) একে অপরের থেকে আলাদা। এই দ্বিধা, বিশেষ করে আরব ও মুসলিম আমেরিকান ভোটারদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, বর্তমান সময়ের প্রধান ইস্যু—গাজা ও দখলকৃত পশ্চিম তীরে সংঘটিত গণহত্যার ক্ষেত্রে পার্টি ১ ও পার্টি ১-এ-এর নেতারা একই অবস্থান নিয়েছেন এবং এ ঘটনার পক্ষে উভয় শিবিরই সমর্থন দিয়ে আসছে। তাই প্রশ্ন থেকে যায়, আসলেই কাকে ভোট দেবেন? নাকি আদৌ ভোট দেওয়া উচিত?

মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিসের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। উভয়ে একই অবস্থান নিয়েছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে তাঁদের সমর্থিত নেতা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য তাঁরা সমানভাবে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁরা দুজনই বোমাবর্ষণ, ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করা, চিকিৎসার সুযোগ না দেওয়া, রোগের বিস্তার ঘটানো, জোরপূর্বক স্থানান্তর ইত্যাদিসহ সেই সব ভয়ংকর নীতির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, ফলে গাজায় ৪৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এসব নিহত মানুষের একটা বড় অংশই নারী ও শিশু।

শুধু কৌশলগতভাবে নয়, বরং আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় গাজা ও পশ্চিম তীরে একটি বর্ণবাদী রাষ্ট্র দ্বারা সংঘটিত এসব অপরাধ বর্ণনা করতে ট্রাম্প ও হ্যারিস উভয়েই 'গণহত্যা' শব্দটি ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। উভয় রাজনৈতিক দল ইসরায়েলের প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থন দিচ্ছে এবং যাঁরা এ অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, তাঁদের সন্ত্রাসবাদের সমর্থক বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

মিডিয়া ও ডেমোক্র্যাটরা নিজেদের মধ্যে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেও, আরব ও মুসলিম ভোটারদের ক্ষোভ তাদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। এতে আসন্ন নির্বাচনে ট্রাম্পের সমর্থন বাড়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এটি ডেমোক্র্যাটদের জন্য উদ্বেগের কারণ।

আরব ও মুসলিম আমেরিকানদের ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জারি রাখতে হবে। ছবি : রয়টার্স

কিছু রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক দাবি করছেন, যদি আরব ও মুসলিম ভোটাররা ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীর বিপক্ষে 'প্রতিবাদী ভোট' দেন, তাহলে তাঁরা এমন এক শাসককে ক্ষমতায় আনতে সহায়তা করবেন, যিনি মুসলিম নিষেধাজ্ঞার জন্য কুখ্যাত। এটি মুসলমান ভোটারদের একধরনের মানসিক চাপ প্রয়োগের কৌশল। আরব ও মুসলিম আমেরিকানদের দীর্ঘদিন ধরে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে। তাঁদের বিদেশি ও অবিশ্বাস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই ভ্রান্ত ধারণা থেকেই তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এ কারণে এই নির্বাচনী প্রচারাভিযানকে মার্কিন রাজনীতির অন্ধকারময় দিক বলা যেতে পারে। এ অবস্থায় আরব ও মুসলিম আমেরিকানদের যদি মার্কিন রাজনীতিতে সত্যিকার অর্থে দৃশ্যমান হতে হয়, তাহলে এই মুহূর্তে তাঁদের সম্মানের সঙ্গে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে। এটি হবে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সহমর্মিতা ও সমর্থনের প্রতীক এবং একই সঙ্গে নিজেদের আত্মমর্যাদার প্রকাশ।

● **অ্যান্ড্রু মিত্রোভিকা** আল-জাজিরার টরন্টোভিত্তিক কলাম লেখক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন

উদ্ভিদের জীবনে সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

অধ্যায় ২

 # এক কথায় প্রকাশ

প্রশ্ন : বাংলা ভাষার রূপবৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করলে কয়টি রূপ দেখা যায়?
উত্তর : দুটি, যথা— ১. মৌলিক, ২. লিখিত।
প্রশ্ন : লিখিত বাংলা ভাষার কয়টি রীতি ও কী কী?
উত্তর : দুটি, যথা ১. প্রমিত রীতি, ২. সাধু রীতি।
প্রশ্ন : অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত ভাষাকে কী বলা হয়?
উত্তর : আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা।
প্রশ্ন : শিক্ষিত বাঙালি সমাজে সর্বজন মান্য যে মুখের ভাষা প্রচলিত রয়েছে, তাকে আমরা কী বলি?
উত্তর : প্রমিত বাংলা।
প্রশ্ন : প্রমিত ভাষার কয়টি রূপ আছে ও কী কী?
উত্তর : দুটি. যথা— ১. কথ্য প্রমিত ও ২. লেখ্য প্রমিত।
প্রশ্ন : বাংলাদেশের উপভাষাগুলো প্রধানত কয়টি ভাগে বিভক্ত?
উত্তর : চারটি।
প্রশ্ন : 'মুক্তো' শব্দটির লেখ্য প্রমিতরূপ কোনটি?
উত্তর : মুক্তা।
প্রশ্ন : আদ্য অ-এর পরে ই বা উ ধ্বনি থাকলে, সেই অ-এর উচ্চারণ কেমন হয়?
উত্তর : সংবৃত বা ও-এর মতো হয়।
প্রশ্ন : 'প্রিয়' শব্দের উচ্চারণ কী?
উত্তর : প্রিয়ো।
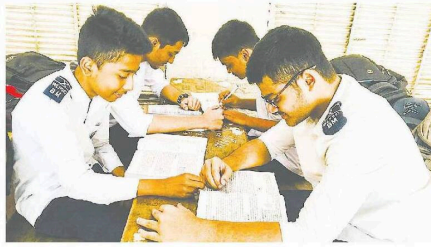
প্রশ্ন : 'বেঙ্গমা' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর : ব্যাঙ্গোমা।
প্রশ্ন : আদ্য এ-এর পরে অ বা আ-কার থাকলে সেই এ সাধারণত কীরূপে উচ্চারিত হয়?
উত্তর : অ্যা-রূপে।
প্রশ্ন : 'সবিনয়' শব্দটির উচ্চারণ কেমন হবে?
উত্তর : শবিনয়।
প্রশ্ন : 'দক্ষতা' শব্দটির উচ্চারণ কী?
উত্তর : দোক্‌খোতা।
প্রশ্ন : ই-কারযুক্ত ধাতু প্রাতিপাদিকের সঙ্গে আ প্রত্যয় যুক্ত হলে সেই এ-এর উচ্চারণ কেমন থাকে?
উত্তর : অবিকৃত থাকে।
প্রশ্ন : বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?
উত্তর : ৩৯টি।
প্রশ্ন : বাংলায় ব্যঞ্জন পর্যায়ে স্বতন্ত্র ধ্বনিমূল হিসেবে উচ্চারিত হয় কয়টি?
উত্তর : ৩০টি।
প্রশ্ন : ম-ফলা যুক্ত কতিপয় সংস্কৃত শব্দ রয়েছে, যার বানান ও উচ্চারণ কোন নিয়মে হয়ে থাকে?
উত্তর : সংস্কৃত নিয়মে।
প্রশ্ন : য-এর উচ্চারণ সব সময়ই কোন ধ্বনি?
উত্তর : তালব্য।
প্রশ্ন : 'প্লাবন' শব্দের উচ্চারণ কী?
উত্তর : প্লাবোন্‌।
প্রশ্ন : 'শ্মশান' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কী হবে?
উত্তর : শঁশান্‌।

ডিজিটাল প্রযুক্তি
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩, সেশন ১

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে এখন নাগরিক সেবা পাওয়া আগের সময়ের চেয়ে কেমন?
ক. অনেক সহজ খ. সহজ
গ. অনেক কঠিন ঘ. কঠিন

২. প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে আগের চেয়ে কোন ধরনের সেবা পাওয়া সহজ?
ক. অ্যানালগ সেবা
খ. নাগরিক সেবা
গ. ডিজিটাল সেবা
ঘ. নেটিজেন সেবা

৩. কোন প্রযুক্তির মাধ্যমে যেকোনো নাগরিক সেবা দেওয়া হচ্ছে?
ক. অ্যানালগ খ. ডিজিটাল
গ. ইন্টারনেট ঘ. আপলোড

৪. অনলাইনে অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন করে সঙ্গে সঙ্গে কী করা যায়?
ক. প্রিন্ট খ. সংরক্ষণ
গ. আপলোড ঘ. ডাউনলোড

৫. ওয়েবসাইটে সেবা পেতে গেলে মোবাইল বা অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কী করতে হয়?

ক. ২% সার্ভিস চার্জ দিতে হয়
খ. ৪% সার্ভিস চার্জ দিতে হয়
গ. সার্ভিস চার্জ দিতে হয় না
ঘ. সার্ভিস চার্জ দিতে হয়

৬. জাতীয় পরিচয়পত্রের ভুল সংশোধন কী ধরনের সেবা?
ক. অ্যানালগ সেবা
খ. ডিজিটাল সেবা
গ. নাগরিক সেবা
ঘ. জাতীয় সেবা

৭. নাগরিক সেবার ডিজিটাল মাধ্যম কোনটি?
ক. ছবি তোলা
খ. ফরম পূরণ
গ. ভুল সংশোধন
ঘ. নির্ধারিত কেন্দ্রে যাওয়া

৮. কোনটি নাগরিক সেবার ডিজিটাল মাধ্যম?
ক. ডাউনলোড খ. ছবি তোলা
গ. মেসেজ
ঘ. ওপরের সব কটি

৯. কোনটি নাগরিক সেবার নন-ডিজিটাল মাধ্যম?
ক. তথ্য সংগ্রহ খ. ছবি তোলা
গ. ই-পাসপোর্ট ঘ. পরিচয়পত্র পাওয়া

সঠিক উত্তর
সেশন ১ : ১. ক ২. খ ৩. খ ৪. ঘ ৫. ঘ ৬. গ ৭. ক ৮. ঘ ৯. ক

ক্যাডেটে ভর্তির প্রস্তুতি-১১

ইংরেজি

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

1. Name the parts of speech of the underlined words
a. Let me go now.
b. Alas! I am undone.
c. The servant rushed into downstairs.
d. Runa has sat between Ripa and Lima.
e. This car is desirable to all.

Answers
a. Verb b. Interjection
c. Noun d. Preposition e. Adjective

2. Fill in the blanks with the words from the list.
Essential, practices, the society, Mind, sound, regularly, Free, well, wealth, proper, happy, hygiene.

As health is (a) ___, we should be eager to keep good health. Good health means (b) ___ from disease and anxiety. It needs (c) ___ functioning of all organs. It cares about both body and (d) ___. Sound body cannot be achieved without (e) ___ mind. Healthy people are active, cheerful and (f) ___. Healthy people are good for both themselves and (g) ___. In keeping good health (h) ___ plays a vital role. Hygiene means the (i) ___ of the rules of good health. Proper food, exercise, rest, cleanliness and Medicare are (j) ___ for good health.

Answers
a. wealth b. free c. well d. mind
e. sound f. happy g. the society
h. hygiene i. practices j. essential.

3. Use the right form of the verbs.
a. You ever (be) to Dhaka?
b. I (to see) you long ago.
c. He talks as if he (to be) the leader.
d. Everybody (to love) flowers.
e. The picture was (to hang) on the wall.

Answers
a. Have you ever been to Dhaka?
b. I saw you long ago.
c. He talks as if he were the leader.
d. Everybody loves flowers.
e. The picture was hung on the wall.

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৩ ও ৯

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩. একটি স্প্রিংকে লম্বা করার জন্য কোন প্রকারের বল প্রয়োগ করা হয়?
ক. মহাকর্ষ বল খ. চাপ বল
গ. টান বল ঘ. মাধ্যাকর্ষণ বল

২৪. মাধ্যাকর্ষণ বল কী?
ক. বস্তুর প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণ বল
খ. বস্তুর প্রতি বস্তুর আকর্ষণ বল
গ. বস্তুর প্রতি পৃথিবীর বিকর্ষণ বল
ঘ. বস্তুর প্রতি বস্তুর বিকর্ষণ বল

২৫. চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানোর পর চিরুনি কাগজের টুকরাকে কী করে?
ক. আকর্ষণ করে খ. বিকর্ষণ করে
গ. কোনো প্রভাব নেই
ঘ. কোনোটিই নয়

২৬. প্রকৃতিতে নিখুঁত পরিমাণ বল প্রয়োগের উদাহরণ কোনটি?
ক. বৈদ্যুতিক বল খ. মাধ্যাকর্ষণ বল
গ. চুম্বকীয় বল ঘ. চাপ বল

২৭. বস্তুর ওজন আসলে কোন বলের প্রভাবে হয়?

ক. মাধ্যাকর্ষণ বল খ. বৈদ্যুতিক বল
গ. চুম্বকীয় বল ঘ. চাপ বল

২৮. বিজ্ঞানের ভাষায় 'বল' হচ্ছে—
i. বস্তুর আকার পরিবর্তন করতে পারে
ii. বস্তুর ত্বরণ সৃষ্টি করতে পারে
iii. বস্তুর গতি পরিবর্তনের কারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯. ঘর্ষণ বল কীভাবে কাজ করে?
ক. বলের দিকে কাজ করে
খ. বলের বিপরীতে কাজ করে
গ. তলে বস্তুর গতি বৃদ্ধি করে
ঘ. দুটির বস্তুর স্পর্শ ছাড়াই কাজ করে

৩০. একটি কাঠের টুকরা যখন টেবিলের ওপর রাখি এবং ঠেলে দিই, তখন কাঠের টুকরার গতির বিপরীতে কী ধরনের বল কাজ করে?
ক. মহাকর্ষ বল খ. চৌম্বক বল
গ. ঘর্ষণ বল ঘ. বৈদ্যুতিক বল

৩১. ঘর্ষণ বল কমানোর জন্য কোন পদার্থ ব্যবহার করা হয়?
ক. পানি খ. মবিল
গ. লবণ ঘ. মাটি

৩২. চাকা ব্যবহার করার মাধ্যমে ঘর্ষণ কীভাবে কমানো হয়?
ক. স্পর্শ তল কমিয়ে
খ. স্পর্শ তল বাড়িয়ে
গ. তলের সঙ্গে কোনো সংস্পর্শ না করিয়ে
ঘ. ঘর্ষণ বল কমে না

৩৩. বল-বিয়ারিং ব্যবহার করে কোনটি কমানো হয়?
ক. মহাকর্ষ বল খ. ঘর্ষণ বল
গ. মাধ্যাকর্ষণ বল ঘ. চৌম্বক বল

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ২৩. গ ২৪. ক ২৫. ক ২৬. খ ২৭. ক ২৮. ঘ ২৯. খ ৩০. গ ৩১. খ ৩২. ক ৩৩. খ

নোটিশ বোর্ড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে আবেদন ৪ নভেম্বর থেকে

■ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে ৪ নভেম্বর থেকে।
অনলাইনের মাধ্যমে ৪/১১/২০২৪ থেকে ২৫/১১/২০২৪ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : https://admission.cis.du.ac.bd

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্-এমএড ও এমএড প্রোগ্রামে ভর্তি

■ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রাক্-এমএড ও এমএড প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
প্রাক্-প্রফেশনাল মাস্টার অব এডুকেশন (প্রাক্-এমএড)
মেয়াদ-১ সেমিস্টার (৬ মাস)।
যাঁদের বিএড বা সমমানের ডিগ্রি নেই, তাঁরা পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক এই কার্যক্রমে আবেদন করতে পারবেন। এই কার্যক্রমের সফল সমাপনের পরে প্রফেশনাল মাস্টার অব এডুকেশনের মূল কার্যক্রমে সরাসরি ভর্তি হওয়া যাবে।
প্রফেশনাল মাস্টার অব এডুকেশন (এমএড)
মেয়াদ-৩ সেমিস্টার (১৮ মাস)।
যাঁদের বিএড বা সমমানের ডিগ্রি আছে, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
প্রাক্-এমএড : ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
এমএড : বিএড (সম্মান) অথবা ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিসহ বিএড/বিএসএড/ডিপ-ইন-এড/সি-এন-এড/ডিপিএড/বিপিএড ডিগ্রিপ্রাপ্ত হতে হবে।
উভয় কোর্সে প্রার্থীদের শিক্ষাজীবনের সব পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি অথবা জিপিএ অথবা সিজিপিএর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২.৫ থাকতে হবে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট চাকরিরত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তাঁদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীকে অনলাইন ফরম পূরণের জন্য নিচের লিংকে https://ierdu.eduadmission.info ক্লিক করে প্রয়োজনীয় ধাপ অনুসরণ করতে হবে।
অনলাইন ফরম পূরণের সময় সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ স্পষ্টভাবে আপলোড করতে হবে।
অনলাইনে আবেদন ফরম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :
১১ নভেম্বর ২০২৪, রাত ১১ :৫৯ মিনিট।
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ :
১৫ নভেম্বর, শুক্রবার সকাল ১০টা
পরীক্ষার স্থান : আইইআর।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.ierdu.edu.bd

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি

■ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
আবেদনের যোগ্যতা : বিবিএ গ্র্যাজুয়েট। সিজিপিএ ২.৫০ (৪.০০ এর মধ্যে) বিবিএ পরীক্ষায় পেতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ : আজ ৩১ অক্টোবর ২০২৪।
ভর্তি পরীক্ষা : ৯ নভেম্বর, শনিবার সকাল ১০.৩০ থেকে ১১.৩০ মিনিট।
ভর্তি পরীক্ষার বিষয় : ইংরেজি, গণিত, মানসিক দক্ষতা।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.iba-ru.ac.bd or http:// educare. iba-ru.ac.bd/admission/Home

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

প্রবন্ধ : পল্লিসাহিত্য

১. 'পল্লিজননীর বুকের কোণে লুকিয়ে আছে সাহিত্যের অমূল্য খনি'—এ পথ কে দেখিয়েছেন?
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
খ. মনসুর বয়াতি
গ. দীনেশচন্দ্র সেন
ঘ. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

২. 'Folklore Society' কী?
ক. পুরোনো সমাজ
খ. বিদ্বানদের সমাজ
গ. ফকিরদের সমাজ
ঘ. শহরের সমাজ

৩. 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'—এটি কী?
ক. প্রবাদবাক্য
খ. ছড়া ও কবিতা
গ. ডাক ও খনার বচন
ঘ. রূপকথা

৪. 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'—নিচের কোনটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক. এক হাত বোল্লা বারো হাত শিং
খ. কলা রুয়ে না কেটো পাত
গ. আপনি বাঁচলে বাপের নাম
ঘ. মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে

৫. 'ছি বুড়ি সেতারা, বেতের বান্দা দোতারা।'—এটি কী ধরনের রচনা?
ক. ঘুমপাড়ানি ছড়া গান
খ. রাখালি গান
গ. খেলার বাঁধা গান
ঘ. মারফতি গান

৬. পল্লিসাহিত্যের কোন ধারাকে অমূল্য রত্নবিশেষ বলা হয়?
ক. পল্লিগীতি খ. প্রবাদ-প্রবচন
গ. মৈমনসিংহ গীতিকা
ঘ. খনার বচন

৭. 'দুয়ারে আইসাছে পালকি নাইওরি গাও তোলো' ভাব বিচারে এটি কী?
ক. সারি গান খ. মারফতি গান
গ. ভাটিয়ালি গান ঘ. আধুনিক গান

৮. 'এবার ফিরাও মোরে'—এটি কে বলেছেন?
ক. কবি সম্রাট খ. বিদ্রোহী কবি
গ. পল্লিকবি ঘ. শহুরে কবি

৯. 'Proletariat' সাহিত্য বর্তমানে কোথায় আদৃত হচ্ছে?
ক. আমেরিকায় খ. আফ্রিকায়
গ. এশিয়ায় ঘ. অ্যান্টার্কটিকায়

সঠিক উত্তর
১. গ ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. গ ৬. ক ৭. খ ৮. ক ৯. ক

ইংরেজি ২য় পত্র | Prefixes and Suffixes

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, *সহকারী অধ্যাপক*
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

 # Complete the text adding suffixes, prefixes or the both with the root words given in the parenthesis.

7.

Life without (a) ___ (sure) ___ and pleasure is dull. Life becomes (b) ___ (charm) ___ if it does not have any time to enjoy the (c) ___ (beauty) ___ objects of nature. (d) ___ (monotony) ___ work hinders the (e) ___ (smooth) ___ of work. Leisure (f) ___ (new) ___ our spirit to work. Everybody knows that (g) ___ (work)___ is (h) ___ (harm) ___. Leisure does not mean (i) ___ (averse) ___ to work. It gives freshness and (j) ___ (create) ___ to our mind. So, we should (k) — (joy) ___ some leisure in order to get (l) ___ (revitalize) ___. Otherwise, we will lose (m) ___ (vital) ___ to work. But leisure should be spent (n) ___ (please) ___.

Answer
a. leisure; b. charmless; c. beautiful; d. Monotonous; e. smoothness; f. renews; g. overwork; h. harmful; i. aversion; j. recreation; k. enjoy; l. revitalized; m. vitality; n. pleasantly.

8.

King Solomon was (a) ___ (fame) ___ for his (b) ___ (wise) ___. He was blessed with (c) ___ (ordinary) ___ knowledge and it was really beyond people's (d) ___ (imagine) ___. One day, the Queen of Sheba wanted to test how wise he was. Solomon was given two kinds of flowers. One was (e) ___ (nature) ___ and the other was (f) ___ (artifice) ___. As he had a close (g) ___ (associate) ___ with nature, he had been (h) ___ (success) ___ to differentiate them. In this way, his (i) ___ (repute) ___ of (i) ___ (multidimensional) ___ knowledge spread all over the world. Very often people from home and (k) ___ (road) ___ came to visit him. People used to have (l) ___ (significance) ___ discussion with him. This discussion was not only (m) ___ (intelligence) ___ but also (n) ___ (interest) ___.

Answer
a. famous; b. wisdom; c. extraordinary; d. imagination; e. natural; f. artificial; g. association; h. successful; i. reputation; j. multidimension; k. abroad; l. significant; m. intelligent; n. interesting.

9.

Mobile phone is a great (a) ___ (invent) ___ of modern science. The (b) ___ (consume) ___ of mobile phone are increasing day by day. People are getting benefits. But it is (c) ___ (fortunate) ___ that mobile phone sometimes (d) ___ (comes) ___ a cause of health hazard, especially the (e) ___ (child) ___ are affected much. According to the (f) ___ (science) ___ mobile phone causes brain tumours, (g) ___ (gene) ___ damage and many other (h) ___ (cure) ___ diseases. They believe that (i) ___ (visible) ___ uncontrolled radioactivity of mobile phone causes (j) ___ (repairable) ___ damage to human body. They say that the (k) ___ (govern) ___ should control radioactive sources. (l) ___ (along) ___ people should be made aware of (m) ___ (harm) ___ aspects of using mobile phone (n) ___ (excess) ___.

Answer
a. invention; b. consumers; c. unfortunate; d. becomes; e. children; f. scientists; g. genetic; h. incurable; i. invisible; j. irreparable; k. government; l. Alongside; m. harmful; n. excessively.

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

কৃষিশিক্ষা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. আবু সুফিয়ান, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৬ ও ১৫৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
শফিক সাহেব তাঁর মাছ চাষের পুকুরে ৫ কেজি পরিমাণ মাছের পোনা ছাড়েন। তিনি সারা বছরে ২২৫ কেজি খাদ্য প্রয়োগ করে বছর শেষে ৯৫ কেজি মাছ পেলেন এবং খুবই হতাশ হলেন।

১৫৬. শফিক সাহেবের পুকুরে প্রয়োগকৃত খাদ্যের FCR কত?
ক. ১.০ খ. ১.৫
গ. ২.০ ঘ. ২.৫

১৫৭. শফিক সাহেবের কাঙ্ক্ষিত ফলন না পাওয়ার কারণ—
i. খাদ্য রূপান্তর হার কম হওয়া
ii. খাদ্যের গুণগত মান ভালো না হওয়া
iii. মাছের খাদ্যের ঘাটতি হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৫৮. মাটিকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে—
i. খেসারি ii. চিনাবাদাম
iii. মাষকলাই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৫৯. জুমচাষ হয় বাংলাদেশের—
i. বান্দরবান ii. খাগড়াছড়ি
iii. রাঙামাটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৬০. নির্বাচিত জমিতে শতকরা কত ভাগ জৈব পদার্থ থাকা উচিত?
ক. ২% খ. ৩%
গ. ৫% ঘ. ৬%

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ১৫৬. ঘ ১৫৭. ক ১৫৮. ঘ ১৫৯. ঘ ১৬০. ক

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি** : বাংলা, ডিজিটাল প্রযুক্তি
- **ষষ্ঠ শ্রেণি** : বিজ্ঞান
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, পৌরনীতি ও নাগরিকতা
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা** : ইংরেজি
- **নোটিশ বোর্ড** : আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, বিএএফ শাহীন কলেজ ও বীরউত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তি

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালিত হয় ১১ অক্টোবর। এ বছর এর প্রতিপাদ্য 'গার্লস ভিশন ফর দ্য ফিউচার'। এ উপলক্ষে ১০ অক্টোবর ২০২৪ রাজধানীর প্রথম আলো কার্যালয়ে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে ইউনিসেফ বাংলাদেশ। আলোচনার সারমর্ম এই ক্রোড়পত্রে ছাপা হলো। এটি আলোচকদের ব্যক্তিগত মতামত, এর জন্য আয়োজকদের দায় নেই।

ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব

অংশগ্রহণকারী

এমা ব্রিগহাম
ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

উমামা ফাতেমা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক

নাজিফা জান্নাত
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভারসিটির শিক্ষার্থী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক

ফারিহা আক্তার, শিক্ষার্থী, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

হেমা চাকমা
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মেঘা খেতান, শিক্ষার্থী, সিটি ইউনিভারসিটি

রাফিয়া রেহনুমা, শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যামেলিয়া শারমিন চূড়া
শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মিম
সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ স্কুল

সানজিদা আক্তার
শিক্ষার্থী, মিরপুর বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ

ফারাবী জামান
শিক্ষার্থী, বিএএফ শাহীন কলেজ

ইশাল খান
শিক্ষার্থী, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ

জুনাইরা ইসলাম নুবা
ছাত্রী, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

কাজী আশরাফি আন্নি
অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী, বরিশাল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ফারিয়া সুলতানা
ইয়ুথ মেন্টর গ্রুপ সেভ দ্যা চিলড্রেন; প্রাক্তন সেন্ট্রাল মেম্বার এনসিটিএফ

রাজিয়া সুলতানা
শিক্ষার্থী, সরকারী শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ

সঞ্চালনা
লাবণ্য প্রজ্ঞা, শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম আলো

আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা। ১০ অক্টোবর ২০২৪, ঢাকার প্রথম আলো কার্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

এমা ব্রিগহাম
ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, ইউনিসেফ বাংলাদেশ

আমি বাংলাদেশে প্রায় দুই বছর ধরে কাজ করছি। এ সময়ে আমি অনেক মেধাবী কিশোরী ও তরুণীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, যাঁরা নানা রকম বাধা পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের সফলতা আমাকে সব সময় অনুপ্রাণিত করে।

বাংলাদেশে কিশোরী ও নারীদের প্রতিনিয়তই নানা রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এটা সত্যিই হতাশাজনক যে বাংলাদেশের প্রায় ৪২ শতাংশ কিশোরী (১৫-১৯ বছর) রক্তস্বল্পতায় ভোগে। এ ছাড়া এখানে প্রতি দুজন কিশোরীর মধ্যে একজনের ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। শিশুবিবাহের কারণে কিশোরীরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। তারা অল্প বয়সে গর্ভবতী হয়। ফলে ওই কিশোরী ও তার নবজাতক নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত জটিলতায় ভোগে।

বাংলাদেশ বিগত জুলাই-আগস্ট মাসে কঠিন এক সময় পার করেছে। এ সংকটকালে কিশোরী-তরুণীদের ভূমিকা ছিল অসামান্য। মাঠের আন্দোলনে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও সমানতালে অংশগ্রহণ করতে আমরা দেখেছি।

কন্যাশিশুদের সব ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও তাদের নেতৃত্ব বিকাশের জন্য ইউনিসেফ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। স্টেম এডুকেশনের (সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যাথমেটিকস) সঙ্গে কিশোরীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, তাদের জীবনদক্ষতা বিকাশ, সার্ফিং, সেলফ-ডিফেন্সের মতো অপ্রচলিত নানা খেলাধুলায় নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছি। এ ছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যেও আমরা কাজ করছি। ইউনিসেফ শিশুদের জন্য হটলাইন নম্বর ১০৯৮ চালু করতে সহায়তা করেছে। এখানে সেবা দেওয়ার জন্য সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষিত লোকজন থাকেন।

আমরা জানি, তোমরা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছ। বাংলাদেশের কিশোরী ও তরুণীরা তাদের ভবিষ্যৎ সমাজ নিয়ে কী চিন্তা করছে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাগুলো কী, তা জানতেই আজ আমরা একত্র হয়েছি। আজকের এই কিশোরী ও তরুণীদের এসব প্রত্যাশা যেন নীতিনির্ধারকসহ সবার কাছে পৌঁছায়, তার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। কিশোরী ও তরুণীদের এই আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্বের গুণাবলিকে পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে।

পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, আমাদের নিজেদের অধিকার নিয়ে আমাদের নিজেদেরই কথা বলতে হবে; পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী থাকতে হবে।

লাবণ্য প্রজ্ঞা
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আজকের গোলটেবিল বৈঠকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে কন্যাশিশুদের মতামত, নেতৃত্ব ও উদ্যোগকে গুরুত্ব দিয়ে। আমরা কন্যাশিশুদের অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের সব অগ্রগতিকে স্বীকৃতি দিই, সম্মান জানাই।

বাংলাদেশের পাঁচ দশকের ইতিহাসের দিকে তাকালে নারীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু অর্জন দেখতে পাই। বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর সাফল্য চোখে পড়ার মতো। শহর, গ্রাম ও হাওরাঞ্চলের নারীরা এগিয়ে চলেছে। চাকরি ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে মেয়েদের সাফল্যজনক অর্জন খুবই প্রশংসনীয়। নারীরা বিমান চালাচ্ছে, পুলিশ কিংবা সেনাসদস্যদের মতো চ্যালেঞ্জিং পেশাতেও নারীদের অংশগ্রহণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে।

বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা দেখি, কন্যাশিশু, কিশোরী, তরুণী কিংবা নারী—সবাই কোনো না কোনোভাবে বৈষম্য অথবা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে হওয়া সব ধরনের বৈষম্য তাদের যোগ্যতা বিচারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে যায় এবং একটি জাতিকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এটির দায়ভার বহন করতে হয়।

উমামা ফাতেমা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীসংক্রান্ত বিষয়ে কেউই কথা বলতে চায় না। একই সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নারীরা সেই অর্থে সম্পৃক্ত হতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও বেশি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। নারীর প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও অনেক বেশি সহনশীল হতে হবে। যেমন কোনো নারী ধর্ষণ বা হেনস্তার শিকার হলে তাদের পাশে স্থানীয় সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর দাঁড়ানো উচিত। তাহলে সমাজের মধ্যে এই হেনস্তাগুলো ধীরে ধীরে কমে আসবে।

আর একই সঙ্গে নারী ঐক্যের ধারণ শুরু থেকে তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। আমি যখন আরেকজন নারীর সঙ্গে থাকি, তখন আমরা দুজনেই সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যেতে পারি। এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে এখান থেকে নারী নেতৃত্ব উঠে আসা আরও অনেক সহজ হবে। তখন দেখা যাবে একজন নারী অন্য একজন নারীকে সামনের দিকে এগিয়ে আনছেন।

আমাদের দেশের শহরগুলো কেমন যেন মাঠহীন হয়ে গেছে। যে কয়েকটা মাঠ আছে, সেগুলোও ছেলেদের দখলে। তাই মেয়েদের খেলাধুলার জন্য মাঠ বরাদ্দ করার সুপারিশ জানাচ্ছি। স্কুলগুলোতে মেয়েদের খেলার মাঠ থাকা নিশ্চিত করতে হবে। শিশু থেকে কিশোরী বয়সের মেয়েদের খেলাধুলায় উৎসাহী করে তুলতে হবে।

নাজিফা জান্নাত
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক

শিশুর বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে পরিবার। একটি কন্যাশিশু কতটা বিকশিত হবে, তা নির্ভর করে তার বেড়ে ওঠার পরিবেশের ওপর। তাই শিশুর প্রতি যেকোনো ধরনের আচরণের ব্যাপারে মা-বাবার অবশ্যই সচেতন হতে হবে।

পরিবারের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কন্যাশিশু ও কিশোরীদের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব বিকশিত করার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও গ্রামপর্যায়ে মেয়েরা যাতে স্কাউট দল, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ পায়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। যাতে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়, সে জন্য পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ তৈরি করতে হবে। স্কাউট দল, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের জন্য শিশুকে উৎসাহ দিতে হবে। শুধু শহরেই নয়, উপশহর ও গ্রামাঞ্চলেও এমন সুযোগ তৈরি করতে হবে। শিশুদের অভিভাবক ও শিক্ষকদের সচেতন হতে হবে।

শৈশবে আমি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান 'মিনা কার্টুন' দেখেছি। আমি শৈশবে এ অনুষ্ঠান থেকেই জেন্ডারবৈষম্যের বিষয়টি জানতে পেরেছি। কীভাবে এসব সমস্যার সমাধান করা যায়, তা সম্পর্কেও ধারণা পেয়েছিলাম। সুতরাং বর্তমানে এ ধরনের কোনো অনুষ্ঠান করা যায় কি না, সেটি ভেবে দেখার অনুরোধ থাকবে। এতে বর্তমান প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীরাও বিষয়গুলো বুঝতে ও সচেতন হতে পারবে। 'নারীরা দুর্বল'—এই প্রান্তিক ধারণাকে নারী-পুরুষ সবার মাথা থেকে মুছে ফেলতেই হবে।

ফারিহা হোসেন
শিক্ষার্থী, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

কন্যাশিশুরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে জানলে পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশিত হবে। নারী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিতে যেই টাকা দেওয়া হতো, আমার মতে তা যথেষ্ট নয়। বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর পরিমাণ বাড়ানো উচিত। এখনো গ্রামাঞ্চলের কন্যাশিশুদের একটা বড় অংশ প্রাথমিক শিক্ষার পরেই ঝরে পড়ছে। বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে। অনেক অভিভাবক কন্যাশিশুর পড়াশোনার জন্য খরচ করতে চান না। তাই তারা যেন বিনা খরচে পড়াশোনা করতে পারে, সে সুপারিশ করব।

কন্যাশিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। নানাভাবে হয়রানির শিকার বা মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত কিশোরী ও তরুণীদের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একজন করে মনস্তাত্ত্বিক নিয়োগ দিতে হবে। কিশোরীদের অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের যোগাযোগ থাকাও বেশ জরুরি।

আজকাল গণপরিবহনে নারীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। যেমন গণপরিবহনে সিটের পেছনে থেকে কাঁচি দিয়ে নারীর পোশাক কেটে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে জেনেছি। এ ধরনের ঘটনা রুখে দিতে সরকারকে সচেষ্ট হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। গণপরিবহনে অবশ্যই এক বা একাধিক নিরাপত্তাকর্মী রাখতে হবে। কারণ, বাসের সিসি ক্যামেরা অনেক সময় ভেঙে ফেলছে। তাই এটি যথেষ্ট নয়। আর নারীদের জন্য আলাদা বাস থাকলে আরও ভালো হয়।

একজন নারী যখন নিজে উপার্জন করা শিখবেন, তখন তাঁর নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

ক্যামেলিয়া শারমিন চূড়া
শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আমি বরাবরের মতোই নারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে জোর দিতে চাই। আমাদের নারীবান্ধব সমাজ তৈরির চেষ্টা করতে হবে। ভয় দেখিয়ে নারীদের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করতে পারব না। একেবারে শিকড় থেকে নারীবান্ধব সমাজ তৈরিতে কী কী করা যায়, সে বিষয়ে রাষ্ট্রকে সচেতনভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের পরিবার নিরাপত্তার নামে বাল্যবিবাহ দেয়। সুতরাং প্যারেন্টিংয়ের বিষয়টিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নিরাপত্তার নামে নারীদের খেলাধুলার অধিকার কেড়ে নেয়, নিরাপত্তার নামে নারীর শিক্ষা-উচ্চশিক্ষা থেমে যায়, উদ্যোক্তা হতে বাধা দেয়।

নিরাপত্তার নামে এমন প্রহসন আসলে নারীরা কখনোই চায় না। নিরাপত্তার নামে ভয় দেখিয়ে গেলে নারীরা তাদের মতামত দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেই থাকবে এবং নারী নেতৃত্বের অভাব তৈরি হয়। স্বপ্নবান নারীরা তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নিরাপত্তার খাতিরে নিজ দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাবে, এতে মেধা পাচার হবে।

নারীদের নিরাপত্তা না থাকলে আমরা বড় কোনো স্বপ্নই দেখতে পারব না। দেশের অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠী নারী। যদি তাদের অধিকার নিশ্চিতই না হয়, তাহলে এই প্রহসনমূলক স্বাধীনতার ফল ভোক্তা কেবল পুরুষেরাই হয়, তবে বলা যায়, দেশের উন্নয়ন আসলে থেমেই থাকে। সুতরাং রাষ্ট্রকে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আমরা নারীদের জন্য এবং তাদের অধিকারের জন্য নিরাপদ বাংলাদেশ চাই। একটি মেয়ে যা হতে চায়, করতে চায়, সে যেন তা-ই করতে পারে। শারীরিক, মানসিক এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে সে যেন নিরাপদ থাকে। সাইবার নিরাপত্তা নিয়েও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

হেমা চাকমা
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জাতির সংকটে নারীরা নারী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে। নতুন বাংলাদেশে সেই নারীদের বিভিন্ন নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় অংশগ্রহণ আরও দৃশ্যমান করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে কোনো মেয়ে ধর্ষণের শিকার হলে সে সব ক্ষেত্রে বিচার পায় না। গণপরিবহন, গণপরিসর—সব জায়গাতেই মেয়েরা হেনস্তার শিকার হচ্ছে, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সুতরাং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইনের প্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

স্কুলে মিড ডে মিল বা টিফিন পেলে শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণের সংখ্যা বাড়বে। বাংলাদেশের নারীদের স্বাস্থ্যবিমার আওতায় আনতে হবে। পার্বত্য অঞ্চলে নারী ও পুরুষের মজুরিবৈষম্য নিরসন করতে হবে। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ও মাসিক স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উপকরণ ও সেবা সহজলভ্য করতে হবে। সাইবার নিরাপত্তাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা মেয়েরা জনগোষ্ঠীর অর্ধেক, আমরা সব সময় সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণে আগ্রহী। এ জন্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

রাফিয়া রেহনুমা
শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নতুন প্রজন্মের নারীরা ভীষণ আত্মবিশ্বাসী। তারা নিজেদের পরিচিত বৃত্তের বাইরে গিয়েও বড় কিছু অর্জন করতে জানে। পুরুষদের সঙ্গে সমান তালেই সমাজের সব দায়িত্ব তারা পালন করে। কিন্তু সমস্যা তখনই হয়, যখন তার প্রাপ্ত অধিকার সে পায় না। নতুন বাংলাদেশ তৈরিতে নারী শিক্ষার্থীদের সমান অবদান রয়েছে। আমরা জীবনের সব ক্ষেত্রে অধিকার বুঝে পেতে চাই।

রাষ্ট্র বিদ্যমান সামাজিক সাংস্কৃতিক বাস্তবতার দ্বারা অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়। নারীর শিক্ষার অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বতন্ত্র অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে যুগ যুগ ধরে কাঠামোগত জেন্ডার বৈষম্যের মাধ্যমে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের এগিয়ে আনার মূল দায় এবং দায়িত্ব রাষ্ট্রের। পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক নারী নিজ দায়িত্ববোধ থেকে এসেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকে পুরুষের সমান ঝুঁকি মাথায় নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। দেশ গঠনের কাজেও অংশগ্রহণ করতে তাঁরা সমান যোগ্য।

মেঘা খেতান
শিক্ষার্থী, সিটি ইউনিভার্সিটি

স্কুল-কলেজে কন্যাশিশুদের খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলক কম। পড়াশোনা ছাড়াও অন্যান্য মানসিক চাপ মুক্তির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কন্যাশিশুদের খেলাধুলার সুযোগ খুবই প্রয়োজন।

কন্যাশিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যত্ন নিতে হবে। অর্থাভাবে কোনো কন্যাশিশু যাতে শিশুশ্রমে যুক্ত না হয়, সে বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে।

বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন একজন কিশোরীর জীবনে স্বাভাবিক ঘটনা। আমি আমার কাছের অনেককেই দেখেছি তারা বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারে না। তাদের আমরা বোঝানোর চেষ্টা করলেও তারা সব সময় বুঝতে চায় না। তারা বোঝার চেষ্টা করে না, তারা বলে আমার সঙ্গেই কেন এমনটা হচ্ছে! এ ক্ষেত্রে তাদের অনেক সময় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দেখানোর প্রয়োজন হয়, থেরাপির প্রয়োজন হয়। ঢাকার বাইরের অঞ্চলগুলোতে এ সুবিধা একেবারেই নেই। বিষয়টির প্রতি আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

মিম
সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী,
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ স্কুল

আমাদের সমাজে অনেকে বাল্যবিবাহকে অর্থনৈতিক সমাধান মনে করে। অনেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিয়ে দেয়। কিছু জায়গায় বাল্যবিবাহ রীতির মতো হয়ে গেছে।

মাসিক হলে বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, এই ধারণা কারও কারও মধ্যে আছে। কেউ ছেলেদের দ্বারা হয়রানির শিকার হলেও তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। এসব বিষয়ে থেকে মুক্তির জন্য সবার আগে শিক্ষা নিশ্চিত হোক, এটাই চাই।

সানজিদা আক্তার
শিক্ষার্থী, মিরপুর বাঙলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ

কিশোরীরা জেন্ডার বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। অভিভাবকেরা আর্থিক সচ্ছলতা থাকার পরও পড়াশোনা বন্ধের চাপ দেন, যেন বাল্যবিবাহ দিতে পারেন। কিশোরীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে। শিশু সহায়তা নম্বর ১০৯৮-কে সরকারিভাবে প্রচার করা হোক। আমাদের অনেকেই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। ধর্মীয় শিক্ষকদের দ্বারা মাসিক স্বাস্থ্যের বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে হবে।

সুপারিশ

- লোকস্থান, রাস্তাঘাট ও গণপরিবহনে নারী ও কিশোরীদের যৌন হয়রানি বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিন।
- নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তরুণ নারী নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করুন।
- আঞ্চলিক ও গ্রাম পর্যায়ের স্কুল ও কমিউনিটিতে বিতর্ক ও গার্ল স্কাউটের মতো কর্মযজ্ঞ বৃদ্ধি করে নারী নেতৃত্বের সম্ভাবনাকে লালন ও পরিবারে বৈষম্যমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
- কন্যাশিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখা ও স্কুল থেকে ঝরে পড়ার চাপ প্রতিরোধে প্রণোদনা বাড়ানো জরুরি।
- কিশোরীদের মানসিক সুস্থতার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব দিন এবং স্কুলে সাইকো-সোশ্যাল ও মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা বাড়ান। এ বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি করুন।
- কিশোরী ও নারীর ক্ষমতায়নে সরকারি বরাদ্দ ও সহায়তায় কর্মসূচি গ্রহণ করুন।
- বাল্যবিয়ে বন্ধ করতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- কিশোরীদের খেলাধুলায় উৎসাহী করতে হবে এবং স্কুলে কিশোরীদের খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।
- নারী ও কিশোরীদের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। যেকোনো প্রান্তের সবাই যেন কম্পিউটার ছাড়াও অন্যান্য স্মার্টফোনভিত্তিক সবকিছু শেখার সুযোগ পায়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

জুনাইরা ইসলাম নুবা
ছাত্রী, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

পুরুষের মধ্যে নারীদের মতামত মূল্যায়ন করা হয় না। পুরুষ ধরেই নেয়, এই ভাবনা দিয়ে জীবন চলে না। এভাবে একপর্যায়ে নারী মতামত দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তাই নারীকে শিক্ষিত করার পাশাপাশি মতামত প্রকাশের পরিবেশ দিতে হবে। ধর্ষণের শিকার বা যৌন নির্যাতনের ঘটনায় ভুক্তভোগী বিবাহিত বা অবিবাহিত হোক, ন্যায়বিচারের জন্য সে যেন সাংবিধানিকভাবে আপিল করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

ফারিয়া সুলতানা
ইয়ুথ মেন্টর গ্রুপ সেভ দ্যা চিলড্রেন এবং সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য, এনসিটিএফ

আমাদের প্রথম চাওয়া হচ্ছে নিরাপত্তা। আমরা কিশোরীরা অনেক সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগি, সেটা স্কুল-কলেজ হোক বা ইন্টারনেট জগৎ হোক। এ জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে কিশোরীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে।

অনেক মেয়ে শিশুশ্রমিক হিসেবে মানুষের বাসায় ও হোটেলে কাজ করে। তাদের পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে হবে। ন্যাপকিনের ব্যবহার পদ্ধতি, মাসিক স্বাস্থ্যের মৌলিক বিষয়গুলো পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা বা নাটিকা হিসেবে প্রদর্শন করা যেতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্যসেবা হটলাইন নম্বর ১০৯ সক্রিয় করতে হবে।

কাজী আশরাফি আন্নি
অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী, বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

সঠিক খাদ্যাভ্যাস আমাদের পরিপূর্ণ শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের জন্য জরুরি প্রয়োজন। স্কুলের টিফিনে মানসম্মত খাবার সরবরাহ করা দরকার।

আমরা কিশোরীরা রক্তস্বল্পতায় ভুগছি, এটা প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগে সাপ্তাহিক আয়রন ফলিক অ্যাসিড (WIFA) সরবরাহ ও গ্রহণ নিশ্চিত হওয়া জরুরি। যেটা ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ে পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে শুরু হয়েছে।

সর্বোপরি সুস্থ থাকার জন্য শরীরচর্চা ও খেলাধুলার অভ্যাস গড়ে তোলার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়েছি, শিক্ষকেরাও এ ব্যাপারে আমাদের অনেক সহযোগিতা করেন, তবে আরও বেশি খেলার উপকরণ স্কুলে নিশ্চিত করা দরকার।

ইশাল খান
শিক্ষার্থী, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ

আমাদের বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়ের মধ্যে বৈষম্য করেন। অনেক অভিভাবক ভাবেন, ছেলেরাই বড় হয়ে পরিবারের দায়িত্ব নেবে। তাই তাঁরা পরিবারের যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ছেলেদের মতামতকে বেশি প্রাধান্য দেন। ফলে নিজেদের পরিবার ও সমাজে ছেলেরাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। এ কারণে তাঁরা নারীদের সম্মান করেন না। এ ক্ষেত্রে পরিবারের অনেক দায় রয়েছে।

এ ছাড়া আমাদের দেশের নারীরা অনেক সময় সমাজ ও পরিবারের অনেক অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত মেনে নেয় শুধু নিজের অজ্ঞতার কারণে। সে জন্য ডিজিটাল অ্যাকসেস বৃদ্ধি করা জরুরি। কারণ, ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করার মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা দূর করা সম্ভব।

রাজিয়া সুলতানা
শিক্ষার্থী, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

অনেকেই ধরে নেন প্রযুক্তি মেয়েদের জন্য নয়। নারীরা নিজেরাও মাঝেমধ্যে এমনটি ভাবে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া নারী শিক্ষার্থীর কম্পিউটার প্রযুক্তি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানটুকুও নেই। তাই নারীদের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। যেকোনো বয়সভেদে, দেশের যেকোনো প্রান্তের সব নারী যেন কম্পিউটার ছাড়াও অন্যান্য স্মার্টফোনভিত্তিক সবকিছু শেখার সুযোগ পায়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে যেকোনো লিঙ্গভেদে সমান সুযোগ দিতে হবে। নারীরা কম দায়িত্বশীল, এই ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সর্বোপরি নারীদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। নারীদের স্বাস্থ্যগত চিকিৎসার খরচ কমাতে হবে। এ জন্য সরকারি-বেসরকারিভাবে সচেতনতামূলক উদ্যোগ নিতে হবে।

ফারাবী জামান
শিক্ষার্থী, বিএএফ শাহীন কলেজ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ১৫-২৯ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের মৃত্যুর তৃতীয় বৃহত্তম কারণ হচ্ছে সুইসাইড, যা মানসিক স্বাস্থ্য দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সমাজে সহিংসতার অন্যতম কারণ এটি।

ফলে বলা যায়, মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করছে। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দেওয়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এটাকে অনেক জায়গাতেই অবহেলা করা হয়। পরিবার বা আশপাশের মানুষ এটাকে 'ঢং করা', 'আদিখ্যেতা দেখানো' হিসেবে দেখে।

তাই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সবাইকে সচেতন করা গেলে অনেক কিছুর সমাধান হবে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ বা পরামর্শ দেওয়ারও ব্যবস্থা করতে হবে। একজন শিখলে সে আরও পাঁচজনকে শেখাতে পারবে। রক্তশূন্যতা ও বাল্যবিবাহ—দুটিই বড় সমস্যা।

লোকসানে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক | গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে শেয়ারপ্রতি ৪১ পয়সা লোকসান করেছে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

তৈরি পোশাক রপ্তানি

সাত প্রান্তিকে মূল্য সংযোজন কমল

২০২২-২৩	পূর্বের (%)	সংশোধিত (%)	মূল্য সংযোজন
জুলাই-সেপ্টেম্বর	৫১.৪৯	৪৮.৭১	হ্রাস
অক্টোবর-ডিসেম্বর	৬৭.৬৯	৫৯.২৩	হ্রাস
জানুয়ারি-মার্চ	৭১.০৬	৬২.৩৩	হ্রাস
এপ্রিল-জুন	১.৪৮	৬২.৬৩	হ্রাস

২০২৩-২৪	পূর্বের (%)	সংশোধিত (%)	মূল্য সংযোজন
জুলাই-সেপ্টেম্বর	৭০.৭৮	৬১.৫১	হ্রাস
অক্টোবর-ডিসেম্বর	৭১.৩৫	৬১.৪১	হ্রাস
জানুয়ারি-মার্চ	৭২.২০	৬০.৫৫	হ্রাস
এপ্রিল-জুন	তথ্য নেই	৫৭.০৪	-

পোশাকের মূল্য সংযোজনেও গরমিল

২০২৩-২৪ অর্থবছর

পরিসংখ্যানে গরমিলের কারণে রপ্তানি আয় ও মূল্য সংযোজন বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে।

> সামনের দিনগুলোতে মূল্য সংযোজন কমবে বলে আমাদের আশঙ্কা। তার কারণ, প্রণোদনা হ্রাস করার পর অনেকে সুতা আমদানিতে মনোযোগী হচ্ছেন।
>
> **মোহাম্মদ হাতেম**, সভাপতি, বিকেএমইএ

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

পণ্য রপ্তানির তথ্যে গরমিলের বিষয়টি সামনে আসার আগে বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছিল, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিক জানুয়ারি-মার্চে ১ হাজার ৩৮১ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। তার বিপরীতে কাঁচামাল আমদানি হয়েছিল ৩৮৪ কোটি ডলারের। তখন প্রকৃত পোশাক রপ্তানি হয়েছিল ৯৯৭ কোটি ডলার বা ৭২ দশমিক ২০ শতাংশ।

অবশ্য পণ্য রপ্তানির তথ্য সংশোধনের পর উঠে এসেছে, ওই প্রান্তিকে (তৃতীয়) তৈরি পোশাকের প্রকৃত রপ্তানি কমে ৫৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কাঁচামাল আমদানির তথ্য ঠিক থাকলেও পণ্য রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণে পোশাক খাতে প্রকৃত রপ্তানি কমেছে ৪০৮ কোটি ডলার।

তৈরি পোশাক খাত নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ দুটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণে প্রকৃত পোশাক রপ্তানিতে গরমিলের তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এতে দেখা যায়, রপ্তানির তথ্য সংশোধন করায় গত দুই অর্থবছরের (২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪) সাত প্রান্তিকে তৈরি পোশাক খাতের প্রকৃত রপ্তানি কমেছে। মূলত পোশাক রপ্তানি থেকে তুলা, সুতা, কাপড় ও সরঞ্জামের আমদানি ব্যয় বাদ দিয়ে নিট বা প্রকৃত রপ্তানির হিসাব করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অনেকে প্রকৃত রপ্তানি আয়কে পোশাক খাতের মূল্য সংযোজন হিসেবেও অভিহিত করে থাকেন।

রপ্তানি আয় বাড়িয়ে দেখানোর কারণে গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) তৈরি পোশাক রপ্তানিতে মূল্য সংযোজন এক লাফে ৫১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। তার পরের পাঁচ প্রান্তিকে মূল্য সংযোজন ৭০ থেকে ৭২ শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খায়। তখন পোশাকশিল্পের অনেক উদ্যোক্তা বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ, তার আগের ছয় প্রান্তিকে পোশাক রপ্তানিতে মূল্য সংযোজন বেশির ভাগ সময়ই ছিল ৫১ থেকে ৫৭ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিক এপ্রিল-জুনে ৮৮৪ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। ওই প্রান্তিকে কাঁচামাল আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৮০ কোটি ডলার। তার মানে সর্বশেষ অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিকে পোশাক রপ্তানিতে মূল্য সংযোজন ছিল ৫০৪ কোটি ডলার বা ৫৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত জুলাইয়ে হঠাৎ প্রকৃত পণ্য রপ্তানির ভিত্তিতে লেনদেনে ভারসাম্যের তথ্য প্রকাশ করে। এর ফলে পণ্য রপ্তানির হিসাবে বড় গরমিলের তথ্য উঠে আসে। তখন বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছিল, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) দীর্ঘদিন ধরে রপ্তানির হিসাব প্রকাশ করলেও সে অনুযায়ী আয় দেশে আসছে না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে, এত পণ্য রপ্তানি হয়নি। তাই আয় বেশি আসার যৌক্তিকতা নেই। সে জন্য প্রকৃত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।

তারপর টানা তিন মাস পণ্য রপ্তানির হিসাব প্রকাশ করা বন্ধ রাখে ইপিবি। যাচাই-বাছাই শেষে চলতি মাসে আবার সংস্থাটি রপ্তানির তথ্য প্রকাশ করতে শুরু করেছে। রপ্তানির তথ্যে গরমিলের বিষয়টি সামনে আসার আগে ইপিবি জানিয়েছিল, গত অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) পণ্য রপ্তানি হয়েছিল ৫ হাজার ১৫৪ কোটি ডলার। তবে চলতি অক্টোবর মাসে সংস্থাটি জানায়, গত অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৪ হাজার ৪৪৭ কোটি ডলারের। তার মানে গত অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসেই ৭০৭ কোটি ডলারের রপ্তানি বেশি দেখিয়েছিল ইপিবি। একইভাবে পোশাক রপ্তানির হিসাবও বেশি দেখানো হয়েছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৩ হাজার ৬১৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি তার আগের অর্থবছরের তুলনায় ৫ দশমিক ৮৯ শতাংশ কম। আলোচ্য অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে বরাবরের মতো যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বোচ্চ ৬৬২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়। এ ছাড়া জার্মানিতে ৪৫২ কোটি, যুক্তরাজ্যে ৪২০ কোটি, স্পেনে ৩৩৮ কোটি ও ফ্রান্সে ২০২ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে প্রকৃত পোশাক রপ্তানির যে তথ্য দিচ্ছে, সেটি বিশ্বাসযোগ্য। যদিও সামনের দিনগুলোতে মূল্য সংযোজন কমবে বলে আমাদের আশঙ্কা। তার কারণ প্রণোদনা হ্রাস করার পর অনেকে সুতা আমদানিতে মনোযোগী হচ্ছেন। কারণ, প্রতি কেজি বিদেশি সুতা ব্যবহারে ২০-৩০ সেন্ট কম লাগছে। তা ছাড়া গ্যাস-সংকটের কারণেও অনেক উদ্যোক্তা সুতা ও কাপড় আমদানিতে মনোযোগী হচ্ছেন।' এসব সমস্যার বিকল্প সমাধান না থাকলে মূল্য সংযোজন আরও কমবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শেয়ারবাজার

বিএসইসিতে অর্থ উপদেষ্টা

তহবিল পাবে আইসিবি, মূলধনি মুনাফার করও কমতে পারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের কাছে শেয়ারবাজারের জন্য একগুচ্ছ নীতি সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। গতকাল বুধবার বিকেলে অর্থ উপদেষ্টা প্রথমবারের মতো রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিএসইসির কার্যালয়ে গেলে তাঁর সঙ্গে এক বৈঠকে সংস্থাটি বাজারের উন্নয়নে এসব নীতি সহায়তা চেয়েছে।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির পক্ষ থেকে সরকারের কাছ থেকে যেসব নীতি সহায়তা চাওয়া হয়েছে, সেগুলোর বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাবই দেখান অর্থ উপদেষ্টা। বিএসইসি যেভাবে যতটা সুবিধা চেয়েছে, তার সবগুলো পূরণ করা সম্ভব না হলেও এসব নীতি সহায়তার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান অর্থ উপদেষ্টা।

বিএসইসির পক্ষ থেকে বাজারের বর্তমান অবস্থায় তারল্য সরবরাহ বাড়াতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বল্প সুদে পুনঃ অর্থায়ন তহবিল সুবিধা চেয়েছে বিএসইসি। সেই সঙ্গে মূলধনি মুনাফার ওপর উচ্চ হারে যে করারোপ করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশকে (আইসিবি) তহবিল সহায়তার বিষয়ে উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়। এ সময় বৈঠকে উপস্থিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অমল কৃষ্ণ মণ্ডলকে আইসিবিকে তহবিল সহায়তার বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন উপদেষ্টা। তিনি জানান, তারল্য সরবরাহ বাড়াতে পুনঃ অর্থায়ন তহবিল বা ব্যাংকের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কী করা যায়, তা বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এ ছাড়া তিনি মূলধনি মুনাফার ওপর আরোপিত কর কমানোর বিষয়ে ইতিবাচক আশ্বাস দেন বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে।

বৈঠকে বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ, তিন কমিশনার ও নির্বাহী পরিচালকেরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বিএসইসির কর্মকাণ্ড, বাজারের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে একটি উপস্থাপনা দেওয়া হয়।

বৈঠক শেষে অর্থ উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, 'এই মুহূর্তে শেয়ারবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরানো আমাদের প্রধান লক্ষ্য। প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা ও সংস্কারের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক মানের বাজার নিশ্চিত করতে চাই আমরা। এ ছাড়া স্বল্প মেয়াদে বাজার নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যে দুশ্চিন্তা রয়েছে, সেটি দূর করতে দ্রুত কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিএসইসি এক বিবৃতিতে বলেছে, শেয়ারবাজারের মূলধনি মুনাফায় আরোপিত কর যৌক্তিকীকরণ, তালিকাভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ভালো কোম্পানির আগ্রহ বাড়াতে তালিকাভুক্ত ও অ-তালিকাভুক্ত কোম্পানির করহারের ব্যবধান বৃদ্ধি, বাজারের গভীরতা বাড়াতে সরকারি কোম্পানিগুলোকে সরাসরি বা আইপিওর মাধ্যমে তালিকাভুক্ত করা এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে বাজারে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানো হয় বিএসইসির পক্ষ থেকে।

এদিকে গতকাল প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ১৪৭ পয়েন্ট বা প্রায় ৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১৬৫ পয়েন্ট।

সিটি ব্যাংকের মুনাফায় বড় লাফ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেসরকারি সিটি ব্যাংক চলতি বছরের প্রথম ৯ মাস জানুয়ারি-সেপ্টেম্বরে ১ হাজার ৬৫৩ কোটি টাকার পরিচালন মুনাফা অর্জন করেছে। গত বছরের একই সময়ে মুনাফা হয়েছিল ৯৩২ কোটি টাকা। এক বছরে ব্যাংকটির পরিচালন মুনাফা বেড়েছে ৭২১ কোটি টাকা বা ৭৭ শতাংশ। তবে পরিচালন মুনাফায় বড় প্রবৃদ্ধি হলেও কর ও ঋণের বিপরীতে নিরাপত্তা সঞ্চিতি বা প্রভিশনিং বাবদ অর্থ সংরক্ষণের পর তাদের প্রকৃত মুনাফা কিছুটা কমে গেছে।

সিটি ব্যাংক শেয়ারবাজারে চলতি বছরের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসের মুনাফার যে হিসাব দিয়েছে, তাতে কর ও ঋণের বিপরীতে সঞ্চিতির পর মুনাফা হয়েছে ৪৫১ কোটি টাকা; যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৩৪১ কোটি টাকা। সেই হিসাবে এক বছরে মুনাফা বেড়েছে ১১০ কোটি টাকা বা ৩২ শতাংশের কিছু বেশি।

আর্থিক বিবরণীর তথ্য অনুযায়ী, ৯ মাসে সিটি ব্যাংক ট্রেজারি বিল-বন্ড, অন্য ব্যাংককে টাকা ধার দেওয়াসহ নানা ধরনের বিনিয়োগ থেকেই ১ হাজার ১২ কোটি টাকা আয় করেছে, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৩২৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিনিয়োগ থেকে ব্যাংকটির আয় বেড়েছে ৬৮৫ কোটি টাকা। এ আয় সিটি ব্যাংকের মুনাফায় বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ঋণের সুদ আয় বেড়েছে ৮০৪ কোটি টাকা। আমানতের সুদ ব্যয় ৭৭২ কোটি টাকা বেড়েছে।

জানতে চাইলে সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন বলেন, 'গত ৯ মাসে আমাদের আয় বেড়েছে ৪০ শতাংশ। তার বিপরীতে ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৯ শতাংশ। চলতি বছর আমাদের ব্যাংকে আমানত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। সেই তুলনায় আমানতের সুদ খুব বেশি বাড়েনি। তাই আমরা ভালো মুনাফা করেছি। মানুষ সিটি ব্যাংকে বেশি সুদের আশায় আমানত রাখছে না। টাকা রাখছে বিশ্বাস ও ভরসার জন্য।'

এদিকে মুনাফায় বড় প্রবৃদ্ধির খবরে গতকাল বুধবার প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সিটি ব্যাংকের শেয়ারের দাম প্রায় ৪ শতাংশ বা ৮০ পয়সা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১ টাকা ৬০ পয়সা।

১,৩২২ কোটি টাকা মুনাফা বিএটিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত বহুজাতিক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) শেয়ারধারীদের মোট ৮১০ কোটি টাকা লভ্যাংশ দেবে। এ দেশে ব্যবসা করে কোম্পানিটি চলতি বছরের ৯ মাসে যে মুনাফা করেছে, তা থেকে এই লভ্যাংশ বিতরণ করা হবে। গত মঙ্গলবার কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিএটিবি গতকাল স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে লভ্যাংশের এই তথ্য বিনিয়োগকারীদের জানিয়েছে। ঘোষণা অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসের মুনাফা থেকে শেয়ারধারীদের প্রতি শেয়ারের বিপরীতে ১৫০ শতাংশ বা ১৫ টাকা করে লভ্যাংশ দেওয়া হবে। কোম্পানিটির মোট শেয়ারের সংখ্যা ৫৪ কোটি। সেই হিসাবে প্রতি শেয়ারে ১৫ টাকা করে লভ্যাংশ বাবদ শেয়ারধারীদের মোট ৮১০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। এর মধ্যে কোম্পানির বিদেশি মালিকেরা (উদ্যোক্তা-পরিচালক) পাবেন প্রায় ৫৯১ কোটি টাকা। কারণ, এটির ৭৩ শতাংশ শেয়ারই তাঁদের হাতে। বাকি ২৭ শতাংশ শেয়ারের মালিকানা রয়েছে ব্যক্তিশ্রেণি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে। লভ্যাংশ বাবদ তারা পাবে ২১৯ কোটি টাকা।

বিএটিবির আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ৯ মাস জানুয়ারি-সেপ্টেম্বরে কোম্পানিটি প্রায় ১ হাজার ৩২২ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। এই মুনাফার প্রায় ৬০ শতাংশই তারা লভ্যাংশ হিসেবে বিতরণ করবে। বছরের প্রথম ৯ মাসে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) দাঁড়িয়েছে ২৪ টাকা ৪৯ পয়সা, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ২৫ টাকা ১১ পয়সা।

বড় লোকসানে ন্যাশনাল ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেসরকারি ন্যাশনাল ব্যাংক চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে ১ হাজার ৭৬৮ কোটি টাকা লোকসান করেছে; যা গত বছরের একই সময়ের ১ হাজার ১২৪ কোটি টাকার চেয়ে ৬৪৪ কোটি টাকা বেশি। বিপুল লোকসানের কারণ হিসেবে ব্যাংকটি জানিয়েছে, বছরের প্রথম ৯ মাসে ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে কোনো সুদ আদায় করতে পারেনি তারা। অথচ আমানতকারীদের বিপুল সুদ দিতে হয়েছে। জানা গেছে, সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকটি থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ তুলে নিয়েছেন আমানতকারীরা। এ কারণে আমানতকারীদের সুদ ও আসল বাবদ বড় অঙ্কের অর্থ শোধ দিতে হয়েছে। তাতে বছরের তৃতীয় প্রান্তিক শেষে ব্যাংককে পরিচালন লোকসান গুনতে হয়েছে।

আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে ন্যাশনাল ব্যাংকের শেয়ারপ্রতি লোকসান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ টাকা ৪৯ পয়সা, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৩ টাকা ৪৯ পয়সা। ৯ মাসের ১ হাজার ৭৬৮ কোটি টাকার লোকসানের মধ্যে গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকেই হয়েছে ৬৯৯ কোটি টাকা।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ন্যাশনাল ব্যাংকের কর্তৃত্ব চলে যায় সিকদার পরিবারের হাতে। ব্যাংকের চেয়ারম্যান হন জয়নুল হক সিকদার। পরে নিজের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন ও দলীয় নেতাদের পর্ষদে যুক্ত করে ব্যাংকটির একক নিয়ন্ত্রণ নেন তাঁরা। এরপর শুরু হয় বড় ধরনের অনিয়ম। এরপর এই ব্যাংকের কেবল অবনতিই হয়।

করপোরেট সংবাদ

ইস্টার্ন হাউজিংয়ের ১৯% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন

গতকাল বুধবার ইস্টার্ন হাউজিং লিমিটেডের ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেয়ারধারীদের জন্য ১৯ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়েছে। ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক মো. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় পরিচালক সুরাইয়া বেগম, আবু লুৎফে ফজলে রহিম খান, মো. আব্দুর রহিম চৌধুরী, মো. মোস্তাফিজুর রহমান; স্বতন্ত্র পরিচালক কাশেম হুমায়ুন; ব্যবস্থাপনা পরিচালক ধীরাজ মালাকার; সিএফও আসাদুল ইসলাম; অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রধান মো. মনিরুজ্জামান ও কোম্পানি সচিব সেলিম আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

সোনালী ব্যাংকের নতুন এমডি শওকত আলী খান

শওকত আলী খান

মো. শওকত আলী খান গতকাল বুধবার সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে যোগ দিয়েছেন। ২১ অক্টোবর অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁকে সোনালী ব্যাংকের এমডি ও সিইও হিসেবে তিন বছরের জন্য নিয়োগ দেয়। এর আগে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের (বিকেবি) এমডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কৃষি ব্যাংকের এমডি হওয়ার আগে মো. শওকত আলী খান রূপালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) ছিলেন। তিনি ১৯৯৮ সালে বিআরসির মাধ্যমে নিয়োগ পেয়ে রূপালী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার পদে যোগ দেন।

২৬ বছরের কর্মজীবনে তিনি রূপালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা, স্থানীয় কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের এইচআর, শিল্প ঋণ, এসএমই, আইটি, ট্রেজারি, সংস্থাপন, আইন, কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ এবং আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি রূপালী ব্যাংকের প্রধান রিস্ক অফিসার, ক্যামেলকো ও ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি ছিলেন। শওকত আলী খান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি লাভ করেন।

বিজ্ঞপ্তি

ইউসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) পরিচালনা পর্ষদের ৫০১তম সভা গত মঙ্গলবার ঢাকার গুলশানের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকের চেয়ারম্যান শরীফ জহিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ভাইস চেয়ারম্যান মো. সাজ্জাদ হোসেন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান মো. ইউসুফ আলী, অডিট কমিটির চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ মামদুদুর রশীদসহ ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় জানানো হয়, চলতি ২০২৪ সালের প্রথম ৯ মাসে ইউসিবির নিট মুনাফা ৩২% বেড়ে ২৬২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। **বিজ্ঞপ্তি**

বিদেশি তহবিলে ঘুরে দাঁড়াতে চায় ন্যাশনাল ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেসরকারি ন্যাশনাল ব্যাংক বিদেশি তহবিল এনে ঘুরে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। ২০ কোটি ডলারের বিদেশি ঋণ আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ। এই তহবিল ঋণপত্র (এলসি) খোলার কাজে ব্যবহার করা হবে। ঋণপত্র খুলতে শতভাগ নগদ টাকা জমা নেবে। পাশাপাশি অন্যান্য ব্যাংক এবং গ্রাহকের কাছেও বিক্রি করবে বিদেশ থেকে আনা ডলার। এতে যে টাকার সংস্থান হবে, তা দিয়ে গ্রাহক চাহিদা মেটাতে চায় ব্যাংকটি।

এ ছাড়া ব্যাংকটি ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার ও নতুন আমানত সংগ্রহ করে ঘুরে দাঁড়াতে চায়।

জানা গেছে, এই তহবিল ব্যবস্থাপনায় রয়েছে জিম্বাবুয়ের একটি প্রতিষ্ঠান। তহবিলটি আসবে নিউইয়র্কের জেপি মরগ্যান ব্যাংকের মাধ্যমে। ঋণের মেয়াদ ১০ বছর, বার্ষিক সুদের হার প্রায় ৫ শতাংশ। প্রথম তিন বছর ঋণ পরিশোধে বিরতি মিলবে। এই ঋণ পাওয়া যাবে স্ট্যান্ড বাই লেটার অব ক্রেডিট (এসবিএলসি) খোলার বিপরীতে।

জানতে চাইলে ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা ব্যাংকের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ জন্য দেশি-বিদেশি সহায়তা নেওয়া হচ্ছে।'

স্ট্যান্ড বাই লেটার অব ক্রেডিট (এসবিএলসি) এক প্রকার পেমেন্ট গ্যারান্টি, যা গ্রাহকের পক্ষে ব্যাংক প্রদান করে থাকে। কোনো চুক্তিতে দুটি পক্ষ যদি ভিন্ন দেশের হয় এবং চুক্তির শর্ত যথাযথভাবে পরিপালিত না হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে কোনো পক্ষ তার অনুকূলে এসবিএলসি চাইতে পারে। ।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর নানা অনিয়মে জর্জরিত এই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিবর্তন আনে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে ব্যাংকটি আগে থেকে চলা তারল্যসংকট থেকে এখনো বের হতে পারেনি। ফলে গ্রাহকেরা চাহিদামতো টাকা উত্তোলন করতে পারছেন না। ব্যাংকটির ৪৯ শতাংশ ঋণই এখন খেলাপি।

জানা গেছে, গত ৩০ জুন ব্যাংকটিতে মোট আমানত ছিল ৩৯ হাজার ৮১৩ কোটি টাকা, যা গত ২৩ অক্টোবর কমে হয়েছে ৩৮ হাজার ১৯৯ কোটি টাকা। ৩০ জুন ঋণ ছিল ৪২ হাজার ৫১০ কোটি টাকা, যা ২৩ অক্টোবর কমে হয় ৪২ হাজার ১৭১ কোটি টাকা। ঋণ আদায় জোরদার করায় ঋণ কছিুটা কমেছে।

সূত্র জানায়, ব্যাংকটি খেলাপি ও পুনঃতফসিল করে গত জুলাই মাসে ৬৪ কোটি টাকা ও আগস্টে ৫৩ কোটি টাকা আদায় করে। তবে সেপ্টেম্বরে ঋণ আদায় বেড়ে ১০৫ কোটি টাকায় ওঠে। চলতি মাসে ঋণ আদায় হয়েছে ৮৪ কোটি টাকা।

সরকার পরিবর্তনের পর গত ২০ আগস্ট ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বিলুপ্ত করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। একই সঙ্গে ব্যাংকটি পরিচালনার জন্য নতুন পর্ষদ গঠন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নতুনভাবে পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেন ব্যাংকটির উদ্যোক্তা ও সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু।

সোনার ভরি ১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের বাজারে সোনার দাম আরও বেড়েছে। এ দফায় প্রতি ভরিতে দাম বেড়েছে ১ হাজার ৫৭৫ টাকা। তাতে ভালো মানের ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৫২৬ টাকায়। এটি দেশের ইতিহাসে সোনার সর্বোচ্চ দাম।

বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) গতকাল বুধবার রাতে সোনার দাম বাড়ানোর ঘোষণা দেয়। নতুন দর আজ বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর হবে। তবে রুপার দামে কোনো পরিবর্তন হয়নি। হলমার্ক করা ২২ ক্যারেট রুপার ভরি ২ হাজার ১০০ টাকা থাকছে।

জুয়েলার্স সমিতির তথ্যানুযায়ী, ২২ ক্যারেট সোনার ভরি আজ থেকে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৫২৬ টাকায় বিক্রি হবে। দাম বাড়ার পর প্রতি ভরি ২১ ক্যারেট মানের সোনা ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫ টাকা ও ১৮ ক্যারেট মানের সোনা ১ লাখ ১৭ হাজার ৪৩৩ টাকায় বিক্রি হবে। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনা বিক্রি হবে ৯৬ হাজার ৫২০ টাকায়।

গতকাল পর্যন্ত ২২ ক্যারেট সোনার ভরি ছিল ১ লাখ ৪১ হাজার ৯৫১ টাকা। এ ছাড়া ২১ ক্যারেট ১ লাখ ৩৫ হাজার ৫০১ টাকা, ১৮ ক্যারেট ১ লাখ ১৬ হাজার ১৩৮ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার ভরি ছিল ৯৫ হাজার ৪২৩ টাকা।

অলংকরণ : আরাফাত করিম

এ যুগের মেয়র

বেগম সুফিয়া কামালের 'আজিকার শিশু' অবলম্বনে লিখেছেন **ফয়েজ রেজা**

তোমাদের যুগে তোমরা যখন খেলেছ পুতুল খেলা
আমরা এ যুগে সেই বয়সেই পার্কে কাটাই বেলা।

তোমরা যখন আকাশের তলে ওড়ায়েছ শুধু ঘুড়ি
আমরা তখন মানুষের টাকা আকাশে, বাতাসে ছুড়ি।

উত্তর সিটি, দক্ষিণ সিটি, দ্যুলোকে ভূলোকে টাকা
ড্রেনে ম্যানহোলে কাঁচা টাকা দোলে, মেয়রের কোলে ঢাকা।

তোমরা তো ঢাকার অজানা কাহিনি কিছুই জানো না সবে
ঢাকার পুকুরে টাকার কুমির তোমরা কীভাবে হবে?

তোমরা তো কোনো নেতা, আমলা বা মেয়র হবে না আর
তোমাদের ঘরে স্যাঁতসেঁতে মাটি, যেখানে অন্ধকার।

আমরা তো ঢাকা তিলোত্তমার অঙ্গ পুষ্ট করে
চরকিতে চড়ে জাদুর শহরে ঘুরেছি হৃদয় ভরে।

আমাদের গানে কলকলতানে দখল হয়েছে নদী
সে নদীর তলে যত ঢালো জল, বইবে না নিরবধি।

আমরা গড়েছি আধুনিক ঢাকা পার্কে ফুটিয়ে ফুল
টাকার শহরে গরিব রয়েছ, তোমরা করেছ ভুল।

কুকুর ও গাধা

সর্দারজি প্রতিদিন সকাল তাঁর কুকুরটা নিয়ে হাঁটতে বের হন। একদিন এক বন্ধু দেখে বলল, 'আরে, এত সকালে গাধাটাকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ, শুনি?'
সর্দারজি বললেন, 'অন্ধের মতো কথা বলছ কেন? দেখছ না, এটা আমার কুকুর। গাধা কোথায় দেখলে?'
বন্ধু : আমি তো তোমাকে না, প্রশ্ন করেছি তোমার কুকুরটাকে।

ভিক্ষুক

রাস্তায় এক ভিক্ষুক ধরলেন তরফদার সাহেবকে। 'বাবা, ১০টা টাকা দেবেন?'
'রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছ! তোমার লজ্জা করে না?' তরফদার বলেন।
'এইডা কী কন! রাস্তায় দাঁড়ামু না তো কী করুম? আপনার কাছ থেইকা ১০ টাকা ভিক্ষা নিতে এখন অফিস খুইলা বসুম?' ভিক্ষুকের জবাব।

অনেক আগের কথা

বন্ধুদের আড্ডায় সর্দারজি—
সর্দারজি : জানিস, ছোটবেলায় না একবার আমি ২০ তলা থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।
বন্ধু : তাই নাকি! তা সে সময় তুই বেঁচে গিয়েছিলি, না মরে গিয়েছিলি?
সর্দারজি : তোর মাথায় কি গোবর? গাধা, অত পুরোনো ঘটনা কারও মনে থাকে?

ব্যাংক ডাকাতি শিখতে চেয়ে আলম সাহেবের কাছে চিঠি

মাহবুব আলম (এই আলম কিন্তু সেই আলম নন)

প্রিয় স্যার,

আশা করি ভালো আছেন। ব্যাংকের টাকা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে বিশ্বের প্রথম প্রাকৃতিক ভল্ট হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নেওয়ায় আমরা আপনাকে নিয়ে গর্বিত।

ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে আপনার মতো স্বনামধন্য ব্যাংক ডাকাত হব। জেনে অবাক হবেন, ছোটবেলায় স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় 'তোমার জীবনের লক্ষ্য' রচনায় আমি লিখেছিলাম—বড় হয়ে ব্যাংক ডাকাত হব। ফলস্বরূপ ক্লাস টিচার আমার কান ধরে এমনই টান দিয়েছিলেন যে আরেকটু হলেই কানের সঙ্গে মাথার 'লং ডিসট্যান্স রিলেশনশিপ' হয়ে যেত। তাই বলে আমি কিন্তু জীবনের লক্ষ্য ভুলে যাইনি।

কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তবতার পার্থক্য বিস্তর। ব্যাংক ডাকাত হব কী করে, চোখের সামনে কোনো আইডল দেখতে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে আপনার সন্ধান পেলাম। কী দারুণ আপনার প্রতিভা! মুখ কালো কাপড়ে ঢাকতে হয়নি, অস্ত্র নিয়ে ব্যাংকে ঢুকে পড়তে হয়নি, এমনকি ভল্টে ঢুকে টাকা বস্তায়ও ভরতে হয়নি। সমাজে ব্যাংক ডাকাত নয়, বরং 'স্বনামধন্য শিল্পপতি' হিসেবে সুনামও কুড়িয়েছেন। ডাকাত বলতে এ দেশের মানুষ এখনো হাতে দা-বঁটি নিয়ে মাঙ্কি টুপি পরা মানুষকে কল্পনা করে। আমজনতার মান্ধাতার আমলের এসব চিন্তাভাবনা জাদুঘরে পাঠিয়ে 'ব্যাংক ডাকাতি'র মতো একটি প্রাচীন পেশাকে আপনি দিয়েছেন আধুনিকতার ছোঁয়া। আপনিই প্রথম দেখিয়েছেন, ডাকাতি করতে এ রকম অদ্ভুত বেশ ধরতে হয় না। বুদ্ধি থাকলে নিজের বাসা কিংবা অফিসে বসেও দূর দূরান্তের ব্যাংক খালি করে দেওয়া যায়।

আমরা সবাই জানি, অর্থই অনর্থের মূল। অর্থাৎ এই অর্থ যত বেশি মানুষের হাতে থাকবে, তত বেশি মানুষের জীবন অনর্থক হয়ে থাকবে। মানুষের অনর্থক জীবনকে অর্থবহ করার দূত হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছে আপনার। ব্যাংকে রাখা মানুষের সব টাকা নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। এদিকে যাঁদের নামে অর্থ জমা ছিল, তাঁরাও ফিরে পেয়েছেন এক নতুন জীবন। এখন তাঁদের অর্থ নাই। তার মানে তাঁদের জীবন এখন আর অনর্থক নয়, বরং সার্থক। দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা না থাকলে কেউ এ রকম নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারে না। স্যালুট আপনাকে। দেশের রপ্তানি খাতেও আপনার অনবদ্য অবদানের কথা অনেকেই স্বীকার করতে চান না। দেশ থেকে আপনি যে পরিমাণ টাকা বিদেশে রপ্তানি করেছেন, সেটা আর কে করতে পেরেছে শুনি?

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা যে ক্যাশলেস বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি, তার স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রবক্তা, উদ্যোক্তা, মাস্টারমাইন্ড—সবই যে আপনি, এই বিষয়টি এখনো অনেকেই জানে না। দেশে যেমন ডিজিটাল লেনদেনের প্রসার ঘটিয়ে ক্যাশলেসে রূপান্তরিত হওয়া যায়, তেমনি টাকা উধাও করেও ক্যাশলেস হওয়া যায়। অনেক ব্যাংককে ক্যাশলেসে রূপান্তরের মাধ্যমে আপনিই আমাদের দেখিয়েছেন, শুধু সামান্য একটু ইচ্ছা আর মাথার ওপর একটু আশীর্বাদ থাকলে ক্যাশলেস বাংলাদেশ কেন, ক্যাশলেস পৃথিবীর স্বপ্ন-পূরণও সম্ভব।

একজন আন্তর্জাতিক মানের ব্যাংক ডাকাত বাংলাদেশে আছে, ভাবতেই বুকটা গর্বে ভরে যায়। আপনি শুধু একজন কিংবদন্তি ডাকাতই নন, দুর্দান্ত জিনিয়াসও বটে। একের পর এক ব্যাংক খালি করে দিয়েও নিজের শরীরে একটা গোলাপের কাঁটার খোঁচা পর্যন্ত লাগতে দেননি। অথচ ছোট বোনের সামান্য মাটির ব্যাংকে হাত দেওয়ায় পারিবারিকভাবে কত অপমান সহ্য করতে হয়েছে আমাকে! আপনিই বলুন, আমার মতো স্বপ্নবাজ তরুণের জন্য এটি কি মানহানিকর নয়?

আপনার দেখানো পথের পথিক হতে চাই। কীভাবে এই কাজগুলো করলেন, সেটি শেখাতে একটা অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করুন, স্যার। আমি নিশ্চিত, মুখে প্রকাশ না করলেও এ দেশের অনেক মানুষই আপনার মতো সফল ব্যাংক ডাকাত হতে চান। তাঁদের মধ্যে আমিও একজন। আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখি, যেদিন আপনার কাছ থেকে 'অনলাইন ক্লাস' করে স্বাবলম্বী হবে দেশের অসংখ্য তরুণ।

ইতি,
আপনার একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত

● রম্য

কেমন হতো, যদি ডিম, ফুলকপি, আলু, মাছ, পেঁয়াজ, সবাই একই ক্লাসে পড়ত? সেটাই ভেবেছেন **এম জাহিদুল ইসলাম**

কাঁচাবাজার মডেল স্কুল

মাছ
সব সময় ফার্স্ট বেঞ্চে বসে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে। ক্লাসের মনোযোগী ছাত্র হলেও তার অবশ্য খুব একটা অহংকার নেই। নিজের মতো থাকে।

ফুলকপি
বড়লোক বাবার একমাত্র মেয়ে। ক্লাসের বডিবিল্ডার বাঁধাকপি তার প্রেমে বাঁধা পড়তে চেয়েছিল, কিন্তু পাত্তা না পেয়ে শেষে বিএফএফ (বেস্ট ফ্রেন্ড ফরএভার) হয়ে বসে আছে।

আলু
সব কাজের কাজি। ক্লাসের যেকোনো আয়োজনে তার ডাক পড়বেই পড়বে। কিন্তু অনেকেই তাকে 'প্লেবয়' (পড়ুন প্লে-সবজি) বলে মশকরা করে। শোনা যায়, সবার সঙ্গে ঢলাঢলি করা তার পুরোনো বদভ্যাস।

ঝিঙা, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল
কেউ কেউ তাদের যমজ ভেবে ভুল করে। দেখতে একই রকম। পাশাপাশি বেঞ্চে বসে। তবে কেউ বেশি ঘষাঘষি করতে গেলে দুটো তিতা কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না।

ডিম
অন্য স্কুল থেকে এসেছে। এখানে টপার হওয়ার দৌড়ে আছে। ভারি অহংকার তার। মাটিতে পা পড়তেই চায় না।

টমেটো
ক্লাসের সবচেয়ে লাজুক মেয়ে। লজ্জায় লাল হয়ে থাকলেও সবার উপকারেই এগিয়ে আসে।

পেঁয়াজ
দেখতে-শুনতে ছোট হলেও ভারী ভাব তার। হবেই-বা না কেন? ক্রিকেটে মাঠে হানড্রেড করা যেন তার বাঁ হাতের খেল।

মিষ্টিকুমড়া
প্রেমিক মন ছিল তার। ইদানীং ছ্যাঁকা খেয়ে মন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তবে ছ্যাঁকা কে দিয়েছে, তা বাজার-মালিকের মুখ থেকে বের করা যায়নি।

কাঁচা মরিচ, শসা, গাজর
একসঙ্গে চলে। ক্লাসে তাদের সবাই 'সালাদ' বলে ডাকে। এতে তারা খুশিই হয়। তবে এই গ্রুপের সদস্য শসা সবচেয়ে ভালো। অবশ্য রমজান মাস এলে সবাই তাকে একটু বেশিই দাম দেয়।

প্রিয় আ র,

এল ক্লাসিকো জিতে আনন্দে আত্ম[ছবি]া হতেই পারিস, সমস্যা নেই। কিন্তু তাই বলে ভাবিস না ক্লাব হিসেবে [ছবি] আমাদের চেয়ে এগিয়ে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আলোচনা নাহয় বাদই দিলাম, বেশিসংখ্যক এল ক্লাসিকো কিন্তু [ছবি] মাদ্রি[ছবি] জিতেছে। তা ছাড়া ভিনিসিয়ুসের বদলে রদ্রি ব্যালন ডি'অর জেতার পর তোদের যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখছি, তাতে তো মনে হচ্ছে, রদ্রি আসলে বার্সার প্লেয়ার! এ জন্যই তোদের মতো টক্সিক [ছবি]দের সঙ্গে কথা বলতে মন চায় না। উয়েফার ষড়যন্ত্রে যে ভিনিসিয়ুসকে ব্যালন ডি'অর থেকে বঞ্চিত করা হলো, ইউসুফ সর[ছবি]কে সে জন্য [ছবি]ম মূল্য দিতে হবে।

ইতি,

প্র

আইডিয়া : **আশফাকুর রহমান**

সঠিক জায়গায় সঠিক শব্দ বসিয়ে লেখাটি সম্পূর্ণ করুন। লটারির মাধ্যমে দুজন সঠিক উত্তরদাতাকে দেওয়া হবে ৩০০ ও ২০০ টাকার মুঠোফোন রিচার্জ। তাই উত্তরের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন আপনার মুঠোফোন নম্বর। ৪ নভেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে। **খামের ওপর লিখতে হবে :** কথাcom, *প্রথম আলো*, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। অথবা **ই-মেইল** করুন : kothacom@prothomalo.com

ছবির ধাঁধা ৬৪ বিজয়ী
১. **বাপপি শাহরিয়ার,** মিরপুর-১২, ঢাকা
২. **সামিয়া শাররিন,** বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

ছবির ধাঁধা ৬৪-এর উত্তর
সান, পত্র, বই, লতি, যোগ, রায়, দা, বিল

২১০০ সালের অটোরিকশা

লেখা : **মো. সাইফুল্লাহ**
আঁকা : **সব্যসাচী চাকমা**

মাফ করবেন। আপনার যদি সময় থাকে, আমাকে কি একটু আপনাদের শহরটা ঘুরিয়ে দেখাবেন?

আপনি না বললেন ব্যাটারিচালিত? কই, এইটা তো প্যাডেল রিকশা।

টিকটকের প্রতিষ্ঠাতা চীনের শীর্ষ ধনী

টিকটকের মূল প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সের সহপ্রতিষ্ঠাতা ঝাং ইমিং এখন চীনের শীর্ষ ধনী। বিবিসি

সংক্ষেপে

রাশিয়া

নতুন পারমাণবিক অস্ত্রের মহড়া

নতুন করে পারমাণবিক অস্ত্রের মহড়া চালিয়েছে রাশিয়া। গত মঙ্গলবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের তত্ত্বাবধানে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি মস্কোর পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের নীতি পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। ২০২২ সালে ইউক্রেনে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেওয়ার পর বেশ কয়েকবার যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন পুতিন। গত মাসে তিনি বলেছিলেন, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্য রাশিয়ার আইন সংশোধন করা হয়েছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মহড়ায় একটি আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। কামচাতকা উপদ্বীপের একটি স্থান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে।
এএফপি, *মস্কো*

সুদান

দেড় কোটি বাস্তুচ্যুত

আফ্রিকার দেশ সুদানে ১ কোটি ৪০ লাখের বেশি মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাদের কেউ দেশের ভেতরে অন্য কোনো জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে, আবার কেউ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে অন্য দেশে চলে গেছে। গৃহযুদ্ধকবলিত দেশটিতে শুধু গত মাস থেকেই প্রায় দুই লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) মহাপরিচালক অ্যামি পোপ গত মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছেন। অ্যামি পোপ সাংবাদিকদের বলেন, দেশের ১ কোটি ১০ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ৩১ লাখ মানুষ সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে। সুতরাং সব মিলে এখন ১ কোটি ৪০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত অবস্থায় ছুটে বেড়াচ্ছে।
রয়টার্স, *জেনেভা*

স্পেন

বন্যায় ৫১ জনের মৃত্যু

স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যায় অন্তত ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার দেশটির উদ্ধার তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত বিভাগের পক্ষ থেকে এক্স বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। মুষলধারে বৃষ্টির কারণে এই বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধার তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, সেখানে এখনো মরদেহ উদ্ধার ও শনাক্তের কাজ চলছে। ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চলের প্রধান কার্লোস ম্যাজন সাংবাদিকদের বলেন, বন্যার কারণে ফোন লাইন বিকলের পাশাপাশি সেখানকার অনেক জায়গা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। কিছু জায়গায় সড়ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মঙ্গলবারের এক ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, পানির স্রোতে সড়ক থেকে গাড়ি ভেসে যাচ্ছে।
এএফপি, *মাদ্রিদ*

উদ্‌যাপন

কম্বোডিয়ার রাজা নরোদম সিহামনির সিংহাসনে আরোহণের ২০তম বার্ষিকী ছিল গতকাল। এ উপলক্ষে নেচে-গেয়ে তা উদ্‌যাপনে মেতেছেন শিল্পীরা। গতকাল দেশটির রাজধানী নমপেনের রাজপ্রাসাদের সামনে। ছবি : এএফপি

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ পাশে ভাষণ দিচ্ছেন। গত মঙ্গলবার ওয়াশিংটন ডিসিতে। ছবি : এএফপি

বিশৃঙ্খলা নয়, স্বাধীনভাবে বাঁচার ডাক কমলার

ফ্লোরিডায় মার-আ-লোগো রিসোর্টে কমলার হোয়াইট হাউসের কাছে সমাবেশের সমালোচনা করেছেন ট্রাম্প।

- নির্বাচনে কমলা ও ট্রাম্পের মধ্যে এখনো হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।
- রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'দাঙ্গাবাজ' হিসেবে তুলে ধরছেন কমলা।

দ্য গার্ডিয়ান

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এক সপ্তাহের কম সময় বাকি। এখনো সিদ্ধান্তহীন ভোটারদের কাছে ছুটে যাচ্ছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস। তিনি নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বকে নির্বাচিত করার জন্য ভোটারদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন। এ ছাড়া প্রতিপক্ষ রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'দাঙ্গাবাজ' হিসেবে তাঁদের সামনে তুলে ধরছেন।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের কাছে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ওয়াশিংটনে চার বছর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে স্থান থেকে সমর্থকদের ক্যাপিটলে দাঙ্গা করার জন্য উসকে দিয়েছিলেন, সেখানে দাঁড়িয়েই কমলা হ্যারিস নির্বাচনী প্রচার করেন। কমলা তাঁর নির্বাচনী সমাবেশে সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রবাসীর জন্য স্বাধীনভাবে বাঁচার অথবা বিশৃঙ্খলতা ও বিভাজনের মধ্যে শাসিত হওয়ার মধ্যে যেকোনো একটি পথ বেছে নিতে হবে।

আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলা ও ট্রাম্পের মধ্যে এখনো হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

হোয়াইট হাউসের সাউথ লনের কাছে ইলিপসের সমাবেশে হাজারো সমর্থকের উদ্দেশে কমলা বলেন, 'আমি আপনাদের ভোট চাই।' কমলার এই বক্তব্যকে এবারের নির্বাচনে তাঁর সমাপনী বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরছে তাঁর প্রচারশিবির। হ্যারিস তাঁর বক্তব্যে ভোটারদের কাছে প্রেসিডেন্ট হলে দ্রব্যমূল্য কমানো, গর্ভপাতের অধিকার রক্ষা ও অভিবাসী সমস্যার সমাধানের মতো বিষয়গুলো সামলানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কমলা বলেন, ৯০ দিনের কম সময়ের মধ্যে হয় ডোনাল্ড ট্রাম্প, না হয় আমি ওভাল অফিসে থাকব। এ সময় কমলার সমর্থকেরা তাঁর নাম ধরে স্লোগান দিতে থাকেন। কমলা এ সময় আরও বলেন, 'ট্রাম্প যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, তাহলে তিনি শত্রুদের তালিকা হাতে নিয়ে কাজ শুরু করবেন। অন্যদিকে আমি প্রেসিডেন্ট হলে আমার হাতে থাকবে করণীয় বিষয়ের তালিকা।'

এদিকে গত মঙ্গলবার ফ্লোরিডায় মার-আ-লোগো রিসোর্টে কমলার এই সমাবেশের সমালোচনা করেন ট্রাম্প। তিনি একে 'অবাধ প্রেম উৎসব' বলে মন্তব্য করেন।

কমলার হুঁশিয়ারি

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়, ডোনাল্ড ট্রাম্প লাগামহীন ক্ষমতার পেছনে ছুটছেন বলে সতর্ক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। তাঁর সবচেয়ে বড় নির্বাচনী সমাবেশে উপস্থিত লাখো জনতার সামনে তিনি এ সতর্কবার্তা দেন।

কমলার নির্বাচনী প্রচারশিবিরের হিসাব অনুযায়ী, সমাবেশে এসেছিলেন ৭৫ হাজারের বেশি মানুষ। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলে হামলার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উগ্র সমর্থকেরা যেখানে তাঁর সঙ্গে জড়ো হয়েছিলেন, সেখানেই এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো।

ট্রাম্প ফ্যাসিবাদী নন

ডেমোক্র্যাটদের পক্ষ থেকে ট্রাম্পকে 'ফ্যাসিবাদী' ও 'নাৎসি' বলে নানা মন্তব্য করা হচ্ছে। অ্যাডলফ হিটলারকে ট্রাম্প 'পছন্দ করতেন', এমন অভিযোগ ওঠার পর সমালোচকদের আক্রমণের মুখে স্বামীর পক্ষে এগিয়ে এসেছেন সাবেক ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, তাঁর স্বামী 'হিটলার নন'।

লাদাখের ডেপস্যাং ও ডেমচক থেকে সেনা সরাল ভারত ও চীন

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

পূর্ব লাদাখের ডেপস্যাং ও ডেমচকে ভারত ও চীনা ফৌজ মুখোমুখি অবস্থান থেকে সরে এসেছে। দুই দেশের চুক্তি ও বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করেই এই সিদ্ধান্ত।

ভারতের সেনা কর্তৃপক্ষ সূত্র গতকাল বুধবার এই খবর দিয়ে জানিয়েছে, আজ দীপাবলি উপলক্ষে দুই দেশের সেনানীরা একে অপরকে মিষ্টি বিতরণ করবে। তারপর ঠিক করা হবে ওই এলাকায় চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশের বাহিনী কবে থেকে টহল দেওয়া শুরু করবে।

সূত্র অনুযায়ী, এটা হলো দুই দেশের বাহিনীর ২০২০ সালের পূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়া। চার বছর ধরে ভারত এই কথাই বারবার বলে এসেছে যে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) চার বছর আগের স্থিতাবস্থা ফেরত না এলে দুই দেশের সম্পর্ক আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারবে না।

সেনা সূত্র জানিয়েছে, মুখোমুখি অবস্থান থেকে সেনানীরা পিছিয়ে গেছে কি না, তা যাচাইয়ের কাজ দুই পক্ষই চালিয়ে যাচ্ছে। সে বিষয়ে নিশ্চিত হলেই দুই বাহিনী টহল দেওয়া শুরু করবে। দুই দেশের সেনা কমান্ডাররা টহলদারির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

২১ অক্টোবর দুই দেশ পূর্ব লাদাখের বিভিন্ন এলাকায় সেনা অবস্থান নিয়ে চুক্তির কথা ঘোষণা করে। ভারত ওই বোঝাপড়াকে 'চুক্তি' বললেও চীন অবশ্য তা 'গুরুত্বপূর্ণ বোঝাপড়া' বলে অভিহিত করেছিল। তখনই বলা হয়েছিল, এক সপ্তাহের মধ্যে ডেপস্যাং ও ডেমচকে সেনাবাহিনীর 'ডিজএনগেজমেন্ট' বা বিচ্ছিন্নকরণ হয়ে যাবে।

সে অনুযায়ী গতকাল ৩০ অক্টোবর ডেপস্যাং ও ডেমচকে দুই দেশের স্থানীয় কমান্ডাররা বৈঠক করেন। ওই এলাকায় তৈরি করা অস্থায়ী কাঠামো ও সামরিক যানগুলো সরানো হয়েছে কি না, তা তদারক করা হয়। কোন পথ ধরে নিয়মিত টহলদারি চলবে, তা-ও ওই বৈঠকে স্থির করা হয়।

২০২০ সালের জুন মাসে পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে দুই দেশের সেনাবাহিনী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। সেই থেকে প্রকৃত সীমান্তরেখা এলএসি বরাবর দুই দেশ সেনা মোতায়েন বাড়ানোর পাশাপাশি সামরিক তৎপরতাও বাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধাবস্থা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের আগ্রাসন

লেবানন ঘিরে ইসরায়েলি হামলা জোরদারের মধ্যেই যুদ্ধবিরতির সাম্প্রতিক এ প্রচেষ্টার কথা জানাল যুক্তরাষ্ট্র।

রয়টার্স, *বৈরুত*

ইসরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতির একটি প্রস্তাব নিয়ে কাজ করছেন মার্কিন মধ্যস্থতাকারীরা। গতকাল বুধবার দুটি সূত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন। এ দুটি সূত্রের একজন যুদ্ধবিরতির আলোচনার বিষয়ে জ্ঞাত ও আরেকজন লেবাননের একজন জ্যেষ্ঠ কূটনীতিবিদ। তাঁরা বলেছেন, ২০০৬ সালে গৃহীত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত খসড়া অনুযায়ী দুই মাস সময় যুদ্ধবিরতি পূর্ণ বাস্তবায়নে কাজে লাগানো হবে। ২০০৬ সালে দক্ষিণ লেবাননকে অস্ত্রমুক্ত করতে এ খসড়া গৃহীত হয়েছিল।

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে বৈরুতে মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র সামা হাবিব বলেন, 'আমরা কূটনৈতিক সমাধান চাই, যা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত খসড়া ১৭০১ পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করার সুযোগ দেবে এবং সীমান্তের উভয় পাশে ইসরায়েলি ও লেবাননের বাসিন্দাদের তাঁদের বাড়িঘরে ফেরার সুযোগ সৃষ্টি করবে।'

লেবানন ঘিরে ইসরায়েলি হামলা জোরদারের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির সাম্প্রতিক এ প্রচেষ্টার কথা জানানো হয়েছে। এদিকে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী গতকাল লেবাননের পূর্বাঞ্চলের বালবেক শহর থেকে লোকজনকে সরে যেতে বলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দূত আমোস হোচস্টেইন নতুন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে কাজ করছেন। তিনি বলেন, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য আরও ভালো কৌশলের প্রয়োজন ছিল। কারণ, ইসরায়েল বা হিজবুল্লাহ কেউ-ই জাতিসংঘের খসড়া বাস্তবায়ন করেনি।

জ্যেষ্ঠ কূটনৈতিক সূত্র বলেছে, গত মাসে যুক্তরাষ্ট্র ২১ দিনের যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তার বদলে এখন ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তবে কূটনৈতিক সূত্র বলছে, যুদ্ধবিরতি করার জন্য চাপ দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন। কারণ, ইসরায়েল এখনো সরাসরি লেবাননে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে বিমান হামলা বা সামরিক অভিযান চালিয়ে যেতে চাইছে।

ইসরায়েলের চ্যানেল ১২ বলেছে, ইসরায়েল জাতিসংঘের খসড়া প্রস্তাবে পরিবর্তন চাইছে, যাতে তারা নিরাপত্তাহুমকি বোধ করলে অভিযান অব্যাহত রাখতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেভাগেই লেবাননে যুদ্ধবিরতির চুক্তি করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। একই রকমভাবে গাজা নিয়েও যুদ্ধবিরতির চুক্তি করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এক্সিওএসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, হোচেস্টেইন ও মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ব্রেট ম্যাকগ্রুক আজ বৃহস্পতিবার লেবাননে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করার চেষ্টা করবেন, যা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।

এদিকে কাতারের দোহায় হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের এক মাসের কম সময়ের জন্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করেছেন মধ্যস্থতাকারীরা।

খালিস্তানি নেতাদের হত্যাচেষ্টার ষড়যন্ত্রে অমিত শাহ জড়িত

অভিযোগ কানাডার

কানাডার উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড মরিসন সংসদীয় প্যানেলকে জানান, অমিত শাহর জড়িত থাকার বিষয়টি তিনি ওয়াশিংটন পোস্টকে বলেছেন।

রয়টার্স

অমিত শাহ

কানাডার মাটিতে খালিস্তানি নেতা বা শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হত্যা বা হত্যাচেষ্টা চালানোর পেছনে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর হাত আছে বলে অভিযোগ করেছে কানাডা সরকার। গত মঙ্গলবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ হিন্দুত্ববাদী নেতা অমিতের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তোলা হয়েছে।

কানাডার আগের অভিযোগগুলোকে ভিত্তিহীন উল্লেখ করে ভারত সরকার তা প্রত্যাখান করেছিল। খালিস্তানপন্থী আন্দোলনের শিখ নেতাকে হত্যা বা তাদের হত্যাচেষ্টায় কোনো ধরনের সম্পৃক্ততার অভিযোগ অস্বীকার করেছে তারা।

কানাডার কর্মকর্তারা যে খালিস্তানপন্থী আন্দোলনকারীদের হত্যাচেষ্টায় অমিত শাহর জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছেন, সে খবরটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রভাবশালী মার্কিন দৈনিক *ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ। এতে বলা হয়, কানাডায় শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের ওপর সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের পেছনে অমিত শাহর হাত আছে।

কানাডার উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড মরিসন গত মঙ্গলবার এক সংসদীয় প্যানেলকে জানান, তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ওই সংবাদমাধ্যমকে অমিত শাহর জড়িত থাকার বিষয়ে কথা বলেছেন।

কমিটিকে মরিসন বলেন, 'সাংবাদিক আমাকে ফোন দিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, এ ব্যক্তি সেই ব্যক্তি কি না। আমি নিশ্চিত করেছি, এই সেই ব্যক্তি।' তবে মরিসন এ নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি। এ-সংক্রান্ত কোনো প্রমাণও উপস্থাপন করেননি তিনি।

অটোয়ায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়নি।

খালিস্তানপন্থীদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে বিবেচনা করে থাকে ভারত সরকার। দেশটি তার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খালিস্তানপন্থীদের 'হুমকি' বলে মনে করে। শিখ আন্দোলনকারীরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'খালিস্তান' নামে স্বাধীন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে বিদ্রোহ চলাকালে শিখ সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৯৮৪ সালে শিখবিরোধী দাঙ্গার ঘটনাও আছে।

শীর্ষে 'লংলেগস'

ভ্যারাইটির বিচারে চলতি বছরের সেরা হরর সিনেমা হয়েছে ওসগুড পারকিনসের *লংলেগস*। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

এবার প্রেক্ষাগৃহে

জ্যাক অডিয়াঁরের *এমিলিয়া পেরেজ*-এ অভিনয় করে চলতি বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন ছবির চার অভিনেত্রী অ্যাড্রিয়ানা পাজ, জোয়ি সালদানা, সেলেনা গোমেজ ও ক্লারা সোফিয়া গ্যাসকন। ছবিটি এবার প্রেক্ষাগৃহে আসছে। আগামীকাল যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার হলে দেখা যাবে *এমিলিয়া পেরেজ* আর নেটফ্লিক্সে আসবে আগামী ১৩ নভেম্বর। **বিনোদন ডেস্ক**

এমিলিয়া পেরেজ-এ সেলেনা।
ছবি : আইএমডিবি

'বিজয় ৬৯'-এর ট্রেলার

মঙ্গলবার মুক্তি পেল অনুপম খের অভিনীত *বিজয় ৬৯* ছবির ট্রেলার। ৮ নভেম্বর নেটফ্লিক্সে ছবিটি মুক্তি পাবে। অক্ষয় রায় পরিচালিত এ ছবিতে ৬৯ বয়সী 'বিজয় ম্যাথু'র ভূমিকায় অনুপম খেরকে দেখা যাবে। আর তাঁর বন্ধুর চরিত্র করেছেন অভিনেতা চাঙ্কি পান্ডে। **প্রতিনিধি**, *মুম্বাই*

বিজয় ৬৯-এ অনুপম খের।
ছবি : ভিডিও থেকে

'ট্রেন টু বুসান' নির্মাতার নতুন সিনেমা

কলোনি নামে নতুন জম্বি সিনেমা নির্মাণ করছেন *ট্রেন টু বুসান* নির্মাতা ইয়ান সাং হো। আগামী বছরের শুরুতেই ছবিটির দৃশ্যধারণ শুরু হবে। এতে জুন জি হিয়ুন, কু কিয়ো হোয়ান, শিন হিয়ুন বিন, জি চ্যাং উকসহ আরও অনেকে অভিনয় করবেন। এর আগে *পেনিনসুলা*, *সিউল স্টেশনসহ* বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন ইয়ান সাং হো। **বিনোদন ডেস্ক**

'হ্যাঁ' বলবেন না রিজ

দুবার বিয়ে ভেঙেছে, তাই তৃতীয়বার আর হ্যাঁ বলার ইচ্ছা নেই। অভিনেত্রী রিজ উইদারস্পুন জানিয়েছেন, ব্যবসায়ী অলিভার হারম্যানের সঙ্গে প্রেম করছেন। তবে অলিভারকে বিয়ের পরিকল্পনা নেই বলেও জানান ৪৮ বছর বয়সী তারকা। **বিনোদন ডেস্ক**

রিজ উইদারস্পুন। রয়টার্স

হাঁসের সালুন-এর দৃশ্যে নিদ্রা দে নেহা। ছবি : চরকির সৌজন্যে

হ্যালোইনে মজেছে ওটিটি

সাম্প্রতিক

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুই সপ্তাহ আগে থেকেই বাড়ি বাড়ি ভয়ের আবহ তৈরি আর জম্বিসহ নানা সাজ ইউরোপ-আমেরিকায় এখন আর নতুন কিছু নয়। এর সঙ্গে ভিন্নমাত্রা যোগ করে টিভি, বড় পর্দা আর ওটিটি। দিনটিকে বিশেষ করে তুলতে সিনেমা সিরিজ মুক্তি এখন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিন দিন আমাদের দেশেও উৎসবে পরিণত হচ্ছে হ্যালোইন।

হলিউড-বলিউডের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইন্ডাস্ট্রিতে বিশেষ এই দিন উপলক্ষে হরর ঘরানার সিনেমা মুক্তি দেওয়া চাই। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আগে হ্যালোইন ঘিরে পর্দায় তেমন কোনো আয়োজন না থাকলেও এবার একসঙ্গে দুটি ওটিটি নিয়ে আসছে ভূতের গল্প। চরকিতে এসেছে ওয়েব সিরিজ *আধুনিক বাংলা হোটেল*-এর প্রথম পর্ব *বোয়াল মাছের ঝোল*। অন্যদিকে দীপ্ত প্লেতে মুক্তি পাচ্ছে ওয়েব ফিল্ম *বিভাবরী*।

সম্প্রতি ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম চরকির একটি ফেসবুক পোস্ট ভক্তদের নজর কাড়ে। সেখানে লেখা, 'দেশি খাবারের সঙ্গে পরিমাণমতো ভূত নিয়ে আসছেন মোশাররফ করিম।' সেই সঙ্গে আলোচনায় আসে খাসি, হাঁস ও মাছ নিয়ে মোশাররফ করিমের ব্যতিক্রমী পোস্টার। জানা যায়, হ্যালোইন নিয়েই এই আয়োজন।

কেন হ্যালোইন উপলক্ষে ভৌতিক রহস্যের গল্প নিয়ে আসছে চরকি, এমন প্রশ্নে চরকির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেদওয়ান রনি বলেন, 'শুরু থেকে চরকি তাদের দর্শকদের নানা স্বাদের কনটেন্ট দিয়ে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার যোগ হচ্ছে ভিন্নমাত্রা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হ্যালোইন উদ্‌যাপিত হলেও বাংলাদেশে এর ছোঁয়া লেগেছে সম্প্রতি। দিনটি উদ্‌যাপনে নানা আয়োজনও দেখা যায়। এ সময়কে মাথায় রেখে ভৌতিক ঘরানার কনটেন্ট দর্শকদের উপহার দিচ্ছে চরকি। দর্শকদের এটি হ্যালোইনের পূর্ণ মজা দেবে বলে আশা করি।'

শরীফুল হাসানের ছোটগল্প অবলম্বনে চরকির এ সিরিজ পরিচালনা করেছেন কাজী আসাদ। তিনি জানান, লেখকের তিনটি ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে *আধুনিক বাংলা হোটেল*-এর তিনটি পর্ব : *খাসির পায়া*, *হাঁসের সালুন* ও *বোয়াল মাছের ঝোল*। সব কটি গল্পে রয়েছে বাঙালি মিথ ও লোকগল্পের মিশ্রণ। কদিন আগে, ফেসবুকে হঠাৎ করেই ভক্তদের কাছে সহায়তা চান তরুণ অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান। গভীর রাতে ফেসবুক লাইভে জানান, ভূত নাকি তাঁকে অনুসরণ করছে। আত্মরক্ষার জন্য সহায়তাও চান এই অভিনেত্রী। পরে জানা যায়, এটি তাঁর অভিনীত হরর ফিল্ম *বিভাবরীর* প্রচারণার অংশ। এ নিয়ে অনেকের সমালোচনার মুখে পড়েন অভিনেত্রী। পরে ভক্তদের কাছে ক্ষমাও চান। *বিভাবরীর* পরিচালক টিটো রহমান এ প্রসঙ্গে *প্রথম আলোকে* জানান, লাইভটা আগেই শেষ হওয়ার কারণে ভুল-বোঝাবুঝি তৈরি হয়।

নিতু নামের এক তরুণীর ভৌতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে ছবির গল্প। টাকার জন্য বেবি সিটিং করে নিতু। এক রাতে ফোন পেয়ে এক শিশুর দেখাশোনা করতে যায়। ক্রমেই সে বুঝতে পারে, এখান থেকে জীবন নিয়ে ফেরা কঠিন। অশরীরী আত্মারা তাকে ঘিরে ধরে। টিটো বলেন, 'চার-পাঁচ বছর ধরে হ্যালোইন উপলক্ষে আমাদের দেশেও পার্টি হচ্ছে, ভৌতিক সাজে আড্ডা হয়, নানা অফার থাকে। ভূতটা যেহেতু উৎসবে এসেছে, সেই কারণে আমাদের প্ল্যানিং, হ্যালোইনে ভূত নিয়ে কাজ করব। পরে অনীশ দাস অপুর গল্পটি পছন্দ হয়। এখানে আমাদের মতো করেই ভূতকে দেখানো হয়েছে।'

অনীশ দাস অপুর ছোটগল্প *মধ্যরাতের খাবার* অবলম্বনে এটি তৈরি করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিট ৬ সেকেন্ডে দীপ্ত প্লেতে মুক্তি পাবে *বিভাবরী*। পরিচালক জানান, বিশেষ এ সময়কে ধরা হয় অশুভ হিসেবে, বিদেশেও এ সময়ে হরর গল্প মুক্তি পায়। যে কারণে এ সময় বেছে নিয়েছেন। *বিভাবরীতে* সাদিয়া আয়মান ছাড়াও অভিনয় করেছেন ইরেশ যাকের, রোজী সিদ্দিকী, ফারিহা শামস সেউতি, রিফাহ নাজিবা প্রমুখ।

দেশি দুই কনটেন্ট ছাড়াও হইচইতে মুক্তি পাবে পশ্চিমবঙ্গের ওয়েব সিরিজ *নিকষছায়া*, নেটফ্লিক্সে এসেছে সিনেমা *দ্য কাট*।

নিকষছায়ার পোস্টার

অশীতিপর বৃদ্ধ। ক্ষুরধার চাহনি, ঋজু শালবৃক্ষের মতো চেহারা, অতিপ্রাকৃত রহস্যের সমাধান করতে তাঁর জুড়ি নেই। সৌভিক চক্রবর্তীর লেখা নীরেন ভাদুড়ি চরিত্রটি এমনই। তাঁকে নিয়ে গত বছর নির্মিত হয় ওয়েব সিরিজ *পর্ণশবরীর শাপ*। এবার আসছে এর দ্বিতীয় কিস্তি *নিকষছায়া*। তন্ত্রমন্ত্র আর ভূতের হাড় হিম করা গল্প সাজিয়েছেন পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। এতে নীরেন ভাদুড়ির চরিত্রে দেখা যাবে চিরঞ্জিত চক্রবর্তীকে। এ ছাড়া আছেন সুরক্ষা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, অন্য মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক ও অনিন্দিতা বোস।

অন্যদিকে *দ্য কাট* বানিয়েছেন হানা ম্যাকফারসন। এ ছবিতে অভিনয় করেছেন ম্যাডিসন বেইলি, আন্তেলিয়া জেনট্রি। ওয়েব ফিল্মটির গল্প এক হাইস্কুলের শিক্ষার্থীকে নিয়ে, ঘটনাচক্রে যে ২০০৩ সালে ফিরে যায়। চেষ্টা করে এক ক্রমিক খুনিকে থামাতে, যে তাঁর ছোট বোনকে খুন করে। সে কি পারবে? গল্পটি চেনা মনে হলেও উপস্থাপন আর নির্মাণের গুণে আলোচনায় আছে সিনেমাটি। গতকাল এটি মুক্তি পেয়েছে।

আলাপন

'আমি ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ'—এমন ক্যাপশন দিয়ে ফেসবুকে একাধিক ছবি পোস্ট করেছেন **শাবনূর**। ঢালিউডের একসময়ের তুমুল জনপ্রিয় এই নায়িকা মেসেঞ্জার-সাক্ষাৎকারে জানালেন ফুল নিয়ে ভালো লাগার কথা।

যত গোলাপ দিয়েছে, সব বোতলে রেখে দিয়েছি

কয়দিন ধরে ফুল নিয়ে কথা বলছেন খুব। ফুলের বাগান থেকে ছবিও দিচ্ছেন।

ফুল তো বরাবরই আমার পছন্দ। ফেসবুক ছিল না বলে হয়তো অনেকে জানত না। অস্ট্রেলিয়া আসার পর এখানে দেখলাম, ফ্লাওয়ার ফেস্টিভ্যাল হয়। ফুল সম্পর্কে আরও কত-কী জানতে পারি। এবারও গিয়েছিলাম, সিডনির ফ্লাওয়ার ফেস্টিভ্যালে। ফেরার পথে আমার সিডনির বাসার পাশের একটি পার্কে ফুলের সামনে ছবিগুলো তোলা।

আপনার পছন্দের ফুল কী?

সাদা যত ধরনের ফুল আছে, সবই আমার পছন্দ। এর মধ্যে যদি বলি, বেলি, রজনীগন্ধা, সাদা গোলাপ, দোলনচাঁপা, বকুল ফুল।

জীবনের প্রথম ফুল কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন?

দেশের ঘটনা মনে নেই। ফুল নিয়ে সবচেয়ে মজার ঘটনা সিডনিতেই ঘটছে। পাঁচ বছর ধরে প্রায় দিনই একটি ছেলে বাসার সামনে গোলাপ ফুল দিয়ে যায়। সে আমার মারাত্মক লেভেলের ভক্ত, এখন অনেক পরিচিত আমরা। নামটা বলতে চাই না। যখনই সে আমার বাসার এদিক দিয়ে যায়, গোলাপ ফুল রেখে যায়, দরজার কাছে। এটা আমার খুব ভালো লাগে। প্রায় দিনই বাসার গেট খুলে দেখি, বাইরে একটা গোলাপ ফুল। তখন বুঝি, সেই মানুষটা দিয়েছে। গোলাপটা এনে একটা সময় পর পাপড়ি ছিঁড়ে পানিতে রাখি। এরপর গোলাপের সেই পাপড়ি আবার শুকিয়ে একটা বোতলে ভরে রাখি। এত বছরে আমাকে যত গোলাপ দিয়েছে, সব পাপড়ি আমি বোতলে ভরে রেখে দিয়েছি।

গোলাপ দেওয়ার সময় সেই মানুষটার সঙ্গে দেখা হয়?

না, ফুল দিয়ে চলে যায়।

আপনাকে একজন এভাবে দিনের পর দিন ফুল দিয়ে যাচ্ছে...

না, মানে, এই যে ...। অনেক আপনজন আছেন, পারলে তাঁদের ফুলের তোড়া উপহার দিতাম। তবে দেশের বাইরে আমার সবচেয়ে পছন্দ টম ক্রুজ। বুড়ো হয়ে গেলেও তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। তরুণী থাকতেই মধুমিতায় টম ক্রুজের '*মিশন ইম্পসিবল*' দেখেছিলাম। এই ছবি দেখেই টম ক্রুজের প্রেমে পড়ে যাই। ছবি দেখার পর লা পেরুজ জায়গাটা আমাকে মুগ্ধ করে। ভেবেছি, এত সুন্দর অস্ট্রেলিয়া! ইশ্, কোনো দিন যদি যেতে পারতাম! তারপর সিনেমায় অভিনয়ের অনেক দিন পর দেখি টম ক্রুজ যেখানে শুটিং করেছেন, লা পেরুজ, সেই জায়গায়ও গেছি। সামনাসামনি জায়গাটা দেখেও মুগ্ধ হয়েছি। সত্যিই বলে বোঝাতে পারব না, প্রথমবার কতটা ভালো লেগেছিল। আর এখন তো লা পেরুজ ডালভাত হয়ে গেছে। আমার ছেলে আইজানকে বলেছি, আমার অনেক শখ টম ক্রুজের সঙ্গে দেখা করার। টম ক্রুজ যদি বুড়োও হয়ে যায়, তারপরও একবার দেখা করব। আমার ছেলেও বলছে, সে বড় হলে আমাকে আমেরিকা নিয়ে যাবে। দেখা করিয়ে দেবে। আমিও অধীর আগ্রহে আছি টম ক্রুজের সঙ্গে দেখা করার। সামনাসামনি টম ক্রুজের দেখা পেলে একগুচ্ছ গোলাপ দেব।

সাক্ষাৎকার : **মনজুর কাদের**, *ঢাকা*

শাবনূর।
ছবি : অভিনেত্রীর সৌজন্যে

সুরিয়া-ববির অন্য রসায়ন

বলিউড

প্রতিনিধি, *মুম্বাই*

'আমার সুরিয়া', সহশিল্পী তথা দক্ষিণি তারকা সুরিয়াকে এভাবেই সম্বোধন করলেন ববি দেওল। সম্প্রতি *কঙ্গুয়া* ছবির সংবাদ সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন দুই তারকা।

আগামী ১৪ নভেম্বর মুক্তি পাবে সুরিয়া, ববি দেওল ও দিশা পাটানি অভিনীত *কঙ্গুয়া*। ছবি মুক্তির আগে সাধারণত নায়ক-নায়িকার রসায়ন নিয়ে আলোচনা হয়, তবে এবার আলাপ জমেছে নায়ক ও খলনায়কের রসায়ন নিয়ে। এই ছবির নায়ক সুরিয়া ও খলনায়করূপে আসতে চলেছেন ববি। মুম্বাইয়ের এক প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দুই তারকার সঙ্গে ছিলেন দিশা পাটানি, সংগীত পরিচালক দেবী শ্রী প্রসাদসহ অনেকেই। তবে সব ছাপিয়ে ধরা পড়েছে সুরিয়া আর ববির রসায়ন।

ববি দেওল ও সুরিয়া। ছবি : এএফপি

কঙ্গুয়া করার কারণ ব্যাখ্যা করে ববি বলেন, 'সুরিয়া আছে বলেই ছবিটি করেছি। সেটে তার সঙ্গে যখন আমার প্রথমবার দেখা হয়, মনেই হয়নি যে আমরা প্রথমবার সাক্ষাৎ করছি। এত বড় তারকা হওয়া সত্ত্বেও সুরিয়া অত্যন্ত বিনয়ী। তিনি পরিবারকে খুব ভালোবাসেন। আমি আর সুরিয়া বেশির ভাগ সময় নিজেদের পরিবার নিয়ে কথাবার্তা বলতাম।'

ববির কথা শেষ হওয়ার আগেই আবেগে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেন সুরিয়া। বলেন, 'জানি না কী প্রতিক্রিয়া দেব।' সুরিয়ার গলায়ও ঝরে পড়ছিল ববির প্রশংসা। এই দক্ষিণি তারকা বলেন, 'প্রথমবার জানলাম, অন্য মায়ের থেকে ভাই পাওয়ার অনুভূতি কেমন হয়। আমার প্রিয় ভাইটি শুটিংয়ের সময় নিজের পরিবারের সঙ্গে কোনো উৎসব উদ্‌যাপন করতে পারেননি। টাকার কথা ভাবেননি।'

সুরিয়া, ববি ছাড়া ছবিতে আছেন দিশা পাটানিও।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
মানিকগঞ্জ।
http://food.manikganj.gov.bd

স্মারক নং- ১৩.০২.৫৬০০.০০১.০৮.০০২.২৪.১৬২০ তারিখ : ২৯.১০.২০২৪ খ্রিঃ

ওএমএস ডিলার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মানিকগঞ্জ সদর পৌর এলাকার ফুডগ্রেইন লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীগণকে জানানো যাচ্ছে যে, ওএমএস নীতিমালা, ২০২৪ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ-১ শাখার ০৯.১০.২০২৪ খ্রি. তারিখের ২০৫ নং স্মারক মোতাবেক ও মানিকগঞ্জ পৌরসভা এলাকায় ওএমএস নীতিমালা-২০২৪ অনুযায়ী অনুমোদিত ০৯টি ওয়ার্ডের ০৯টি কেন্দ্রে মোট ০৯ (নয়) জন ওএমএস ডিলার নিয়োগ করা হবে। আবেদনপত্র বিক্রির সময় ৩১/১০/২০২৪ খ্রিঃ হতে ১৪/১১/২০২৪ খ্রিঃ এবং পূরণকৃত আবেদনপত্র গ্রহণের সময় ৩১/১০/২০২৪ খ্রিঃ হতে ১৪/১১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত। আবেদনপত্রের মূল্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা।

ওএমএস ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি/বিস্তারিত তথ্যাদি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, মানিকগঞ্জ কার্যালয়ের ওএমএস শাখা এবং এ দপ্তরের ওয়েব পোর্টালে (https://food.manikganj.gov.bd/) পাওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষ সরকারি প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ উক্ত বিজ্ঞপ্তি বাতিল, সংশোধন, পরিবর্তন/পরিমার্জন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২৯.১০.২৪
(কাজী সাইফুদ্দিন)
পরিচিতি নং-০২১৯৬
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
মানিকগঞ্জ
০২-৯৯৬৬১০৩৯৯

Office of the Patiya Pourashava

Patiya, Chattogram.
Website: www.patiyapourashava.gov.bd

Memo No. 46.00.1561.033.02.230.**24-559** Dated: 30-10-2024

Invitation for e-Tender (OTM)

e-Tender is invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of the below Schemes/packages:

Tender Id.	Schemes/Packages Name	Tender Document Last Selling Date & Time	Tender Closing Date & Time
1030728	**LGCRRP/Patiya/ 2024-25/W-09** (a) Upgrading of Sugandha Abashik road by RCC, ward No-02 under Patiya Pourashava, CTG (Length-276.00m) (b) Construction of RCC drain at Sugandha Abashik road side ward No- 02 under Patiya Pourashava, Ctg (Length-276.00m)	24-Nov-2024 Time 17:00	25-Nov-2024 Time14:00

This is an online Tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP Portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-tender, registration in the National e-GP System portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required. Further information and guidelines are available in the National e-GP System Portal and from help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

Mijanur Rahman Khondaker
Assistant Engineer & PE
Patiya Pourashava,
Chattogram

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)

West Zone Power Distribution Company Ltd. (WZPDCL)
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)
Biddyut Bhaban, 35 Boyra Main Road, Khulna-9000

স্মারক নং-২৭.২২.৪৭৮৫.০০১.০১.০০১.২৪-২৭৯২ তারিখ ৩০ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. / ১৪ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)-এ নিম্নে বর্ণিত পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে :

পদের নাম	মূল বেতন	পদ সংখ্যা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১,৭৫,০০০/-	০১ (একটি)

আবেদনের সর্বশেষ সময়সীমা : ১৪/১১/২০২৪ তারিখ বিকাল ০৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।

বিস্তারিত দেখতে ভিজিট করুন : ওজোপাডিকো'র ওয়েবসাইট লিংক-
http://www.wzpdcl.gov.bd

কোম্পানি সচিব
ওজোপাডিকো, খুলনা
ইমেইল : cs@wzpdcl.gov.bd

“ এক দিনে কি একটি গাছ বড় করতে পারবেন? **পানি** দিতে হবে, বিশ্বাস রাখতে হবে যে গাছটি বড় **হবে।**

মুশতাক আহমেদ
উন্নতির পথে কবে ধারাবাহিকতা আসবে প্রশ্নে
বাংলাদেশ দলের স্পিন বোলিং কোচ

তৃতীয়বার বাংলাদেশের কোনো খেলোয়াড় টুর্নামেন্টসেরা হলেন। এবার ঋতুপর্ণা চাকমার আগে ২০১৪ ও ২০২২ সালে সেরার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন সাবিনা খাতুন।

টানা দ্বিতীয়বারের মতো টুর্নামেন্টের সেরা গোলকিপার বাংলাদেশের রুপনা চাকমা।

এবারের আসরে হ্যাটট্রিক হয়েছে ৪টি, বাংলাদেশের হয়ে একমাত্র হ্যাটট্রিকটি তহুরা খাতুনের।

এবারের আসরে মোট গোল হয়েছে ৬২, গড়ে ম্যাচপ্রতি গোল ৫.১৭টি। চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ ৪ ম্যাচে করেছে ১৩ গোল, খেয়েছে ৪টি।

দর্শনীয় এক গোলে বাংলাদেশের শিরোপা জয় নিশ্চিত করেছেন ঋতুপর্ণা চাকমা। গোল উদ্‌যাপনে তাঁর সঙ্গী শামসুন্নাহার সিনিয়র, শামসুন্নাহার জুনিয়র ও মারিয়া মান্দা। কাল কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে। ছবি : বাফুফে

এতটা ভাবেননি ঋতুপর্ণাও

সাফের সেরা খেলোয়াড়

টুর্নামেন্ট-সেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে ঋতুপর্ণা নিজেই অবাক। ভাবতেই পারেননি তিনি এ পুরস্কার পাবেন।

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে*

প্রথম দুটি পুরস্কার ঘোষণা শেষে তৃতীয়টির আগে একটু থামলেন নেপালের উপস্থাপক। মাঠে উপস্থিত দর্শকদের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'বলুন তো, এবারের সাফের সেরা খেলোয়াড় কে?'

দর্শকদের মধ্য থেকে দু-তিনটি নাম এল। বাংলাদেশ শিবির থেকেও আসে দু-একজনের কথা, যাঁদের মধ্যে আছেন ঋতুপর্ণা চাকমাও। শেষ পর্যন্ত ঋতুর নামই ঘোষণা করা হলো। নিজের নাম শুনে রাঙামাটির মেয়ের যেন বিশ্বাসই হতে চাইছিল না। মুখ ঢেকে আনন্দ প্রকাশ করে যেতে হলো মঞ্চে সপ্তম নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার নিতে।

গত সাফের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন সাবিনা খাতুন। ৮ গোল করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতাও হন বাংলাদেশ অধিনায়ক। এবার সাবিনার গোল ২টি। ভুটানের বিপক্ষে ৭-১ গোলের জয়ে ওই ২টি গোল করেন সাবিনা। নিজে এবার সেভাবে গোল করতে না পারলেও সাবিনার মনে আর কোনো দুঃখ নেই। ফাইনালের আগে এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, 'ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স এখানে বড় নয়। আমি মাত্র দুটি গোল করেছি, তাতেও আক্ষেপ করার কিছু দেখছি না। মেয়েরা ভালো খেলছে, এটাই তো আনন্দের।'

সাবিনার সেই আনন্দ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন ঋতুপর্ণা, ফাইনালে যাঁর জয়সূচক গোলে সাফ শিরোপা ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্ট-সেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে ঋতুপর্ণা নিজেই অবাক।

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের পর ঋতুপর্ণা বলেছিলেন, 'আমার কপালে গোল জোটে না।' সেই তিনি ফাইনালের অনেকটা আলো কেড়ে হেসে বললেন, 'আমি ভাবতেই পারিনি, টুর্নামেন্ট-সেরার পুরস্কার পেয়ে যাব। দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তাতে আমি অবদান রাখতে পেরে এমনিতেই ভালো লাগছে। সেই ভালো লাগা বলতে পারেন অনেকটা বেড়ে গেছে টুর্নামেন্ট-সেরা হয়ে।'

নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪

চ্যাম্পিয়ন	বাংলাদেশ
রানার্সআপ	নেপাল
ফাইনালের সেরা	ঋতুপর্ণা চাকমা
টুর্নামেন্টসেরা	ঋতুপর্ণা চাকমা
সেরা গোলকিপার	রুপনা চাকমা
সর্বোচ্চ গোলদাতা	দেকি লাজম
ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড	ভুটান

পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন ৫০ হাজার রুপির চেক। কী করবেন এই টাকা? ঋতুপর্ণার মুখে আবারও লাজুক হাসি, 'এই টাকা দিয়ে টিমমেটদের খাওয়াব আর মায়ের জন্য কিছু নেব।'

বাংলাদেশের আক্রমণভাগে বাঁ প্রান্তে খেলেন ঋতুপর্ণা। তাঁর বাঁ পায়ের কাজও দারুণ। দুর্দান্ত সব ক্রস করেন। মূলত আক্রমণে বড় ভূমিকা রেখেই তিনি চোখ কেড়েছেন বিচারকদের।

চোখ কেড়েছেন রুপনা চাকমাও। গতবারের মতো এবারও তিনি সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা গোলকিপার। পোস্টের নিচে ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। রুপনার বিপক্ষে গোল হয়েছে ৪ ম্যাচে ৪টি। প্রতি ম্যাচেই একটি করে গোল। তারপরও দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে তাঁর কিছু সেভ বড় ভূমিকা রেখেছে। এ কারণে পুরস্কারটা পেয়েছেন রুপনা।

সেই পুরস্কার হাতে নিয়ে রুপনা বলেন, 'আমরা ঢাকা থেকে এসেছিলাম শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছি। এটাই আসলে বড় প্রাপ্তির।' ঋতুপর্ণার মতো সেরার ট্রফি নিয়ে একের পর এক সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছে রুপনাকেও। অন্যরাও ছিলেন ব্যস্ত। এই রাত যে শুধু নিজেদের ভালো লাগা প্রকাশ করারই। তবে দিনটাতে যে খানিক স্নায়ুচাপে ভুগতে হয়েছে, সেটি বলতে ভোলেননি শিউলি আজিম, 'ম্যাচ হয়েছে সন্ধ্যায়। দুপুরে আসলে ভালোভাবে খেতেও পারিনি। ম্যাচে কী হয়, সেটা নিয়ে ভাবছিলাম আমরা সবাই।'

টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৫ গোল করেন স্ট্রাইকার তহুরা খাতুন। ভুটানের বিপক্ষে সেমিতে হ্যাটট্রিকের আগে ভারতের সঙ্গে গ্রুপ ম্যাচে তাঁর ২ গোল। ফাইনালেও চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গোল পাননি। তাতে তাঁর কোনো হতাশা নেই। বরং মুখে উজ্জ্বল হাসি, 'ফাইনাল জিততে হলে জানবাজি লড়াই করতে হবে, এটা আমরা জানতাম। সেভাবেই খেলেছি। এই আনন্দ আসলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।'

ভাষাহীন হয়ে পড়েছিলেন বাংলাদেশের সবাই। কীভাবে গুছিয়ে প্রতিক্রিয়া দেবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না অনেকে। মিডফিল্ডার মারিয়া যেমন বললেন, 'কী বলব...নেপালকে তাদেরই মাঠে হারানো কঠিন। গতবারও আমরা জিতেছি, এবারও একই ফল। আমরা যে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলে একটা শক্তি হয়ে উঠেছি, তা আবারও প্রমাণিত হলো।'

গত কিছুদিনে দলের মধ্যে নানা ঘটনা ঘটেছে। কোচ পিটার বাটলারের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে সিনিয়রদের। কাঠমান্ডুতে এসে পাকিস্তান ম্যাচের পর মিডফিল্ডার মনিকা চাকমা বলেছিলেন, কোচ সিনিয়রদের পছন্দ করেন না। এ নিয়ে দলের অভ্যন্তরে সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বের তত্ত্ব ছড়ায়। সবকিছু একপাশে রেখে চ্যাম্পিয়ন হয়ে অধিনায়ক সাবিনা খাতুন নিজের কাজটা করেছেন দারুণভাবে।

এক ফাঁকে বললেন, 'মেয়েদের মধ্যে জয়ের যে অদম্য ক্ষুধা, সেটাই আসলে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সাহায্য করেছে।'

কেমন যেন রূপকথা রূপকথা লাগে

উৎপল শুভ্র, *কাঠমান্ডু থেকে*

বাংলাদেশের প্রথম গোলটা দেখেছি পরে। আগে শুনেছি। গোল আবার শোনে কীভাবে? সেটাই তো কথা। মনিকা চাকমা যখন বাংলাদেশকে এগিয়ে দিলেন, এর একটু আগেই দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে এসেছি। বাংলাদেশ গোল করেছে, তা বুঝতে অবশ্য কোনো সমস্যা হয়নি রঙ্গশালার গর্জনশীল গ্যালারি হঠাৎই নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ায়। স্টেডিয়ামের বাইরেও হাজার ডেসিবেলের শব্দ উধাও হয়ে গিয়ে ভুতুড়ে এক নিস্তব্ধতা। একটু পরই যা আবার গর্জে উঠল।

প্রথম আলোর লাইভ কমেন্ট্রিতে ঢুকে নিশ্চিত হলাম, যা ভেবেছিলাম, তা-ই হয়েছে। বাংলাদেশ গোল করেছিল, নেপাল তা শোধ করে দিয়েছে। ঋতুপর্ণা গোলেই মেরেছিলেন, না ক্রস করতে চেয়েছিলেন—মধুর এই তর্ক জাগিয়ে তোলা বাংলাদেশের জয়সূচক গোলটি অবশ্য সরাসরিই দেখেছি। সরাসরি মানে মাঠে বসে নয়। আপনাদের অনেকেই যেমন দেখেছেন, আমিও তেমনি তা দেখেছি টেলিভিশনে। সেটিও কোথায়, জানেন? মাঠ থেকে গাড়িতে মিনিট দশেকের দূরত্বের কাঠমান্ডুর হৃৎপিণ্ড থামেলের এক রেস্টুরেন্ট কাম বারে বসে।

রহস্য একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। এবার মনে হয় ঘটনাটা খুলে বলা উচিত। পরশু মধ্যরাতে হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কাল দুপুরে কাঠমান্ডুতে এসে দেখি, সাফ নারী ফুটবল ফাইনালের টিকিটের চেয়ে দুর্লভ কিছু এই বিশ্বে নেই। কাঠমান্ডুর সবাই এই রাতে দশরথ রঙ্গশালার গ্যালারিতে থাকতে চায়। ত্রিভুবন বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন অফিসার থেকে শুরু করে হোটেলের তরুণী রিসেপশনিস্ট, প্রগলভ ট্যুর অপারেটর থেকে শুরু করে তোতলা ট্যাক্সি ড্রাইভার—সবাই বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনেই নিঃসংশয় মুখে বলে দিচ্ছেন, 'ওহ্, বুঝেছি। নেপাল-বাংলাদেশ ফাইনাল দেখতে এসেছেন।' সঙ্গে সেই ফাইনালের একটা টিকিট দেওয়ার কাতর অনুরোধ, যা শুনে আমি হাসছি।

প্রথম আলো থেকে এই টুর্নামেন্ট কাভার করতে আসা মাসুদ আলমের মতো বাফুফের মিডিয়া ম্যানেজারও যে কাঠমান্ডুতে নামার একটু পরই জানিয়েছেন, ফাইনালে টিকিট কেমন বাঘের দুধের রূপ নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত একটা টিকিট হাতে এল, সেটিও আবার ভিআইপি গ্যালারির টিকিট। কিন্তু নামেই ভিআইপি! সেই টিকিটের কোনো মূল্য থাকলে তো! নেপাল পুলিশের সঙ্গে প্রায় ধাক্কাধাক্কি করে মাঠে ঢুকেছি বটে, কিন্তু ঢুকে লাভ কী! বসার জায়গা দূরে থাক, দাঁড়িয়ে যে খেলা দেখব, সেই উপায়ও নেই।

গায়ে গায়ে লেগে থাকা দর্শকে দশরথ রঙ্গশালার গ্যালারি আক্ষরিক অর্থেই জনসমুদ্র। স্টেডিয়ামে ঢোকার আগেই যা বাইরে দেখে এসেছি। গেটের ফাঁক দিয়ে মাঠে উঁকি দিচ্ছেন দর্শক, গ্রিল ধরে প্রায় ঝুলে থেকে অনেকে একটু সাক্ষী হয়ে থাকতে চাইছেন এই ফাইনালের। সেটিও পারছেন না একটু পরপরই লাঠিকে কার্যকর করে পুলিশ এসে তাঁদের সরিয়ে দেওয়ায়। ফুটবলকে সরিয়ে দিয়ে ক্রিকেট নেপালের এক নম্বর খেলা হয়ে গেছে শুনেছিলাম। কাল রাতের দশরথ রঙ্গশালার রঙ্গ দেখার পর আর তা বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। ফুটবল নিয়ে এমন উন্মাদনা অনেক দিন দেখিনি। যা দেখে বাংলাদেশের ফুটবলে আবাহনী-মোহামেডান নিয়ে উন্মাদনার সেই দিনগুলো মনে করে রীতিমতো নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত।

মাঠে তো ঢুকলাম, কিন্তু ঢুকে কোনো লাভ হলো না। তথাকথিত ভিআইপি গ্যালারির আসনগুলোর সামনে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার সামনে সারি সারি মাথা। মাঠের অর্ধেকটা তো এমনিতেই আড়াল, বাকি অর্ধেকে চোখ রাখতেও রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি করতে হচ্ছে। সারা জীবন প্রেসবক্সে আরাম করে বসে খেলা দেখার অভ্যাস, এটা আর কতক্ষণ নেওয়া যায়! নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একটা সময় তাই স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত। বিশ্বাস করবেন কি না, সেই বেরিয়ে আসতেও রীতিমতো সংগ্রাম করতে হলো। কাউকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য গেট খোলা মানেই যে কারও ঢুকে যাওয়ার সুযোগ! নেপাল পুলিশ তাই গেটগুলো বলতে গেলে সিলগালা করে রেখেছে। অনেক অনুরোধ করে যা খোলানো গেল।

স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে থামেল চলে এসে টেলিভিশনে দেখলাম বাংলাদেশের অদম্য মেয়েদের জয়োৎসব। অদম্য শব্দটার এর চেয়ে ভালো ব্যবহার আর হয় না। এই দলের প্রত্যেক মেয়েরই তো চমকে দেওয়ার মতো গল্প আছে। যার কিছু চোখ ভিজিয়ে দেওয়ার মতোও। মাঠের লড়াইয়ে নামার আগেই যাদের জিততে হয়েছে মাঠের বাইরের অনেক লড়াইয়েও। অনেক ত্যাগ, অনেক ঘাম, হয়তো অনেক রক্তের বিনিময়ে তাদের এই সাফল্য। টানা দুবার সাফের শিরোপা জিতে দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের পরাশক্তি হয়ে ওঠা।

গতবার সাফ জয়ের পর বাংলাদেশ পরিণত হয়েছিল উৎসবের দেশে। ১৯৯৭ আইসিসি ট্রফি জয়ের পর খেলা নিয়ে এমন সর্বজনীন উৎসব বাংলাদেশ আর দেখেনি। এবারের সাফল্য তো এর চেয়েও বড়। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেয়ে তা ধরে রাখা কঠিন, এটা মনে রাখলেই তো এই কথার যথার্থতা প্রমাণিত হয়ে যায়। এবার আরও কত অনুষঙ্গই না যোগ হয়েছে এর সঙ্গে! টুর্নামেন্টের মাঝপথে তুমুল বিতর্ক ছেয়ে ফেলেছে দলকে। বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যাওয়া গোলাম রব্বানীর ছায়া পড়েছে দলে। একটা দলের জন্য চরমতম নো-নো সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বের আভাস মিলেছে। কোচ পিটার বাটলার ড্রেসিংরুমের কাছে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েছেন কি না, এমন প্রশ্নও জেগেছে। সেসব জয় করে এই সাফল্য বাংলাদেশের ক্রীড়া ইতিহাসেই অনন্য একটা জায়গার দাবিদার।

কেমন আশ্চর্য দেখুন, কোচ সিনিয়রদের প্রতি বৈষম্য করছেন—এমন গুরুতর অভিযোগ প্রথম তোলা মনিকা চাকমাই করলেন ফাইনালের প্রথম গোলটা। গতবার সাফ জয়ের পর ছাদখোলা বাসে বিমানবন্দর থেকে বাফুফে ভবনে যাওয়ার পথে ল্যাম্পপোস্টে মাথায় আঘাত পেয়ে হাসপাতালে যাওয়া ঋতুপর্ণার পা থেকে অবিস্মরণীয় ওই গোল—না, কেমন যেন রূপকথা রূপকথা লাগে!

নারী সাফের রোল অব অনার

সাল	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
২০১০	ভারত	নেপাল
২০১২	ভারত	নেপাল
২০১৪	ভারত	নেপাল
২০১৬	ভারত	বাংলাদেশ
২০১৯	ভারত	নেপাল
২০২২	বাংলাদেশ	নেপাল
২০২৪	বাংলাদেশ	নেপাল

১১ পরিচালকের সদস্যপদ বাতিল

বিসিবির বোর্ড সভা

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ফারুক আহমেদ সভাপতি হওয়ার পর বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের যে কয়টা সভা হয়েছে, তাতে অনেক পরিচালকই অনুপস্থিত ছিলেন। বিসিবির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কোনো পরিচালক বিনা নোটিশে পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তাঁর পরিচালক পদ শূন্য হয়ে যায়। গতকাল ফারুক আহমেদের এই বোর্ডের পঞ্চম সভার পর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ১১ জন পরিচালকের সদস্যপদ বাতিলের খবর জানানো হয়।

বিসিবির সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেনসহ সদস্যপদ বাতিল হওয়া পরিচালকদের মধ্যে আছেন ইসমাইল হায়দার, ওবেদ নিজাম, তানভীর আহমেদ, আ জ ম নাছির উদ্দীন, গাজী গোলাম মোর্ত্তজা, শেখ সোহেল, নজীব আহমেদ, মঞ্জুর কাদের, অ্যাডভোকেট আনোয়ারুল ইসলাম ও শফিউল আলম চৌধুরী। পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে খালেদ মাহমুদ, নাঈমুর রহমান ও এনায়েত হোসেনের। এ ছাড়া আলমগীর হোসেন মারা যাওয়ায় সব মিলিয়ে ১৫টি পরিচালক পদ শূন্য হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি নির্ধারণ করা হবে বলে জানান বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ।

এ ছাড়া বিসিবি পরিচালক নাজমূল আবেদীনকে প্রধান করে গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রিকেট বোর্ড। বিপিএলের নতুন সূচিও প্রকাশ করেছে বিসিবি। আগামী ৩০ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে বিপিএলের ১১তম আসর, ফাইনাল ৭ ফেব্রুয়ারি।

আগামী মাসে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ থেকে জাতীয় দলের সহকারী কোচ হিসেবে মোহাম্মদ সালাউদ্দিনকে দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্রিকেট বোর্ড।

ছোট পর্দায় আজ

চট্টগ্রাম টেস্ট-৩য় দিন *গাজী টিভি, টি স্পোর্টস*
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সকাল ১০টা

মেয়েদের বিগ ব্যাশ লিগ *স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১*
থান্ডার-হারিকেন্স বেলা ২-১৫ মি.

টেনিস : প্যারিস মাস্টার্স *সনি স্পোর্টস টেন ৫*
শেষ ষোলো পর্ব বিকেল ৪টা

সৌদি প্রো লিগ *সনি স্পোর্টস টেন ২*
আল ইত্তিহাদ-আল আহলি রাত ১২টা

সেই উইকেটেই এ কেমন ব্যাটিং

চট্টগ্রাম টেস্ট

তারেক মাহমুদ, *চট্টগ্রাম থেকে*

দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য যা ব্যাটিং-স্বর্গ, সেটাই বাংলাদেশের জন্য 'মৃত্যুকূপ'! হ্যাঁ, 'মৃত্যুকূপ' ছাড়া অন্য কোনো শব্দ আসছে না। শেষ বেলায় মিনিট চল্লিশেক ব্যাটিং করেই যেখানে ৩২ রানে ৪ উইকেট হারাতে হয়, সেখানে ব্যাটিং করতে নামা নিশ্চয়ই মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দেওয়ার মতোই।

এর আগপর্যন্ত জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের উইকেটটাকে ব্যাটিং-স্বর্গ বলেই মনে হচ্ছিল। ৬ উইকেটে ৫৭৫ রান করে ইনিংস ঘোষণা করে দক্ষিণ আফ্রিকা। তাদের তিন ব্যাটসম্যান পেয়েছেন টেস্টে নিজেদের প্রথম সেঞ্চুরি। সেই একই উইকেটে বাংলাদেশ দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ৪ উইকেটে ৩৮ রান করে। প্রায় দুই দিন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিংয়েই চলে যাওয়ার পরও ৫৩৭ রান পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের সামনে এখন ফলোঅনের ফাঁদ, সঙ্গে তৃতীয় দিনেই হেরে যাওয়ার শঙ্কা।

চট্টগ্রাম টেস্টের দ্বিতীয় দিনটা শুরু হয়েছিল তাইজুল ইসলামের আরেকটি ৫ উইকেট পাওয়ার উদ্‌যাপন দিয়ে। তবে দিন শেষে যা পরিস্থিতি, তাতে টেস্টে তাইজুলের ১৪তম ৫ উইকেটের সাফল্য এখন ভুলে যাওয়ার মতোই অবস্থা। পুরো দিনের 'হাইলাইটস' বানালে বেশির ভাগজুড়েই থাকবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রভাববিস্তারী ব্যাটিং। যার যোগফল—৩ সেঞ্চুরির সৌজন্যে প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৫৭৫ রান করে ইনিংস ঘোষণা। এরপরই আসবে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসের শুরুটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার ছবি।

তাইজুলকে আম্পায়ারের মাথার ওপর দিয়ে মারা ছক্কায় সাত নম্বরে নামা উইয়ান মুল্ডারের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি পূর্ণ হতেই ব্যাটসম্যানদের মাঠে থেকে ডেকে নেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। ১৫০ বলে অপরাজিত ১০৫ রান করেছেন মুল্ডার।

মিরপুর টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এই টেস্টের প্রথম ইনিংসেও একই আনন্দে মেতেছেন তাইজুল। আগের দিনের দুটির সঙ্গে কাল প্রথম সেশনে নিজের পরপর ৩ ওভারে ৩ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম পাঁচটি উইকেট একাই নিয়ে নেন অভিজ্ঞ এই বাঁহাতি স্পিনার।

দিনের ১৮তম ওভারে তাঁর প্রথম শিকার ডেভিড বেডিংহাম। ৫৯ রানে বোল্ড বেডিংহাম, ভাঙে জর্জির সঙ্গে তাঁর ১১৬ রানের জুটি। জর্জিকে ডাবল সেঞ্চুরি বঞ্চিত করা উইকেটটি তাইজুল নেন নিজের পরের ওভারে। ইনিংসজুড়েই সুইপ-রিভার্স সুইপ করা জর্জির ১৭৭ রানের ইনিংস শেষও হয়েছে সুইপ করতে গিয়ে এলবিডব্লু হয়ে। পরের ওভারে এসে তাইজুল তুলে নেন ইনিংসে নিজের পঞ্চম উইকেট। এবারও এলবিডব্লু, শিকার কাইল ভেরেইনা।

এক সেশনে ৩ উইকেট যেহেতু, সেশনটা বাংলাদেশেরই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওই এক সেশনেই যে দক্ষিণ আফ্রিকা তুলেছে ১০৬ রান! মাত্র চার বিশেষজ্ঞ বোলার নিয়ে খেলায় অধিনায়ক নাজমুল হোসেনের হাতে বোলার বেছে নেওয়ার সুযোগ বেশি ছিল না। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলা ১৪৪.২ ওভারের মধ্যে একা তাইজুলকেই করতে হয়েছে ৫২.২ ওভার। টানা বোলিংয়ের এক পর্যায়ে মাঠে আঙুলের শুশ্রূষাও করতে হয় তাঁকে।

দ্বিতীয় সেশনটা তো পুরোই দক্ষিণ আফ্রিকার। এই সেশনে ১১৪ রান এসেছে শুধু নাহিদ রানার বলে রায়ান রিকেলটনের উইকেট হারিয়ে। মধ্যাহ্নবিরতির পর বাকি সময়টায় আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে সপ্তম উইকেটে ১৬২ রানের জুটি গড়েন মুল্ডার ও সেনুরান মুতুসামি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের ১৪৪তম ওভারে মুতুসামি পিচের মাঝ দিয়ে দৌড়ানোয় ৫ রান পেনাল্টি নিয়ে ইনিংস শুরু করে বাংলাদেশ। ওই 'ফ্রি' ৫ রানসহ বাংলাদেশের ৩৮ রানের মধ্যে ১৩ রানই এসেছে অতিরিক্ত থেকে।

দুঃস্বপ্নের মতো শেষ বেলায় ইনিংসের প্রথম ওভারেই কাগিসো রাবাদার বলে কট বিহাইন্ড ওপেনার সাদমান ইসলাম। পঞ্চম ওভারে তিনে নামা জাকির হাসানও রাবাদার বলেই ক্যাচ দিয়েছেন উইকেটের পেছনে। পরের দুই ওভারে আউট ওপেনার মাহমুদুল হাসান ও নাইটওয়াচম্যান হাসান মাহমুদ।

মুমিনুল হক আর অধিনায়ক নাজমুল হোসেন অবিচ্ছিন্ন থেকে দিন শেষ করে এলেও আজ সকালে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ নিয়ে মাঠে নামতে হবে তাঁদের। প্রথমত ফলোঅন এড়ানো, এরপর টেস্টটাকে যতটা সম্ভব দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা। তা না হলে এই টেস্ট চতুর্থ দিন সকালের আলো না দেখলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

সংক্ষিপ্ত । স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস : ১৪৪.২ ওভারে ৫৭৫/৬ ডি. (ডি জর্জি ১৭৭, স্টাবস ১০৬, মুল্ডার ১০৫*, মুতুসামি ৬৮*, বেডিংহাম ৫৯; তাইজুল ৫/১৯৮, রানা ১/৮৩)।
বাংলাদেশ ১ম ইনিংস : ৯ ওভারে ৩৮/৪ (মাহমুদুল ১০, মুমিনুল ৬*, নাজমুল ৪*, হাসান ৩, জাকির ২, সাদমান ০; রাবাদা ২/৮, মহারাজ ১/৪, প্যাটারসন ১/১৫)।
* ২য় দিন শেষে

হজ প্যাকেজ ঘোষণা, খরচ কমেছে

পবিত্র হজ

গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে 'হজ প্যাকেজ-২০২৫' ঘোষণা করেন অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন।

- সরকারি ব্যবস্থাপনায় সাধারণ হজ প্যাকেজ-১-এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৭৮ হাজার ২৪২ টাকা, যা চলতি বছরের চেয়ে ১ লাখ ৯ হাজার ১৪৫ টাকা কম।
- আর প্যাকেজ-২-এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬৮০ টাকা, যা চলতি বছরের চেয়ে ১১ হাজার ৭০৭ টাকা কম।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আগামী বছর পবিত্র হজে যাওয়ার খরচসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। এবার সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় সাধারণ প্যাকেজের আওতায় হজে যাওয়ার খরচ এক লাখ টাকার বেশি কমছে।

পবিত্র হজসংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির সভা শেষে গতকাল বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে করে 'হজ প্যাকেজ-২০২৫' ঘোষণা করেন অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন।

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী বছরের ৫ জুন পবিত্র হজ পালিত হবে। এবার বাংলাদেশ থেকে পবিত্র হজে যেতে পারবেন ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০ হাজার জনকে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে। অন্যরা যাবেন বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়।

সংবাদ সম্মেলনে ধর্ম উপদেষ্টা জানান, সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যাওয়ার জন্য দুটি প্যাকেজ রয়েছে। এর মধ্যে সাধারণ হজ প্যাকেজ-১-এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৭৮ হাজার ২৪২ টাকা, যা চলতি বছরের চেয়ে ১ লাখ ৯ হাজার ১৪৫ টাকা কম। আর প্যাকেজ-২-এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬৮০ টাকা, যা চলতি বছরের চেয়ে ১১ হাজার ৭০৭ টাকা কম।

অন্যদিকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সাধারণ প্যাকেজে এবার খরচ ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৮৩ হাজার ১৫৬ টাকা, যা চলতি বছরের চেয়ে ১ লাখ ৬ হাজার ৬৪৪ টাকা কম।

সাধারণ হজ প্যাকেজ গ্রহণ করে এজেন্সিগুলো একটি অতিরিক্ত 'বিশেষ প্যাকেজ' ঘোষণা করতে পারবে।

হজ প্যাকেজগুলো করা হয় সুযোগ-সুবিধার ওপর ভিত্তি করে।

এবার পবিত্র হজে যাওয়ার খরচ কমার পেছনে একাধিক কারণের কথা জানান ধর্ম উপদেষ্টা। তিনি বলেন, এবার বিমানভাড়া প্রায় ২৭ হাজার টাকা কমানো হয়েছে।

আরেকটি কারণ হিসেবে ধর্ম উপদেষ্টা জানান, পবিত্র মক্কায় হারাম শরিফের বহির্চত্বর থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হলে খরচ বেশি পড়ে। এবার মক্কায় হারাম শরিফের বহির্চত্বর থেকে তিন কিলোমিটারের মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোন প্যাকেজে কী সুবিধা

সংবাদ সম্মেলনে কোন প্যাকেজে কী কী সুবিধা বা বৈশিষ্ট্য থাকবে, তা-ও তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে সরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ-১-এর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে পবিত্র মক্কায় হারাম শরিফের বহির্চত্বর থেকে তিন কিলোমিটারের মধ্যে আবাসন ও যাতায়াতে বাসের ব্যবস্থা। পবিত্র মদিনায় মসজিদে নববি থেকে সর্বোচ্চ দেড় কিলোমিটারের মধ্যে আবাসন। মিনায় গ্রিন জোনে (জোন-৫) তাঁবুর অবস্থান। মিনা-আরাফায় 'ডি' ক্যাটাগরির সার্ভিস সুবিধা। মক্কার হোটেল বা বাড়ি থেকে বাসযোগে মিনার তাঁবুতে এবং মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা-মিনা ট্রেনযোগে যাতায়াতের ব্যবস্থা। মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার পরিবেশন। অ্যাটাচ বাথসহ মক্কা ও মদিনায় বাড়ি বা হোটেলের প্রতি কক্ষে সর্বোচ্চ ছয়জনের আবাসন। বাড়ি বা হোটেলকক্ষে রেফ্রিজারেটরের ব্যবস্থা। মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিনা মূল্যে ওষুধ ও প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা। ৪৬ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন হজ গাইডের ব্যবস্থা। প্রত্যেক হজযাত্রীকে খাবার বাবদ ন্যূনতম ৪০ হাজার টাকার সমপরিমাণ সৌদি রিয়াল এবং দমে শোকর (কোরবানি) বাবদ ৭৫০ সৌদি রিয়াল আবশ্যিকভাবে সঙ্গে নিতে হবে।

সরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ-২-এর মধ্যে মক্কায় হারাম শরিফের বহির্চত্বর থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে। এ ছাড়া অন্যান্য সুবিধা রয়েছে। এই প্যাকেজে মোট খরচও বেশি।

অন্যদিকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় সাধারণ প্যাকেজ অনুযায়ী হজযাত্রীদের জন্য মক্কায় হারাম শরিফের বহির্চত্বর থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা থাকবে। এ রকমভাবে অন্যান্য সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই প্যাকেজে।

সংবাদ সম্মেলনে ধর্ম উপদেষ্টা জানান, এবার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের টাকায় হজে পাঠানোকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ অতিথি হিসেবে পাঠানো হবে না। তবে হজ ব্যবস্থাপনার কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা যেতে পারবেন।

খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহসহ ১১ মামলার কার্যক্রম বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে করা ১১টি মামলার কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট। এর মধ্যে রয়েছে ১টি রাষ্ট্রদ্রোহের ও ১০টি নাশকতার অভিযোগে করা মামলা।

এসব মামলার কার্যক্রম বাতিল চেয়ে খালেদা জিয়ার করা পৃথক ১১টি আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল বুধবার এ রায় দেন। সাত বছর আগে দেওয়া রুল চূড়ান্ত (রুল অ্যাবসলিউট) ঘোষণা করে এ রায় দেওয়া হয়।

খালেদা জিয়ার আইনজীবী ও বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ৩৭টি মামলা হয়। রাষ্ট্রপতি দুটি মামলায় তাঁর দণ্ড মওকুফ করেছেন। অপর একটি মামলায় বিএনপির চেয়ারপারসন নিম্ন আদালত থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। মানহানির অভিযোগে করা অপর ১০টি মামলা খারিজ হয়েছে। উচ্চ আদালতে বুধবার ১১টি মামলা বাতিল হয়েছে। এ নিয়ে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় ও আদালতের মাধ্যমে ২৪টি মামলা খারিজ, বাতিল ও অব্যাহতি হয়েছে।

আইনজীবী সূত্রগুলো বলছে, ১১টি মামলার কার্যক্রমের বৈধতা নিয়ে ২০১৭ সালে পৃথক আবেদন করেন খালেদা জিয়া। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২০১৭ সালের বিভিন্ন সময় হাইকোর্ট রুলসহ মামলার কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ দেন। এ রুলের ওপর শুনানি শেষে গতকাল রায় দেওয়া হয়। ১১টি মামলার মধ্যে রাজধানীর দারুস সালাম থানার ৭টি, যাত্রাবাড়ী থানার ৩টি ও রাষ্ট্রদ্রোহের ১টি মামলা। এসব মামলায় বিএনপির চেয়ারপারসন জামিনে ছিলেন।

আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন এবং এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, আইনজীবী কায়সার কামাল, জাকির হোসেন ভূঁইয়া, এইচ এম সানজীদ সিদ্দিকী ও মাকসুদ উল্লাহ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. জসিম সরকার।

রায়ের পর আইনজীবী জয়নুল আবেদীন সাংবাদিকদের বলেন, শুনানি নিয়ে আদালত ওই সব মামলায় রুল অ্যাসলিউট করেছেন। এর অর্থ হলো, মামলাগুলো বাতিল হয়ে গেল। এই মামলাগুলো আর থাকল না। একটি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা। এখানে খালেদা জিয়াকে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। সরকারের অনুমতি ছাড়া রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা যায় না। এ মামলা দায়েরে সরকারের কোনো অনুমতি ছিল না। অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও খালেদা জিয়াকে মামলায় সম্পৃক্ত করা হয়। অভিযোগপত্রও দেওয়া হয়। রুল শুনানি শেষে এই মামলার কার্যক্রমও বাতিল করেছেন হাইকোর্ট। অর্থাৎ খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে করা এসব মামলা থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হলো।

দুর্নীতির দুই মামলায় খালেদা জিয়াকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

কলসিন্দুর গ্রামের অদম্য মেয়েরা। এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ টুর্নামেন্টের আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপের ১৮ সদস্যের বাংলাদেশ দলে ১০ জনই ছিল ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার প্রত্যন্ত ওই গ্রামের। ২০১৫ সাল থেকেই ফুটবলার এই মেয়েদের পাশে রয়েছে *প্রথম আলো*। ২০১৫ সালের ৬ নভেম্বর ঢাকার একটি হোটেলে *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে। ফাইল ছবি

অশ্রু মুছে অভিনন্দন চ্যাম্পিয়ন মেয়েদের

আনিসুল হক

কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালায় শেষ বাঁশি বাজে, *প্রথম আলো* অফিসের ব্যস্ত বার্তাকক্ষ তালি দিয়ে ওঠে, কলসিন্দুর গ্রাম থেকে আসা ফোনের মধ্যেই শুনতে পাই আনন্দচিৎকার, ওখানকার স্কুলের কোচ জুয়েল মিয়ার গলা ধরে আসে আর রাঙামাটির মনিকা, ঋতুপর্ণার স্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দ্রা দেওয়ান ফোনে শুধু হাসতেই থাকেন, হাসতেই থাকেন।

ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার কলসিন্দুর গ্রাম গতকাল বুধবার রাতে জেগে উঠেছে আনন্দের উচ্ছ্বাসে। সীমান্তঘেঁষা মন্দিরকোনা গ্রামের বৃদ্ধা এনতা মান্দার কাছে নিশ্চয় আজ ছুটে আসবেন গ্রামবাসী হিন্দু-মুসলিম-গারো নারী-পুরুষ। কাঠমান্ডুতে গতকাল মারিয়ার দূরপাল্লার শটটা কি ভোলার মতো? দুই বছর আগে এনতা মান্দার মেয়ে মারিয়া মান্দা যখন সাফ নারী ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গ্রামে এসেছিলেন, বাড়ির সামনে রাস্তায় কলাগাছ পুঁতে সংবর্ধনা তোরণ সাজিয়েছিলেন গ্রামবাসী। এবারও কি সাফ জয়ের মুকুট পরা মারিয়া ফিরে এলে এই আদিবাসী গ্রাম জেগে উঠবে নৃত্যে-গীতে? যে ফুটবলার মেয়েরা ওই প্রত্যন্ত গ্রামের বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে জ্বেলে দিয়েছেন বিদ্যুতের আলো, তাঁদের বিজয়ে গ্রামবাসী হুল্লোড় করে উঠেছে কাল রাতে।

সাতক্ষীরার কালীগঞ্জের মৌতলায় জীর্ণ কুটিরে রাজিয়া সুলতানার মা আবিরন গোবর ছেনে ঘুঁটে বানাচ্ছিলেন, এ বছর ১৯ মার্চ যখন *প্রথম আলোর* প্রতিবেদক শেখ সাবিহা আলম গিয়েছিলেন এই সাফজয়ী ফুটবলারের বাড়ি। রাজিয়ার বাবা মারা গেছেন যক্ষ্মায় ভুগে, অভাবের সংসার ছিল তাঁদের। বিয়ের কথা গোপন করে পেটে সন্তান নিয়েও খেলেছেন রাজিয়া আর ১৩ মার্চ রাতে সন্তান জন্ম দিয়ে রক্তক্ষরণে মারা গেছেন তিনি। তাঁর কবরটিতে রাতের কুয়াশা আদর ছড়ায়, কবরের ঘাসে জমে শিশিরকণা! অন্যের বাড়িতে কাজ করে ক্লান্ত শরীর নিয়ে ফিরে আসা রাজিয়ার মা আবিরন কি জানতে পেরেছিলেন গতকাল আরও একবার সাফ জয় করেছেন রাজিয়ার বন্ধুরা?

এবারের সেমিফাইনালে ভুটানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছেন কলসিন্দুর গ্রামের তহুরা। তহুরার বাবা ফিরোজ মিয়া চাষাবাদ করতেন নিজস্ব জমিতে। মা সাবেকুন নাহার গৃহিণী। পাঁচ বোন, এক ভাই। সবার বড় বোন, তারপর ভাই, তৃতীয় তহুরা। ২০১৫ সালে ১২ বছরের তহুরা বিদেশে খেলতে যাবেন বলে বিমানবন্দরে যান, জীবনের প্রথম লিফট দেখে ভয়ে ওঠেননি তাতে। সেই তহুরা এখন খ্যাত বাংলার 'মেসি' হিসেবে।

আজি হতে ৯ বর্ষ আগে

আজ পরপর দুবারের সাফ নারী কাপে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলকে নিয়ে আমরা গৌরব বোধ করছি *প্রথম আলোর* প্রত্যেক কর্মী এবং বিশ্বজুড়ে *প্রথম আলোর* যে কোটি পাঠকের পরিবার—সবার জন্য এই জয় বিশেষ কিছু। কারণ, আমাদের সবার সঙ্গে বাংলাদেশ নারী ফুটবলের এই দলটার বিশেষ রকমের একটা সম্পর্ক ৯ বছরের। ২০১৫ সালে প্রথম ময়মনসিংহ থেকে *প্রথম আলোর* প্রতিনিধি কামরান পারভেজ লিখে পাঠান কলসিন্দুর গ্রামের ফুটবলার বালিকাদের গল্প। এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ টুর্নামেন্টের আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপে ১৮ সদস্যের বাংলাদেশ দলে একসঙ্গে খেলার সুযোগ পায় কলসিন্দুরের ১০ কন্যা—মার্জিয়া আক্তার, সানজিদা আক্তার, নাজমা আক্তার, শিউলি আজিম, মারিয়া মান্দা, মাহমুদা আক্তার, লুপা আক্তার, শামসুন্নাহার, তাসলিমা ও তহুরা খাতুন। আমরা মুগ্ধ-বিস্ময়ে প্রশ্ন করি, কী আছে এই এক গ্রামে যে তারা এতগুলো চ্যাম্পিয়ন বালিকা উপহার দিচ্ছে বাংলার ফুটবলকে? *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সে বছর বানানো হয় রেদওয়ান রনি পরিচালিত প্রামাণ্যচিত্র *অদম্য মেয়েরা*। বিষয় কলসিন্দুরের ফুটবলার মেয়েদের সংগ্রাম আর বিজয়।

একই গল্প বারবার বলেও পুরোনো হবে না—এই সিনেমার শুটিং করার সময় ফুটবলার মেয়েদের বলা হয়েছিল, 'তোমরা তো অনেক সময় ও শ্রম দিচ্ছ, কিছু একটা চাও'। ওরা বলেছিল, 'আমরা এক বেলা পেট ভরে ভাত খেতে চাই।' চোখের জল গোপন করে মুখে হাসি এনে *প্রথম আলোর* প্রতিনিধি ওদের বলেছিলেন, 'তোমরা আরও বেশি কিছু চাও।' ওরা জবাব দিয়েছিল, 'আমাদের বেশি করে খাবার দিন, বাকিটা আমরা বাড়ি নিয়ে যাব, ভাইবোনেরা এক বেলা পেট পুরে খেতে পারবে।'

২০১৫ সালে *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সোনারগাঁও হোটেলে আসে কলসিন্দুরের অনূর্ধ্ব-১৪ বালিকারা। তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাদের জন্য মাসিক বৃত্তির কার্যক্রম শুরু হয়। পরে জাতীয় দল (অনূর্ধ্ব-১৪) চ্যাম্পিয়ন হলে এই দলের সব খেলোয়াড়কে আনা হয় প্রথম আলো ট্রাস্টের বৃত্তির আওতায় (২০১৬-২০১৯)।

চুপ...! অবিশ্বাস্য এক গোলের পর নেপালকে যেন আক্ষরিক অর্থেই স্তব্ধ করে দিয়েছেন ঋতুপর্ণা চাকমা (মাঝে)। উদ্‌যাপনে তাঁর সঙ্গী (বাঁ থেকে) তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার সিনিয়র, শামসুন্নাহার জুনিয়র ও মারিয়া মান্দা। কাল কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে। ছবি : বাফুফে

চোখ ভেসে যায়

আমি কলসিন্দুর গ্রামে দুবার গেছি। এখনো ওই স্কুলের বালিকা-কিশোরীরা ফুটবল খেলে। পেট ভরে খেয়ে মাঠে আসতে পারে না। ২০২২ সালে *কিশোর আলোর* জন্মদিন উদ্‌যাপন করতে আমরা যাই কলসিন্দুর গ্রামে। সানজিদা, মারিয়া, তহুরা, শিউলি, শামসুন্নাহারদের বাড়ি গিয়েছি আমরা। ওদের বিজয়ের কারণে গ্রামের অনেক রাস্তাঘাট উন্নত হয়েছে, স্কুল-কলেজ পাকা হয়েছে, গ্রামে বিদ্যুৎ গেছে, গ্রামবাসীর গর্বের সীমা নেই। কিন্তু শিশু-কিশোর ফুটবলারদের ড্যাবডেবে চোখের নিচে অপুষ্টির ছায়া। *কিশোর আলোর* পক্ষ থেকে ওই গ্রামের ৩২ জন ফুটবলার কিশোরীকে ২০২২ সাল থেকে আমরা বৃত্তি দিয়ে চলেছি। এটা অব্যাহত আছে।

২০২২ সালে সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরে আসেন বাংলাদেশের নারী ফুটবলাররা। ওই খেলার আগে সানজিদা ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন, 'পাহাড়ের কাছাকাছি স্থানে বাড়ি আমার। পাহাড়ি ভাইবোনদের লড়াকু মানসিকতা, গ্রামবাংলার দরিদ্র ও খেটে খাওয়া মানুষদের হার না-মানা জীবনের প্রতি পরত খুব কাছাকাছি থেকে দেখা আমার। ফাইনালে আমরা একজন ফুটবলারের চরিত্রে মাঠে লড়ব এমন নয়, এগারোজনের যোদ্ধাদল মাঠে থাকবে, যে দলের অনেকে এই পর্যন্ত এসেছে বাবাকে হারিয়ে, মায়ের শেষ সম্বল নিয়ে, বোনের অলংকার বিক্রি করে, অনেকে পরিবারের একমাত্র আয়ের অবলম্বন হয়ে।'

প্রথম আলোর উপহার ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা

২০২২ সালে রেদওয়ান রনির নির্মাতা দল আবার যায় কলসিন্দুরে। এবার বলা হবে শামসুন্নাহার জুনিয়রের গল্প। আর এক কলসিন্দুরের সাফল্যের পথ ধরে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার জনপদে জনপদে যে মেয়েদের ফুটবল ছড়িয়ে পড়েছে, সেই গল্প, 'সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।' ২০২২ সালের নভেম্বরে *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সাফ চ্যাম্পিয়ন টিমকে এনে পাঁচতারা হোটেলে সংবর্ধনা দেয় *প্রথম আলো*। আর দেশের বিশিষ্টজন এবং প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় দেড় কোটি টাকা সংগ্রহ করে। এর মধ্যে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা তুলে দেওয়া হয় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের হাতে, নারী ফুটবলের কল্যাণে। ৩০ লাখ টাকা দেওয়া হয় খেলোয়াড় ও স্টাফদের।

রাঙামাটির ঘাগড়া স্কুল থেকে প্রধান শিক্ষক চন্দ্রা দেওয়ানের ফোন আসে একদিন। তিনি বলেন, 'আমার স্কুল জাতীয় দলে দিয়েছে পাঁচজন নারী ফুটবলার—মনিকা চাকমা, রুপনা চাকমা, ঋতুপর্ণা চাকমা, আনুচিং মগিনি ও আনাই মগিনি। আপনি আমাদের স্কুলে আসেন।' ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে আমরা যাই ওই স্কুলে—দিয়ে আসি ২ লাখ টাকার চেক।

ফুটবল নিষ্ঠুর খেলা!

তবু মনে হয়, ফুটবল নিষ্ঠুর খেলা। শত শত কিশোরী ফুটবল খেলছে, অনুশীলন করছে। কিন্তু জাতীয় দলে আসে অল্প জনই। এদের সংসার চলে না। জাতীয় দলে সুযোগ না পাওয়া বা জাতীয় দল থেকে বাদ পড়াদের কাহিনি কেউ বলে না, কেউ শোনে না। বিশাল বাংলার নিধুয়া পাথারে মিশে যায় তাদের দীর্ঘশ্বাস।

যারা জাতীয় দলে সুযোগ পায়, ক্যাম্পে থাকে, তাদেরও মাসোয়ারা বেশ কম। খেলার বয়স আর কিছুদিন পর থাকবে না! কী করবেন তখন এই নারী ফুটবলাররা? তবু আমাদের মেয়েরা ফুটবল খেলবে। এ মুহূর্তে রংপুরে, দিনাজপুরে, টাঙ্গাইলে, সাতক্ষীরায়, রাঙামাটিতে আধপেটা খেয়ে জুতা ছাড়া খালি পায়ে ফুটবল খেলছে একদল বালিকা। এদের চোখে দেশকে চ্যাম্পিয়ন করার স্বপ্ন। এদের পেট ভরে ভাত নেই, মন ভরে আছে স্বপ্নে। আর বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন নারী ফুটবল দলের দিকে তাকান। বৈচিত্র্য আর অন্তর্ভুক্তির পোস্টার। ডাইভার্সিটি আর ইনক্লুসিভনেস। খেলোয়াড়ের নাম সাবিনা, সানজিদা, স্বপ্না, কৃষ্ণা, মারিয়া মান্দা, রুপনা চাকমা, আনুচিং মগিনি। এই বাংলাদেশের কথাই তো গ্রাফিতিতে এঁকে রেখেছে নতুন প্রজন্ম, রক্ত দিয়ে যারা মুক্তি এনে দিয়েছে।

অভিনন্দন, আমাদের মেয়েদের। তবু কি ভুলতে পারব কলসিন্দুরের বালিকা ফুটবলারদের সেই উক্তি, যারা ২০১৫ সালে বলেছিল, 'আমাদের বেশি করে খাবার দিন, বাকিটা আমরা বাড়ি নিয়ে যাব, ভাইবোনেরা এক বেলা পেট পুরে খেতে পারবে!'

উফ, আমার বাংলাদেশ কবে দারিদ্র্যমুক্তিতে চ্যাম্পিয়ন হবে?

বাসচাপায় ছাত্রী নিহত, বাসে আগুন-অবরোধ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *বরিশাল*

মাইশা ফৌজিয়া

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় গতকাল বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহত মাইশা ফৌজিয়া মিম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাসটিতে আগুন দেন এবং মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

খবর পেয়ে বরিশাল নগর পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যান। তাঁরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা চালান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল রাত ৯টার দিকে মাইশা মহাসড়ক পার হওয়ার সময় কুয়াকাটা থেকে ছেড়ে আসা নারায়ণগঞ্জ ট্রাভেলস নামে একটি বাস তাঁকে চাপা দেয়। পরে আহত মাইশাকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের ভোলা রোডের মোড়ে পুলিশ বক্সের সামনে বাসটি মাইশাকে ধাক্কা দেয়। বাসটি দ্রুতগতিতে বরিশালের দিকে যাচ্ছিল। বাসের ধাক্কায় মাইশা ছিটকে রাস্তার মাঝখানে পড়ে গেলে তাঁর শরীরের একাংশের ওপর দিয়ে বাসটি চলে যায়।

পরে শিক্ষার্থীরা বাসটি জব্দ করলেও চালক পালিয়ে যান। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেন। এ সময় বিচারের দাবিতে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও এবং মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। পরে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন তাঁরা। রাত ১২টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অবরোধ চলছিল।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার মধ্যে বাসের চালককে গ্রেপ্তার করতে না পারলে মহাসড়ক অবরোধের ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। পরিসংখ্যান বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী মো. রাজীব জানান, বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে দোষীকে গ্রেপ্তার না করা হলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আরও কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলবে।

বরিশাল নগর পুলিশের উপকমিশনার (দক্ষিণ) আলী আশরাফ ভূঁঞা বলেন, 'বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। আমাদের ফোর্স ইতিমধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তারের জন্য কাজ করছে। দ্রুতই আমরা তাঁদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসব।'

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা

পুলিশ কর্মকর্তা জসিম উদ্দিনকে কারাগারে পাঠালেন ট্রাইব্যুনাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জসিম উদ্দিন মোল্লা

গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিরপুর বিভাগের সাবেক উপকমিশনার (ডিসি) জসিম উদ্দিন মোল্লাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গতকাল বুধবার সকালে তাঁকে রংপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর বিকেল পাঁচটায় হাজির করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে।

জুলাই-আগস্ট মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় জসিম উদ্দিন প্রথম আসামি, যাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে মিরপুর এলাকায় গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত ছিলেন তিনি। তখন তিনি ডিএমপির মিরপুর বিভাগের ডিসি ছিলেন।

ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন নির্মূলে মিরপুর বিভাগের অধীন সাতটি থানায় শতাধিক হত্যাকাণ্ড ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়। এসব হত্যাকাণ্ডসহ সেখানে ছাত্র-জনতার ওপর পরিচালিত নির্মমতার ঘটনায় অন্তত ৩৫টি মামলার আসামি জসিম উদ্দিন। তাঁর বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলন নির্মূলে গণহত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধে সম্পৃক্ততার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে।

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম আরও বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ২৭ অক্টোবর ১৭ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল। তাঁদের গ্রেপ্তার করে আগামী ২০ নভেম্বর ট্রাইব্যুনালে হাজির করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে একজন জসিম উদ্দিন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করা হলো।

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ উত্তরা-১নং সেক্টরে ২০৩৭ ও উত্তরা-১০নং সেক্টরে ১০৬৫, ১১৭৯, ১৮৫০, ১৯১০ বফু নির্মাণাধীন ও আদাবরে ১১৪৩, ১২২৯ বফু ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০০৮৮০০১, ০১৭৩০০৮৮০০২। ডি-৬০৩৪৮৯

✸ **আফতাবনগর পাসপোর্ট অফিসের সন্নিকটে ৬ কাঠা জমিতে দক্ষিণমুখী সিঙ্গেল ইউনিটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। সরাসরি : ০১৮১০০০৮০১০।** সি-৬০১৬৬৫

✸ আদাবর মনসুরাবাদ আ/এ ১৭৫০ বফু কর্নার প্লটে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট (১০০% রেডি)। মোহাম্মদপুর চন্দ্রিমা হাউজিংয়ে দক্ষিণমুখী ১৯৫০ বফু নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ০১৭১৬-৫০২৬৬১, ০১৭৪৫-০৮০৫১২। ডি-৬০৩৫০১

বিবিধ বিক্রয়

✸ **ফ্যাক্টরি বিক্রয় :** ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে একটি পি.ভি.সি পাইপ ও ফিটিংস ফ্যাক্টরি বিক্রয় হইবে। বিদেশি মেশিনারিজসহ জমির পরিমাণ ২ (দুই) একর। সরাসরি যোগাযোগ : ০১৭৬৫-৪৬৬২৯৪। ডি-৬০৩৫১৯

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ সিদ্ধেশ্বরীতে ১৪৫৫ বফু নির্মাণাধীন, ১২৯৫-২৪১৪ বফু কমার্শিয়াল স্পেস, মালিবাগে ১২৪৯ বফু ও মগবাজার হাতিরঝিলমুখী ১২৮৭ বফু ফ্ল্যাট। ০১৭৩০০৮৮০০২, ০১৭৩০০৮৮০০৩। ডি-৬০৩৪৯০

✸ ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুরে শান্ত নিরিবিল পরিবেশে ৩/৪ বেডের রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ক্রয়ে ডাক্তারদের জন্য রয়েছে স্পেশাল অফার। ০১৭৫৫৫১১০১৮, ০১৭৫৫৫১১০১৭। ডি-৬০৩৫৩১

ভাড়া হবে

✸ **ওয়্যার হাউজ :** টঙ্গী বিসিক শিল্প এলাকায় ৫০০০ বর্গফুট ওপেন স্পেস (দোতলা) সুন্দর পরিবেশে ওয়্যার হাউজ ভাড়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১১-৫২০১৭৪। ডি-৬০৩৪৯৯

✸ **ফ্ল্যাট :** অফিস শোরুম হাসিনা টাওয়ার ৫ পান্থপথ ঢাকা লেভেল-৩ ২৫০০ বফু লেভেল-৪, ২৫০০ বফু লেভেল-৫ ২৫০০ বফু। মোবা : ০১৯১১৭০২৪৬৪, ০১৭৩৮০৫৬৬৩০। সি-৬০৩৪৫২

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ উত্তরা-৪নং সেক্টরে ১৬০৯, ১৮২৩, ২৭৮৫, ৩০১০ বফু নির্মাণাধীন ও উত্তরা-৩নং সেক্টরে ৩১৭৫, ৪৩৯৩, ২১৭১, ৪৩৩৪, ৫৫৯৯ বফু কমার্শিয়াল স্পেস। ০১৭৩০০৮৮০০৩, ০১৭৩০০৮৮০০৪। ডি-৬০৩৪৯১

পাত্র চাই

✸ এক্স-বুয়েট, ইউএসএ পিএইচডিরত (৫'-৪''+২৭), ইঞ্জিনিয়ার (কানাডা) (৫'-৭''+২৩), (৫'-৬''+২৬) সুদর্শনাত্রয়ের উপযুক্ত। "গুলশান মিডিয়া", বাড়ি-১৩, রোড-৯, গুলশান-১, ৫৮৮১৪০৪৪, ০১৫৫৬-৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০৩৫১৭

পাত্র-পাত্রী চাই

✸ ডিভোর্সি/বয়স্ক ছেলেমেয়ের আর্জেন্ট বিবাহের আলাদা ইউনিট, সফলতার ২৫ বছর, সকলের জন্য সেতু। ০২-৫৮৩১৩২৮৬, ০১৮১৭-৫১২০৪৭, setuahmed75@gmail.com ডি-৬০৩৫১১

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ মহাখালী বা/এতে ৪২৪৪ বফু, মিরপুর ভাষানটেকে ১২০ ফুট মেইন রোডে ৩৬০৯ বফু রেডি কমার্শিয়াল স্পেস ও পূর্ব রাজাবাজারে ১১৭৬-১৪০৩ বফু ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৩০০৮৮০০৪, ০১৭৩০০৮৮০০৫। ডি-৬০৩৪৯২

পাত্রী চাই

✸ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার (৩৫-৫'-৯'') কানাডার সিটিজেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (৩৪-৫'-১০'') পাত্রদ্বয়ের লগন, গুলশান-১। ০১৭১৫২৫৯৭৮৭, ০১৭১০০৮৪০০৯। ডি-৬০৩৫১৪

✸ ক্যাপ্টেন ডাক্তার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, মেডিকেল কোর, উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার, ঢাকায় সেটেল্ড (২৮-৫'-১০'') পাত্রের জন্য পাত্রী। ০১৭১৬০৬৯৫৩৭। ডি-৬০৩৫০৭

✸ অস্ট্রেলিয়ান পিআর প্রাপ্ত, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার টপলেভেল কোম্পানি অস্ট্রেলিয়া, বিএসসি সিএসই ব্র্যাক, এমএস অস্ট্রেলিয়া (২৯-৫'-৮'') পাত্রের জন্য পাত্রী। ০১৭৯১৬৪৮৫৬৬। ডি-৬০৩৫০৮

✸ পাত্র শর্ট ডিভোর্স সুনামধন্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত এমবিএ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ঢাকাতে সেটেল্ড (৩৮+৫'-৯'') সুদর্শন পাত্রের পাত্রী চাই। যোগাযোগ : ০১৭৬৭০০১২৫৫। ডি-৬০৩৫০৬

পড়াব

✸ স্কলাস্টিকা ভিকারুননিসা মানারাতসহ সকল বিদ্যাপীঠের ক্যাডেটভর্তি অভিজ্ঞতায় উভয় মাধ্যম দায়িত্বসহ সন্তোষজনক ফলাফলের নিশ্চয়তায় (কেজি-ওলেভেল) ০১৭১২২৪০৪৭৯। ডি-৬০৩৫৪২

প্লট বিক্রয়

✸ পূর্বাচল আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ি, আফতাব নগর, বনশ্রী সংলগ্ন ভরাটকৃত প্লট কাঠা প্রতি ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৭০৮-৪৩৩৯২১। ডি-৬০৩৫১৩

✸ রাজউক পূর্বাচলে ১০নং সেক্টরে ৫ কাঠা প্লট বিক্রি করব। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭১৮-০০৯১৪৬। ডি-৬০৩৫১৮

✸ রাজউক পূর্বাচলে ৯নং সেক্টরে কানাডিয়ান স্কুলের সামনে ৫ কাঠার এলোটি প্লট বিক্রি করব। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৯৮৪-৫২৩৮৮৩। ডি-৬০৩৫০৯

✸ পূর্বাচল ২৭নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠা প্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৮৯৭-৬২৩৯৭৭। টিবু-৬০৩৫০৩

প্লট বিক্রয়

✸ পূর্বাচল সংলগ্ন ও আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) প্রকল্পে গা ঘেঁষেই ১০০% রেডি প্লট কাঠা নিম্ন ৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল : ০১৮৯৪৯৩৯২৩২। ডি-৬০৩৫২১

✸ ঢাকা-মাওয়া ৪০০' ফিট এক্সপ্রেসওয়েসংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত হস্তান্তরযোগ্য রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। মোবাইল : ০১৮৯৪৮০১৯৩৭। ডি-৬০৩৫২৪

✸ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এন-ব্লকে পাঁচ (৫) কাঠার ও পি-ব্লকে তিন (৩) কাঠার বাউন্ডারীকৃত প্লট বিক্রয়। যোগাযোগ : আসাদুজ্জামান # ০১৬৩৩৫৩০২৩১। যাবু-৬০৩৫২৮

✸ রাজউক পূর্বাচলে ২৫নং সেক্টরে রোড ১২০, ৭৫ ফিট রোডের সাথে ১০ কাঠার বাগান করা ৭ ফিট বাউন্ডারীকৃত প্লট বিক্রয়। সরাসরি মালিক : ০১৭১০১৩৯৬৭৪। যাবু-৬০৩৫২৯

বাগদাদ-ঢাকা কার্পেট ফ্যাক্টরী
উত্তর কাট্টলী, চট্টগ্রাম।
"পুনঃ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি"

বাগদাদ ঢাকা কার্পেট ফ্যাক্টরীর নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	বিষয়	সিডিউল মূল্য	দরপত্র ক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়
১	৫,৪৫৯ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট গুদাম নবায়ন ভিত্তিক ২ বছরের জন্য ভাড়া দেয়া হবে।	৫০০/-	১৪/১১/২০২৪ বিকাল ৫.০০ টা	১৬/১১/২০২৪ দুপুর ১২.৩০ টা

দরপত্র সিডিউল (১) মিল কার্যালয়ের হিসাব শাখা, (২) বিজেএমসি আঞ্চলিক কার্যালয়, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম হতে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা জমা সাপেক্ষ পাওয়া যাবে। দরপত্রের শর্তাবলী সিডিউলে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে।

- প্রকল্প প্রধান

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Executive Engineer, RHD,
Munshiganj Road Division
Dashkani, Panchasar (Mukterpur) Munshiganj.
Phone # 02-998847019
E-mail. eemunrhd@gmail.com

e-Tender Notice

e-Tender are invited in The National e-Gp system portal (http://www.eprocure.gov.bd) by the Executive Engineer. RHD. Munshiganj Road Division. Munshiganj for the procurement of

SL No	Tender ID # &. Package No	e-Tender Description	Last Selling Date & Time	Closing Date & Time	Opening Date & Time
1	**1029974** 01-Dev/e-GP/Mundiv/ 2023-2024 (Re-Tender)	Widening of Road Embankment, Construction of New Pavement, Rigid Pavement, Canopy & Others works including Surfacing and Protective Works at ch. 2+151 to ch. 3+259 & ch. 5+704 to ch. 8+500 Km, of Keraniganj (Syedpur)-Hashara-Birtara-Shingpara-Kajalpur-Nagerhat Road (Z-8203) under Munshiganj Road Division during the year 2023-2024 [WP-06.]	19/11/2024 16:00	20/11/2024 12:00	20/11/2024 12:00

1. The above tenders are online Tenders. Where only e-Tenders will be accepted in e-Gp portal and no Offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, please register on e-Gp system portal (http:/www.eprocure.gov.bd).
2. The fees for downloading the e-Tender Documents from the National E-GP system portal have to be deposited online through any registered Banks Branch.
3. Further information and guidelines are available in the National E-GP System Portal and from e-GP helpdesk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

২৯/১০/২০২৪
(Masud Mahmud Sumon)
ID No-602165
Executive Engineer, RHD
Munshiganj Road Division

Dhaka North City Corporation
Office of the Project Director,
Construction of Multistoried Cleaners Residential Complex
at Gabtoli City Polli Under Dhaka North City Corporation
Level-9, Nagar Bhaban, Plot 23-26,
Road-46, Gulshan-2, Dhaka-1212

Memo No: 46.10.0000.107.14.1236.24-078 Date: 30/10/2024

e-Tender Notice (OTM)

e-Tenders are invited in the National e-GP portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the Procurement of:

SL No.	Tender ID & Ref No.	Name of Works	Tender Closing & Opening Date & Time
1.	1027855, e-GP- 46.10.0000.107.14.1236.24 Date: 15/01/2024	Supply and Installation of Electrical Sub-station, Generator, Lift, external electrification, Solar system, Sub-station, Generator & Pump house construction and other Electrical Works under Gabtoli city Polli Project. (package no-W-06)	26-Nov-2024 14:00

This is an online Tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP System portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required. The fees for downloading the e-Tender Document from the National e-GP System portal have to be deposited online through any registered Bank's Branches. Further information and guidelines are available in National e-GP System Portal and e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

(Md. Rafiqul Islam)
Superintending Engineer (Electrical Circle)
&
Project Director
Construction of Multistoried Cleaners
Residential Complex at Gabtoli City Polli under
Dhaka North City Corporation.
Phone: +8802-222260661,
E-mail: pd_cmcrc@dncc.gov.bd

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫/সি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স (অটো): ২২৩৩৮৫৭৪৩, ২২৩৩৫০৫৮২; ফ্যাক্স: ২২৩৩৫২২১১
E-mail: office@jgk.gov.bd Web: www.jgk.gov.bd

বিভাগীয় বইমেলায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের উদ্যোগে নিম্নোক্ত সময়সূচি অনুযায়ী ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগীয় বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে। বইমেলায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্টল বরাদ্দের নিমিত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিবরণ	সময়সূচি	আবেদন ফরম জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ
ময়মনসিংহ বিভাগীয় বইমেলা	১৫ থেকে ২২ নভেম্বর ২০২৪	৭ নভেম্বর ২০২৪
খুলনা বিভাগীয় বইমেলা	২৬ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর ২০২৪	১৯ নভেম্বর ২০২৪
বরিশাল বিভাগীয় বইমেলা	৪ থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৪	২৭ নভেম্বর ২০২৪
রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলা	১৪ থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০২৪	৪ ডিসেম্বর ২০২৪
ঢাকা বিভাগীয় বইমেলা	২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	১১ ডিসেম্বর ২০২৪

বইমেলায় অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.jgk.gov.bd) থেকে ডাউনলোড করা যাবে। এছাড়া অফিস চলাকালীন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের প্রচার, প্রকাশনা ও ম্যাগাজিন শাখা থেকেও আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে। বইমেলায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানপূর্বক পূরণকৃত ফরম উপর্যুক্ত ছকে বর্ণিত জমাদানের সর্বশেষ তারিখের মধ্যে যথানিয়মে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে জমা প্রদান করতে হবে।

Afsana Begum 30.10.24
(আফসানা বেগম)
পরিচালক

Sonali Bank PLC
Credible & Smart
Common Services Division
Head Office, 35-42, 44 Motijheel C/A, Dhaka-1000

Tender No: CSD/MICR/Tender/2024/1401 Date : 31/10/2024

Tender Notice

Inviting Tender for Framework Agreement of Printing, Personalization & Supply of MICR Encoded security items

Name of the work :
Printing, Personalization & Supply of MICR Encoded Cheque Book (Savings & Current) & Payment Order For Sonali Bank PLC under the Supervision of Sonali Bank PLC, Common Services Division, Head office, Dhaka.

For details, Please visit our website : www.sonalibank.com.bd/tender board.
Phone : 223384642, 9513526, Mobile-01708-159319.

Sd/-
(Md. Ferdous Serniabat)
Deputy General Manager

সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট
দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নিলাম বিজ্ঞপ্তি
অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারা মোতাবেক বন্ধকীকৃত
সম্পত্তি বিক্রয়ের নিলাম বিজ্ঞপ্তিঃ হিসাব-মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড

এতদ্বারা প্রকৃত ক্রেতা ও সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সোনালী ব্যাংক পিএলসি., দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা'র খেলাপী ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড ঋণের বিপরীতে বন্ধকীকৃত এবং অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারায় বিধান মোতাবেক ব্যাংকের অনুকূলে সনদপ্রাপ্ত নিম্ন তফসিলভুক্ত সম্পত্তি উক্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ঋণের পাওনা আদায়ের নিমিত্ত নিলাম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি।

১। সোনালী ব্যাংক পিএলসি., প্রধান কার্যালয় "সোনালী ব্যাংক ভবন" ৩৫-৪২, ৪৪ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ এবং ইহার একটি শাখা, দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ৫, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০। ইহার পক্ষে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। ------ ডিক্রীদার পক্ষ।

দায়িকগণঃ

১। মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড, রেজিস্ট্রার্ড অফিসঃ ২১, হাজী আব্দুর রশিদ লেন, নয়াবাজার, থানা-বংশাল, ঢাকা-১১০০। কারখানাঃ সাং-মুড়াপাড়া, থানা-রুপগঞ্জ, জেলা- নারায়ণগঞ্জ।

২। আব্দুল জাব্বার মিয়া, পিতা- মোঃ আফতাব উদ্দিন মিয়া, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক-মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২), ঠিকানাঃ বাসা নং-৩২৭ (লিফট-৫), রোড নং-১০, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

৩। মিসেস মলিনা বেগম, স্বামী- আব্দুল জাব্বার মিয়া, পরিচালক- মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২), বাড়ী # ৯১—সি, রোড # ২৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

০৪। মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন মিল্টন, পিতা-আব্দুল জাব্বার মিয়া, পরিচালক- মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২), বাড়ী # ৯১—সি, রোড # ২৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

০৫। মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মিয়া, পরিচালক- মেসার্স লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২), বাড়ী # ৯১—সি, রোড # ২৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

০৬। লিনা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল জাব্বার মিয়া, ঠিকানাঃ ২১, হাজী আব্দুর রশিদ লেন, নয়াবাজার, থানা-বংশাল, ঢাকা-১১০০।

দায়িকগণের নিকট হতে ব্যাংকের পাওনা টাকা হালনাগাদ সুদ ও অন্যান্য খরচসহ ২৫/১০/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১৭৬,৪৭,৬৭,১৯২.১১ টাকা এবং আদায়কালতক সুদসহ পাওনা আদায়ের নিমিত্ত নিম্ন তফসিলভুক্ত স্থাবর সম্পত্তি, তদুপরিস্থিত যাবতীয় স্থাপনাদি ও স্থাপিত যন্ত্রপাতি যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে নিলামে বিক্রয়ের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

তফসিল "খ"
তফসিল '১'

০১। জেলা- নারায়ণগঞ্জ, থানা-রুপগঞ্জ, মৌজা- মুড়াপাড়া, খতিয়ান, দাগ ও জমির পরিমান নিম্নে বর্ণিতঃ-

ক্রমিক নং	এসএ খতিয়ান	আরএস খতিয়ান	পেটি খতিয়ান	এসএ দাগ	আরএস দাগ	পেটি দাগ	জমির পরিমান
০১।	২৮০, ২৮১	১৫৩, ৬৭	২০	২৯২, ২৯৩	১৫, ১৯	৯, ১০	১০ শতাংশ
০২।	২৮০	১৫৩	২০	২৯৮	২৫	১৫	০৮ শতাংশ
০৩।	২৮৩	৬৬	১৯	২৮৯	১৬	৬	০৭ শতাংশ
০৪।	২৭৬	৮৫	১৬	১৯৬	২১	১৩	০৭ শতাংশ
০৫।	২৬৬	১৮২	-	৩০৪, ৩০৫	৩১, ৩১	২১, ২২	৪০ শতাংশ
০৬।	২৬৮	৭	-	২৯৯, ৩০১	২৭, ২৭	১৬, ১৮	২৫ শতাংশ
০৭।	২৭৬	৮৫	১৬	২৯৬, ২৯৪	২১, ২১	১৩, ১১	১০ শতাংশ
০৮।	২৭৬	৮৫	১৬	২৯৬	২১	১৩	০১ শতাংশ
০৯।	২৮১	৬৭	-	২৯৩	১৮	১০	০৩ শতাংশ
১০।	২৭৮	২০৪	-	২৯৭	২৪	১৪	১৫.৫০ শতাংশ
১১।	২৮০	১৫৩	-	৩৪০	১২	৮, ৫৮	১২ শতাংশ
১২।	২৬৮	১২	-	৩০০, ৩০২	৩০, ৩০	১৭, ১৯	৩৮ শতাংশ
১৩।	২৮০	১৫৩	-	২৯০	১৫	৭	১০ শতাংশ
১৪।	২৭৮	২০৪	-	২৯১	১৪	৮	১৬ শতাংশ

মোট জমির পরিমান ২০২.৫০ (দুইশত দুই দশমিক পাঁচ) শতাংশ এবং তদুপরিস্থিত নির্মিত/ নির্মিতব্য দালান, কাঠামো, স্থাপিত/স্থাপিতব্য যন্ত্রপাতি, দালান-কোঠা, কলকব্জা ও অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জামাদি যেখানে যে অবস্থায় আছে, যাহার চৌহদ্দিঃ উত্তরে- থানাঘাট রোড, দক্ষিনে- বিভিন্ন দাগের নাল জমি, পূর্বে-বেড়ি বাধ, পশ্চিমে- শীতলক্ষ্যা নদী। জমির মালিকঃ লিনা পেপার মিলস লিঃ। উল্লেখ্য, উল্লেখিত সম্পত্তি লিনা পেপার মিলস লিমিটেড (ইউনিট-২) এর দায়ের বিপরীতেও বন্ধকীকৃত রয়েছে।

তফসিল '২'

জেলাঃ ঢাকা, হালে নারায়ণগঞ্জ, থানাঃ ফতুল্লা, মৌজাঃ খোপাতিতা, খতিয়ান নং- সিএস-১০৭, পরবর্তীতে ১০৭/৩, এসএ-৮৪, খারিজা খতিয়ান নং-৬৮৭, আরএস- ২৩৭, দাগ নং-সিএস ও এসএ- ২৯৩, আরএস-৩৭৪, জমির পরিমান-৩৯.৫০ শতাংশ। চৌহদ্দিঃ উত্তরে- সরকারী রাস্তা, দক্ষিণে- আবদুল জাব্বার মিয়া, পূর্বে- জিয়াতুল ইসলাম এবং পশ্চিমে- ৩৭৪ নং দাগের জমি। জমির মালিকঃ লিনা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ।

তফসিল '৩'

জেলাঃ ঢাকা, হালে নারায়ণগঞ্জ, থানাঃ ফতুল্লা, মৌজাঃ খোপাতিতা, খতিয়ান নং- সিএস-৯৬, পরবর্তীতে ৯৬/১, এসএ-৬৬ ও ৬৭, খারিজা খতিয়ান নং-৬৭/১, পরবর্তিতে- ৬৯১ আরএস- ১২১, দাগ নং-সিএস- ২৮১, আরএস-৩৭০ ও ৩৭১, জমির পরিমান-২২.৫০ শতাংশ। চৌহদ্দিঃ উত্তরে- আরএস ৩৭৪ নং দাগ এ আব্দুল জাব্বার মিয়া গং, দক্ষিণে- ৩৬৯ নং দাগ এ মোঃ মোঃ নিজামউদ্দিন মিঞা, পূর্বে- আরএস ৩৭২ নং দাগ এবং পশ্চিমে- বিক্রিত আরএস ৩৭০ নং দাগের অবশিষ্ট জমি, কোন শরীক প্রজা নাই। জমির মালিকঃ লিনা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ।

তফসিল '৪'

জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ, থানাঃ ফতুল্লা, মৌজাঃ খোপাতিতা, জেএল নং-১৫১, হালে- ৯, খতিয়ান নং- সিএস-৭৪, এসএ-৩৮, আরএস-১০৪, খারিজা খতিয়ান নং-৭৬৮, দাগ নং-সিএস ও এসএ-২৯৪, আরএস-৩৭৬, জমির পরিমান-৪৪.০০ শতাংশ। চৌহদ্দিঃ উত্তরে- রাস্তা, দক্ষিণে- আবদুল জাব্বার মিয়া, পূর্বে- খিদীর আলী এবং পশ্চিমে- আবদুল জাব্বার মিয়ার স্বত দখলীয় লিনা কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠান। জমির মালিকঃ আবদুল জাব্বার মিয়া।

তফসিল '৫'

জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ, থানাঃ ফতুল্লা, মৌজাঃ খোপাতিতা, জেএল নং- সিএস-১৫১, এসএ-৯, খতিয়ান নং- সিএস-৯৬, পরবর্তীতে সাবেক এসএ-৯৬/১ হাল এসএ-৬৭, আরএস-১২১, খারিজা-৭৬৯, জোত নং-৮৫০, দাগ নং-সিএস ও এসএ-২৯২, আরএস-৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৭৮, জমির পরিমান- ৪৮.০০ শতাংশ। চৌহদ্দিঃ উত্তরে- জিয়তুল ইসলাম, দক্ষিণে- আবুল হোসেন রতন, পূর্বে- সিএস ও এসএ ২৯৬ নং দাগ এর জমি এবং পশ্চিমে- বিক্রিত দাগে আবদুল জাব্বার মিয়ার পূর্ব্ব খরিদা জমি। জমির মালিকঃ আবদুল জাব্বার মিয়া।

তফসিল '৬'

জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ, থানা ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ফতুল্লা অধীন, মৌজাঃ খোপাতিতাস্থিত, জেএল নং- সাবেক-১৫১, এসএ-৯, আরএস-৪, খতিয়ান নং- সিএস-৯৬, এসএ- ৬৬ ও ৬৭, আরএস-১২১, খারিজা খতিয়ান নং-৭১২, জোত নং-৭১১, দাগ নং-সিএস ও এসএ-২৮১ (দুইশত একাশি) ও ২৯২ (দুইশত বিরানব্বই), আরএস-৩৭৭ (তিনশত সাতাত্তর), ৩৭৮ (তিনশত আটাত্তর), ৩৬৯ (তিনশত উনসত্তর), জমির পরিমান- ৫৪.০০ (চুয়ান্ন) শতাংশ। চৌহদ্দিঃ উত্তরে- ১নং বন্ধকদাতা নিজ, দক্ষিণে- আবুল হোসেন গং, পূর্বে- জাফর মিয়া, তালেবর মানিক মিয়া এবং পশ্চিমে- ১নং বন্ধকদাতা নিজ ও হাসান মিয়া। জমির মালিকঃ আবদুল জাব্বার মিয়া।

উল্লেখ্য, উল্লেখিত ২ হইতে ৬ পর্যন্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি লিনা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর দায়ের বিপরীতেও বন্ধকীকৃত রয়েছে।

উপরোল্লিখিত তফসিলভুক্ত মোট সম্পত্তির পরিমান= তফসিল (১হইতে ৬)
= (২০২.৫০+৩৯.৫০+২২.৫০+৪৪.০০+৪৮.০০+৫৪.০০) শতাংশ।
= ৪১০.৫০ (চারশত দশ দশমিক পাঁচ শুন্য) শতাংশ।

শর্তাবলী

১। প্রকৃত নিলামক্রেতা বা দরদাতাকে তাদের নিজস্ব প্যাডে বা সাদা কাগজে স্পষ্টাক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, এনআইডি/ এসআইডি নম্বর, টিআইএন নম্বর যদি থাকে, কোম্পানী/ ফার্মের ক্ষেত্রে উহার নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা এবং উদ্ধৃত দর কথায় ও অংকে উল্লেখপূর্বক সীলমোহরকৃত খামে আগামী ২৫/১১/২০২৪ তারিখ বিকাল ৪.০০ ঘটিকার মধ্যে সোনালী ব্যাংক পিএলসি., দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ৫ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা'য় রক্ষিত টেন্ডার বক্সে জমা প্রদান কিংবা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র প্রেরণ করতে হবে এবং ঐ দিন বিকাল ৪.০১ ঘটিকার সময় দরপত্র দাতাগণের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকে) টেন্ডার বক্স খোলা হবে।

২। দরপত্র দাতাগণকে অবশ্যই বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে। নিলাম দরপত্রের সাথে দরপত্র দাতার জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

৩। দরপত্র দাখিল করিবার সময় প্রযোজ্য আর্নেস্ট মানি ও মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হইলোঃ

	আর্নেস্ট মানি/ জামানতের পরিমাণ	অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের সময়সীমা
ক.	উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ২০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ দিবসের মধ্যে
খ.	উদ্ধৃত দর ১০.০১ লক্ষ টাকা হতে ৫০.০০ লক্ষ্য টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের ১৫% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিবসের মধ্যে
গ.	উদ্ধৃত দর ৫০.০০ লক্ষ টাকার অধিক হইলে দরপত্র মূল্যের ১০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিবসের মধ্যে

৪। দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লেখিত অবশিষ্ট মূল্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধের ব্যর্থতায় সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক দর অপেক্ষা কম না হইলে, উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে মালামাল/সম্পত্তি নিলামে খরিদ করিতে আহবান করা হইবে; এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা (আহুত হইবার পর ০৩ নং অনুচ্ছেদে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে) সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জামানতও বাজেয়াপ্ত করা হইবে। বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের টাকা উক্ত দাবীকৃত টাকার সহিত সমন্বয় করা হইবে

৫। দরপত্রে উল্লেখিত মূল্য অস্বাভাবিক কম/অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হলে এবং কম জামানত প্রদান করা হলে এবং/কিংবা ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র দাখিল করা হলে কর্তৃপক্ষ দরপত্র বাতিল করিতে পারিবেন।

৬। দরপত্রদাতা এক বা একাধিক তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য আলাদা দরপত্র জমা দিতে পারিবেন। তবে একই তফসিলভুক্ত সম্পত্তির আংশিক দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৭। ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিকট নিলামতব্য সম্পত্তি/মালামাল সংক্রান্ত কোন সরকারী, আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ পৌরসভা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, পল্লী বিদ্যুত, গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি সহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবী থাকিলে তা নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

৮। দরপত্র জমা দেওয়ার পর বিক্রয় প্রস্তাবিত সম্পত্তির আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, অবস্থান, দখল ও স্বত্বের দলিলপত্র সম্পর্কে কোন প্রকার আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না। তাছাড়া, বিক্রিতব্য মেশিনারীজ/দ্রব্য সামগ্রীর গুনাগুন, স্বাস্থ্য, আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, অবস্থান সম্পর্কে কোন প্রকার আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৯। নিলামক্রেতা কর্তৃক সমুদয় মূল্য পরিশোধের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে নিলাম ক্রেতার অনুকূলে মালামাল/সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইবে। নিলাম ক্রেতাকে মালামাল হস্তান্তরের/সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন, দখল সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে হইবে। প্রস্তাবিত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দরপত্রদাতাকে বহন করিতে হইবে।

১০। সরকারী বিধি মোতাবেক যাবতীয় হস্তান্তর ফি, রেজিস্ট্রেশন খরচ, কমিশন, ভ্যাট/মূল্য সংযোজন কর, স্ট্যাম্প ডিউটি, অন্যান্য শুল্ক এবং দলিল নিবন্ধন ফি সহ যাবতীয় ব্যয় নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

১১। ব্যাংক কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার এবং এই বিজ্ঞপ্তির যে কোন শর্তাবলী পরিবর্তন/ পরিবর্ধন/সংশোধনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১২। নিলামে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বন্ধক সম্পত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ফোন নং-০২২২৩৩৮৩৬৯৭
মোবাইল: ০১৭১৩০৪৬৩৫৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১৯৮, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬
E-mail:dcdmod@gmail.com
Web:www.dcd.gov.bd
ফ্যাক্সঃ ৯৮৩২৫০৫

'পুরনো বাস নিলামে বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি'

প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৮, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত পুরনো বাস 'যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে' বিক্রয়ের নিমিত্ত ক্রয় করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে:

ক্রমিক	বাসের রেজিস্ট্রেশন নম্বর	তৈরির সন	বাসের বিবরণ	বাস পরিদর্শনের ঠিকানা
১।	ঢাকা মেট্রো-চ-০৮-০০৫৬	১৯৯৪	হিনো মটরস ৬৪৪৩ সিসি, রং- নীল ও সাদা	প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৮, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

শর্তাবলি:

ক) আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বাসটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। দরপত্র দাখিলের কার্যকারিতা দরপত্র দাখিলের পর হতে ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত বহাল থাকবে;

খ) দরপত্র সিডিউল আগামী ০৩ নভেম্বর ২০২৪ হতে ১৭ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন (ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ০৯.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ০৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত নগদ ৫০০/- টাকার (অফেরতযোগ্য) বিনিময়ে এ কার্যালয় (প্রশাসনিক শাখা-২) হতে সংগ্রহ করা যাবে;

গ) দরপত্র আগামী ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ দুপুর ১২০০ ঘটিকা পর্যন্ত এ কার্যালয়ের রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে জমা দেয়া যাবে এবং ঐদিন **দরদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি থাকে) বেলা ১২.৩০ ঘটিকার সময় দরপত্র খোলা হবে;**

ঘ) প্রতিটি দরপত্রের সাথে সিডিউল ক্রয়ের মূল রসিদসহ জামানত বাবদ উদ্ধৃত মূল্যের ১০% টাকা যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে "মহাপরিচালক, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৮, ঢাকা সেনানিবাস" ঢাকা এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে;

ঙ) দরদাতাকে দরপত্র সিডিউলের উদ্ধৃত মূল্যের নির্দিষ্ট ঘরে অংকে ও কথায় দর উল্লেখ করতে হবে এবং লিখিত দরে কোন প্রকার ঘষামাজা বা ওভাররাইটিং গ্রহণযোগ্য হবে না;

চ) সর্বোচ্চ দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে এককালীন সমুদয় মূল্য এবং সরকারি বিধিবিধান মোতাবেক প্রযোজ্য হারে আয়কর, ভ্যাট, উৎসে কর ইত্যাদি পরিশোধ করে বাসটি "যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই" ডেলিভারী নিতে হবে। অন্যথায় জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে;

ছ) কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন অথবা সকল দরপত্র বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

আই এস পি আর /বিবিধ /২০২৪/৪৮৫
৩০/১০/২৪

নেছার আহমেদ খান
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
ফোন: ৮৭১৫৭২৯

সোনালী ব্যাংক পিএলসি
দুপচাঁচিয়া শাখা, বগুড়া।
টেলিফোন : ০২-৫৮৯৯১১১৬৬

(অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম বিজ্ঞপ্তি)

ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা : মেসার্স সেবা এন্ড সাদিয়া চাউল কল, প্রোঃ মোঃ আবুল হোসেন ফকির, পিতা- মৃত কফিল উদ্দিন ফকির, ঠিকানা : আটগ্রাম বাজার, ডাকঘর : মোস্তফাপুর, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া।

জামিনদাতার নাম ও ঠিকানা :
(১) মোঃ শহিদুল ইসলাম, পিতা - আবুল হোসেন ফকির, ঠিকানা : ধাপহাট রোড, ডাকঘর : দুপচাঁচিয়া, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া। (২) (ক) মোছাঃ নার্গিস বিবি, স্বামী - মৃত সাইদুর রহমান, গ্রাম- আটগ্রাম নগরপাড়া, ডাক : মোস্তফাপুর, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া। (২) (খ) রাবেয়া সুলতানা (সেবা), পিতা - মৃত সাইদুর রহমান, গ্রাম - আটগ্রাম নগরপাড়া, ডাক : মোস্তফাপুর, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া। (২)(গ) তুহিনা আক্তার, পিতা - মৃত সাইদুর রহমান, গ্রাম- আটগ্রাম নগরপাড়া, ডাক : মোস্তফাপুর, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া। (৩) মোঃ শাহিনুর ইসলাম, পিতা - আবুল হোসেন ফকির, ঠিকানা : আটগ্রাম বাজার, ডাক : মোস্তফাপুর, উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া।

এই মর্মে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে অত্র শাখা হইতে গৃহীত উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ঋণ হিসাবে ব্যাংকের অনুকূলে ডিক্রীকৃত টাকা = ১,২৭,৮৫,৬০০/- (এক কোটি সাতাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার ছয়শত) টাকায় (যা ৩৩(৫) ধারা সনদে ডিক্রীকৃত) এবং আদায়কালতক অনারোপিত সুদসহ অন্যান্য পাওনাদি আদায়ের নিমিত্ত অত্র শাখার অনুকূলে বন্ধকীকৃত নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (যাহা অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারার বিধান মতে মাননীয় আদালত কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্রের ভিত্তিতে সম্পত্তির দখল ও ভোগের অধিকার সোনালী ব্যাংক পিএলসি, দুপচাঁচিয়া শাখা, বগুড়া-এর অনুকূলে ন্যস্ত করা হয়েছে) নিলামে বিক্রয় করা হইবে। নিলাম ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাগণের নিকট হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীতে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে :

বন্ধকীকৃত সম্পত্তির তফসিল :

উপজেলা : দুপচাঁচিয়া, জেলা : বগুড়া।

জমির প্রকৃতি	মৌজা	জেএল নং	খতিয়ান নং			দাগ নং		জমির পরিমাণ (একর)
			সিএস	এমআরআর	আরএস	সাবেক	হাল	
মিল, চাতাল, গোডাউন ও অবকাঠামোসহ জমি	আটগাঁও	৩৮	১৭৪	১৯০	১২৫১	২৬৮৩	৫৭০৭	০.৯৪ একর
"	"	৩৮	৪৬০	৬৭১	১২৫১	২৬৮০	৫৭১৫	০.০৯ ½ একর
উঁচু ভিটা	"	৩৮	১৭৪	১৯০	১২৫১	২৬৮৩	৫৭০৭	০.৪৫ একর
মোট								১.৪৮ ½ একর

শর্তসমূহঃ

১) আগামী ২৭/১১/২৪ তারিখ বেলা ৪.০০ ঘটিকার মধ্যে দরপত্র সোনালী ব্যাংক পিএলসি, দুপচাঁচিয়া শাখা, বগুড়া এবং সোনালী ব্যাংক পিএলসি, প্রিন্সিপাল অফিস, বগুড়া নর্থ, বগুড়াতে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে জমা দিতে হইবে। ঐদিনই বেলা ৪.১৫ ঘটিকার সময় দরপত্র দাতাদের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র বাক্স খোলা হইবে। দরপত্র সরাসরি অথবা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে। রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণের ক্ষেত্রে তাহা অবশ্যই উক্ত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে উক্ত শাখা/অফিসে পৌঁছাইতে হইবে।

২) দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে এবং খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে সম্পত্তি ক্রয়ের দরপত্র লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে। দরপত্রে দরপত্র দাতার নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর এবং প্রস্তাবিত একক প্রতি দর ও মোট মূল্য/ সম্পত্তির মোট প্রস্তাবিত মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে।

৩) দরপত্র দাখিল করিবার সময় প্রযোজ্য আর্নেস্টমানি ও মূল্য পরিশোধের সময়সীমা নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হইল :

	আর্নেস্টমানি/ জামানতের পরিমাণ		অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের সময়সীমা
ক	উদ্ধৃত দর ১০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের	২০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ দিবসের মধ্যে
খ	উদ্ধৃত দর ১০.০১ লক্ষ টাকা হইতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দরপত্র মূল্যের	১৫% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ দিবসের মধ্যে
গ	উদ্ধৃত দর ৫০.০০ লক্ষ টাকার অধিক হইলে দরপত্র মূল্যের	১০% হারে	দরপত্র গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ দিবসের মধ্যে

৪) দাখিলকৃত দরপত্রে উল্লেখিত অবশিষ্ট মূল্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থতায় সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর এবং পূর্বে বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের অর্থ একত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর অপেক্ষা কম না হইলে, উক্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিতে আহ্বান করা হইবে; এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরপত্রদাতা (আহুত হইবার পর ৩নং অনুচ্ছেদে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে) সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার জামানতও বাজেয়াপ্ত করা হইবে। বাজেয়াপ্তকৃত জামানতের টাকা উক্ত দাবীকৃত টাকার সহিত সমন্বয় করা হইবে।

৫) দরপত্রে উল্লেখিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির প্রস্তাবকৃত মূল্য অস্বাভাবিকভাবে অপর্যাপ্ত বা কম প্রতীয়মান হইলে কর্তৃপক্ষ দরপত্র বাতিল করিতে পারিবে।

৬) দরপত্র দাতা এক বা একাধিক তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য দরপত্র জমা দিতে পারিবেন। তবে একই তফসিলভুক্ত সম্পত্তির আংশিক দরপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৭) নিলাম ক্রেতা কর্তৃক সমুদয় মূল্য পরিশোধের পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন সাপেক্ষে নিলাম ক্রেতার অনুকূলে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইবে। নিলাম ক্রেতাকে সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন, দখল সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বহন করিতে হইবে। প্রস্তাবকৃত মূল্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর দরপত্র দাতাকে বহন করিতে হইবে।

৮) ঋণগ্রহীতা/প্রতিষ্ঠানের নিকট নিলামতব্য সম্পত্তি সংক্রান্ত সরকারী কর/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কোন দাবী/পাওনা যথা বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বিল, পৌরকর, ভূমিকর ইত্যাদি বকেয়া থাকিলে তাহা নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

৯) কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো কিংবা কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১০) দরপত্র গৃহীত না হইলে দরপত্র দাতাকে জামানতের টাকা সর্বোচ্চ ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত দেওয়া হইবে।

১১) নিলামে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারিবেন।

ম্যানেজার
দুপচাঁচিয়া শাখা, বগুড়া।
মোবা : ০১৭৫৫-৫৩২৪১৪

Government of the people's Republic of Bangladesh

Public Works Department
Office of the Executive Engineer
PWD E/M Division-6, Dhaka

Memo no: 5-16/947 Date: 29/10/2024

e- Tender Notice (OTM)

This is to notify all concern that the following tender is invited in the national e-GP portal:

Sl No.	Brief Description of the work	Tender ID	Publishing Date & Time	Closing Date & Time
1	Replacement of Damaged/Burnt out Chilled Water Pipe and Repair of the Spare Parts of Central AC Chiller Cooling Tower, Pump Motor & Condenser Tube Cleaning by DE- Scaling Chemicals Work at Bangladesh Television, Rampura, Dhaka-1219	1030801	30-Oct-2024	10-Nov-2024
2	Construction of 14 storied residential building (1250 sft, 6 unit per floor) + 2 Basement with 16 storied foundation at Mirpur Police Lines under the project of 'Construction of 9 residential tower building for police members in different places of Bangladesh' (Sub-Head: External Electrification: - Supply and Installation of 1000 Kg 14-Stops 02 Nos. Passenger Lift)	1031004	30-Oct-2024	20-Nov-2024

This is an online Tender where only e-Tender will be accepted in the national e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-tender, registration in the National e-GP portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required. Further information and guidelines are available in the national e-GP system portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

(Mohammad Toriqul Alam)
Executive Engineer
PWD E/M Division-6, Dhaka

Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Police
Police Telecommunication Organization
Police Telecom Bhabon, Rajarbag, Dhaka.
web: telecom.police.gov.bd

Invitation for e-Tender

Memo NO: 44.01.0000.057.11.018.24/250/Betar Date: 30-10-2024

For the financial year 2024-2025 e-Tender is invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of the following items.

Sl	Description	e-Tender ID	Procurement Method	Online Tender Publication Date & Time	Online Tender Closing Date & Time
1.	Purchase of VHF & UHF Duplexer	1031149	OTM	03 Nov 2024 16:30	25 Nov 2024 14:30
2.	Purchase of Solar Items	1031150	OTM	03 Nov 2024 16:30	25 Nov 2024 14:40
3.	Purchase of Single Unit Battery Charger	1031151	OTM	03 Nov 2024 16:30	25 Nov 2024 14:50
4.	Purchase of Automatic Voltage Regulator	1031152	OTM	03 Nov 2024 16:30	25 Nov 2024 15:00

This is an online Tender, Where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies will be accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP Systems Portal (http://www.eprocure.gov.bd) is required.

The fees for downloading the e-tender documents from the National e-GP System portal have to be deposited online through any registered bank branches.

Further information and guidelines are available in the National e-GP system portal and from e-GP help desk (http://www.helpdesk@eprocure.gov.bd).

The Procuring entity reserves the right to accept or reject all Tenders/Proposal/Pre-Qualification/EOIs.

(Shahriar Bin Saleh)
BP 7810126915
SP (Logistics)
Police Telecommunication Organization
Rajarbag, Dhaka.
Mobile: 01320020041
E-mail: splog.telecom@police.gov.bd

Government of the People's Republic of Bangladesh

Office of the Project Director
Strengthening Operational Capacity of the Department of Land Records and Surveys (DLR&S) for Digital Survey Project (1st Revised)
Department of Land Records and Surveys
98, Bhumi Bhaban (Level-11), Shaheed Tajuddin Ahmed Sarani, Tejgaon, Dhaka-1208
Website: www.dlrs.gov.bd, E-mail: pd_socdigs@dlrs.gov.bd, Phone- 02-41024901

No. 31.03.0000.014.07.129.24- 741 Date: 30 October 2024

1st Corrigendum (Time Extension) of Request for Expressions of Interest (REoI) of the following packages

Package No.	Name of Package
SD-18	Selection of Consulting Firm for Conducting Digital Land Survey for Preparing Digital Cadastral Map about 8,76,205 Acres of Land in 8 Upazilas of Patuakhali District
SD-19	Selection of Consulting Firm for Conducting Digital Land Survey for Preparing Digital Cadastral Map about 6,03,433 Acres of Land in 6 Upazilas of Barguna and 2 Upazilas of Other District
SD-20	Selection of Consulting Firm for Conducting Digital Land Survey for Preparing Digital Cadastral Map about 5,37,458 Acres of Land in 9 Upazilas of Pabna District
SD-21	Selection of Consulting Firm for Conducting Digital Land Survey for Preparing Digital Cadastral Map about 4,65,526 Acres of Land in 7 Upazilas of Sirajganj District

This is to notify all concerned that the following amendments have been made to the published 'Request for Expressions of Interest (REoI) [Ref. REoI No.: 31.03.0000.014.07.129.24-678; Dated: 09 October 2024] for the packages mentioned above which was published on "Doinik Prothom Alo" & "The Daily New Age" on 10 October 2024 and "Doinik Bonik Barta" & "The Daily Business Standard" on 14 October 2024. The amendments are listed in the table below:

Sl No. (as per published REoI)	Reference	Existing Particulars (as per published REoI)	Amended Particulars
16.	EoI Submission Closing Date and Time	Date: 04 November 2024; Time: 02:30 PM (Local Time)	Date: 14 November 2024; Time: 02:30 PM (Local Time)
18.	EoI Opening Date and Time	Date: 04 November 2024; Time: 02:40 PM (Local Time) [according to the Rule: 114(2) of Public Procurement Rules-2008]	Date: 14 November 2024; Time: 02:40 PM (Local Time) [according to the Rule: 114(2) of Public Procurement Rules-2008]

All other texts, terms, and conditions of the published 'Request for Expression of Interest (REoI)' notice will remain unchanged.

30.10.2024
(Muhammed Ashraful Islam)
Joint Secretary
Project Director

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
Bangladesh Power Development Board

Office of the Manager (SE), Maintenance
Bibiyana South 400 MW CCPP
BPDB, Nabiganj, Habiganj.
Mob: 01313096152
Email: mm.bibiyanas@bpdb.gov.bd

Reference No: 27.11.3677.463.05.004.24.977 Date : 26/10/2024

Tender Notice

e-Tender is invited in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd) for the procurement of :

Tender ID and Package No.	Description of Goods/ Works	Publishing Date and time	Last Selling Date and time	Closing and Opening Date and time
1024520 (GR-49-INC)	Procurement of I&C spare parts for GT-ST Fire Fighting and Gas Detection system for Bibiyana South 400MW CCPP.	31-Oct-2024 11:00	14-Nov-2024 11:00	14-Nov-2024 12:30

This is an online Tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/ hard copies will be accepted.

To submit e-Tender, registration in the National e-GP System Portal (http://www.eprocure.gov.bd/) is required.

The fees for downloading the e-Tender Documents from the National e-GP System Portal have to be deposited online through any registered Bank Branches.

Further information and guidelines are available in the National e-GP System Portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd).

For more details, please contact PE's Support Desk (01313096158, 01674608198).

26.10.2024
(Md. Modasser Hossain)
Executive Engineer (I&C)
Bibiyana South 400 MW CCPP
BPDB, Nabiganj, Habiganj.

বিদ্যুৎ / জন- ৩৩৭(২)৩০/১০/২৪

OFFICE OF THE BADARGANJ PAURASHAVA
Badarganj, Distric: Rangpur
Email: bdg.paurashava@gmail.com

Memo No. Badar/Pauro/Engr/2024/140 Date: 29-10-2024

Invitation of Tender (Works)

E-tender: Notice No. 01/2024-2025 (OTM & LTM)

e-Tender is Invited the national e-GP system portal (https://www.eprocure.gov.bd) for the procurement bel accepted. The submit e-tender, registration in the National e-GP System Portal (https://www.eprocure.gov.bd) is required.

Sl No	Tender ID	Package No.		Tender Last Selling Date and Time
01	1028722	PHBPIDP/Bdar/BC-04	LTM	18-Nov-2024 16:00
02	1028723	PHBPIDP/Bdar/Drain/W-02	LTM	18-Nov-2024 16:00
03	1028725	PHBPIDP/Bdar/Drain/W-05	LTM	18-Nov-2024 16:00
04	1028727	PHBPIDP/Bdar/Drain/W-06	OTM	18-Nov-2024 16:00

The fee for downloading the e-tender document from the national e-GP System Portal have to be deposited online through any registered banks branches up to described above column-5.
Further information and guidelines are available in the national e-GP system Portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd)

Md. Alamgir Hossain
Asst. Engineer
Badarganj Paurashava, Rangpur
e-mail: alamgirengr86@gmail.com

(Mst. Moliha Khanom)
Administrator
Badarganj Paurashava, Rangpur
e-mail: bdgpaurashava@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ
ঢাকা রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা
আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯।
(www.bepza.gov.bd)

সূত্র নং- ০৩.০৬.২৬৭২.৩৩৩.৩৩.০৩২.২৪-১৬৬৮ তারিখঃ ৩০/১০/২০২৪ ইং

নিলাম বিজ্ঞপ্তি (৫ম বার)

ঢাকা ইপিজেডস্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া Play suits, Tracks suits, Coats, Overcoats, Pants, T-Shirts, Trousers, Jumpers, Rompers, Pajamas, Night wears etc. woven items প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান M/s. Lenny Fashions Ltd., Plot # 66-68, Dhaka EPZ (Old Zone) এর ইনভেন্টরীকৃত ও মূল্য নিরূপনকৃত স্থাপনা, মেশিনারীজ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামাল "যেখানে যে অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় অথবা পরিচালনার লক্ষ্যে আগ্রহী দেশী/ বিদেশী ক্রেতা/ কোম্পানীসমূহের নিকট হতে নিম্নলিখিত শর্তানুযায়ী সীলমোহরকৃত নিলাম দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

শর্ত ও নিয়মাবলী :

১) আগ্রহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ ইপিজেডস্থ কোম্পানী (দেশী/ যৌথ বিনিয়োগ/ বিদেশী) অথবা ইপিজেডের বাহিরে অবস্থিত যেকোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান উক্ত কোম্পানীর স্থাপনা, মেশিনারীজ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামাল "যেখানে যে অবস্থায় আছে" ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিলামে প্রচলিত বিধি মোতাবেক অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২) শিল্প প্রতিষ্ঠানটির বিদ্যমান মালামালসমূহের মধ্যে যেসকল মালামাল শুল্কমুক্তভাবে আমদানী করা হয়েছে সেসকল মালামাল ইপিজেডের বাহিরে শুল্ক এলাকায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সফল দরদাতা নিয়মানুযায়ী ভ্যাট, ট্যাক্স ও প্রদেয় কাষ্টমস শুল্ক পরিশোধ করবেন।

৩) বেপজার অনুকূলে যেকোন তফসিলি ব্যাংক হতে জামানত বাবদ উদ্ধৃত মূল্যের ১৫% সমপরিমান অর্থ (সফল দরদাতার জন্য অফেরৎ যোগ্য এবং অসফল দরদাতার জন্য ফেরৎ যোগ্য) একটি মাত্র পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট/এফডিডি অথবা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন মাধ্যমে দরপত্রের সাথে অবশ্যই সংযুক্ত করে জমা দিতে হবে। জামানত ব্যতীত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪) আগামী ১৩/১১/২০২৪, ১৪/১১/২০২৪ এবং ১৭/১১/২০২৪ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত কোম্পানীর ইনভেন্টরীকৃত স্থাপনা, মেশিনারীজ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামাল সরেজমিনে পরিদর্শন করা যাবে এবং মালামাল পরিদর্শন ও মালামালের তালিকার বিষয়ে ঢাকা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক এর সহিত সরাসরি যোগাযোগ করে জানা যাবে।

৫) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র গৃহীত হলে ১৫ দিনের মধ্যে সফল দরদাতাকে উদ্ধৃত মূল্যের সমুদয় অর্থের উপর প্রযোজ্য আয়কর ও ভ্যাটসহ অবশিষ্ট ৮৫% বেপজা বরাবরে পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট/ এফডিডি অথবা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে এবং বেপজা ও কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের নিয়মানুযায়ী স্থাপনা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালসমূহ ডেলিভারী নিতে হবে।

৬) দরপত্র আগামী ১৭/১১/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত হিসাব শাখা, ঢাকা ইপিজেড, চট্টগ্রাম ইপিজেড, আদমজী ইপিজেড, মোংলা ইপিজেড, ঈশ্বরদী ইপিজেড, উত্তরা ইপিজেড, কুমিল্লা ইপিজেড ও কর্ণফুলি ইপিজেড এবং বেপজা নির্বাহী দপ্তরের হিসাব শাখা হতে অফিস চলাকালীন সময়ে ৫,০০০.০০ টাকার (অফেরৎ যোগ্য) বিনিময়ে ক্রয় করা যাবে।

৭) দরপত্রসমূহ আগামী ২১/১১/২০২৪ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১২.০০ ঘটিকার মধ্যে নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা ইপিজেড এর দপ্তরে রক্ষিত টেন্ডারবাক্সে জমা দেয়া যাবে এবং দাখিলকৃত দরপত্রসমূহ একই তারিখে দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা ইপিজেডের দপ্তরে দরদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ থাকে) উন্মুক্ত করা হবে। নিলাম দরপত্রের সাথে হালনাগাদ ভ্যাট, টিআইএন এবং ট্রেড লাইসেন্সের কপি সংযুক্ত করতে হবে; তবে ইপিজেডে বিনিয়োগে আগ্রহী সম্পূর্ণ নতুন শতভাগ বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানীর ক্ষেত্রে এ শর্ত শিথিলযোগ্য।

৮) বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনায় আগ্রহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ বিনিয়োগকারীর নিকট নিলামে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৯) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সফল দরদাতাকে বিধি মোতাবেক বেপজার প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক ইপিজেডে শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

১০) কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যেকোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিল বা সকল দরপত্র বাতিল করা ছাড়া ও দরপত্র প্রত্যাশানুযায়ী পাওয়া না গেলে তা বাতিল করত: পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

(মোঃ আহসান কবীর)
নির্বাহী পরিচালক
ফোন: ০২-২২৪৪৯৮২৩৮
E-Mail: ed.depz@bepza.gov.bd